১৯ মে ২০১৬, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, ১২ শাবান ১৪৩৭, বর্ষ ২ **বৃহস্পতিবার** সংখ্যা ৩২, পৃষ্ঠা ১৬, দাম ২ কাতারি রিয়াল, ৩০০ বাহরাইনি ফিলস

কাতার ও বাহরাইনে প্রবাসীদের জন্য **চাকরির খোঁজ** দেখুন: পৃষ্ঠা-৬

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية

সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

প্রথম আলো

The Most Popular Bangladeshi Newspaper **Prothom Alo Weekly Gulf Edition** Printed & Distributed by Dar Al Sharq, Qatar

www.prothom-alo.com Thursday, 19 May 2016, 5 Jaistha 1423, 12 Shaban 1437, Year 2, Issue 32, Page 16, Price- Qatar: QR. 2, Bahrain: 300 Fils /DailyProthomAlo /ProthomAlo

দোহায় আম বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে আমের ফলন হয়। কিন্তু মরুভূমির দেশে আমের ফলন! একটা সময় হয়তো এমন চিন্তাই করা যেত না। তবে এখন সেই চিন্তা আর অবাস্তব নয়। কাতারের বিভিন্ন জায়গায় এখন আমগাছ দেখা যায়। তবে ব্যস্ততম শহর দোহার প্রাণকেন্দ্র আলহিলাল এলাকার আমগাছটি সবার দৃষ্টি কেড়েছে। খেজুরগাছের পাশে এই গাছে প্রচুর আম ধরেছে ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

এমআরপির তথ্য মিলবে ওয়েবসাইটে

কাতারে দূতাবাসের নতুন ওয়েবসাইট

কাতার প্রতিনিধি ●

নতুন আঙ্গিকে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে কাতারে বাংলাদেশ দূতাবাসের ওয়েবসাইট। ইতিমধ্যে এর প্রাথমিক সংস্করণ উন্মুক্ত করা হয়েছে। www.bdembassydoha.org এই ঠিকানায় গিয়ে দেখা যাচ্ছে নতুন নকশায় তৈরি করা দূতাবাসের ওয়েবসাইট।

আগের ওয়েবসাইটের মতো শুধু কনস্যুলার সেবার কিছু তথ্য ও কয়েকটি ফরম-নির্ভর নয় বর্তমান সাইট। নতুন ওয়েবসাইট তৈরিতে প্রবাসীদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ওয়েবসাইটের হোমপেজে পাসপোর্টের তথ্যও মিলবে। বিশেষভাবে 'সরবরাহের জন্য প্রস্তুত এমআরপির তথ্য' তুলে ধরা হয়েছে এতে। ওই বক্সে ক্লিক করে কাতারের যেকোনো প্রান্ত থেকে প্রবাসীরা দূতাবাসে আসার আগে জেনে নিতে পারবেন, তাঁর যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্ট (এমআরপি) তৈরি হয়েছে কি না, বা কবে গেলে মিলবে পাসপোর্ট। ফলে শুধু খোঁজ নেওয়ার জন্য এখন আর কাউকে দূতাবাসে আসতে হবে না। এর নিচেই এমআরপি পাসপোর্টের অনলাইন আবেদনপত্রের লিংক তুলে ধরা হয়েছে এমআরপি ইনফোতে।

ওয়েবসাইটের অন্যান্য মেন্যুতে বাংলাদেশ ও কাতারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হবে। ডাউনলোড ফরম বিভাগে ক্লিক করে যে কেউ এমআরপি নবায়ন বা নতুন এমআরপির জন্য আবেদন ফরম ডাউনলোড করতে পারবেন। এ ছাড়া জন্মনিবন্ধন, চারিত্রিক সনদ, ভিসার জন্য আবেদনও পাওয়া যাবে ওই বিভাগে। এর নিচে কনস্যুলার

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

জনসমাগমস্থলে ধূমপানে ৩ হাজার রিয়াল জরিমানা

তামাক নিয়ন্ত্রণে খসড়া আইন অনুমোদন

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের উপদেষ্টা পরিষদ তামাকের ব্যবহার ও ধূমপান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নতুন খসড়া আইন পাস করেছে। একই সঙ্গে কাতারে ইলেকট্রনিক সিগারেট ও সুইকা এবং সব ধরনের মাদকজাত চুইংগাম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১৬ মে সকালে উপদেষ্টা পরিষদের ৪৪তম বৈঠকে তামাক ও সিগারেট নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিবর্তন, পরিমার্জনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন সদস্যরা। পরে তামাক নিয়ন্ত্রণে খসড়া সংশোধনী সর্বসম্মতভাবে উপদেষ্টা পরিষদে পাস হয়।

বৈঠকে জনসমাগমস্থল ও এর আশপাশে ধূমপানকারীদের ওপর তিন হাজার রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা করার প্রস্তাব পাস করা হয়। শুধু তা-ই নয়, কোনো ব্যক্তি এমন এলাকায় কাউকে ধূমপান করার অনুমতি দিলে তাঁকে শাস্তির আওতায় আনা হবে।

পাশাপাশি সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য থেকে যেসব শুল্ক আদায় করা হয়, এর পাঁচ ভাগ স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরিমূলক কার্যক্রমে ব্যয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। যাঁরা ধূমপানের পর সিগারেটের অবশিষ্ট অংশ রাস্তায় ফেলেন, তাঁদের ওপর আর্থিক জরিমানা ও কঠোর শাস্তি প্রয়োগে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশনা পাঠায় উপদেষ্টা পরিষদ।

সব মিলিয়ে ২৫টি ধারা-সংবলিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি আগাগোড়া খতিয়ে দেখে উপদেষ্টা পরিষদ। এতে বলা হয়, কাতারে যেকোনো ধরনের সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য আমদানির চালান

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

পাঠকদের প্রতি

কাতার ও বাহরাইনের পাঠকদের শুভেচ্ছা। *প্রথম আলোর* উপসাগরীয় সংস্করণে আপনাদের প্রবাস-জীবনের কথা, আপনাদের ভালো-মন্দ ও আনন্দ-বেদনা-উৎসবের কথা প্রকাশ করতে চাই। আপনারা সব রকমের কথা আমাদের লিখে পাঠান।

যোগাযোগ :
gulfedition@prothom-alo.info

কাতারে এক ঘণ্টার মধ্যে মিলবে মৃত্যুসনদ

অভিবাসীর মরদেহ দেশে পাঠানো

কাতার প্রতিনিধি ●

অভিবাসীদের মৃতদেহ স্বদেশে পাঠাতে হলে লাগে মৃত্যুসনদ। এই সনদ না পাওয়া পর্যন্ত দেশে নেওয়া যায় না মৃতদেহ। অভিবাসীদের সেই ঝক্কিঝামেলা কমাতে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে কাতারের সরকার। কোনো অভিবাসীর মৃত্যু হলে এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে মিলবে মৃত্যুসনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

জানা গেছে, আগে কোনো অভিবাসীর মৃত্যু হলে মৃত্যুসনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য কমপক্ষে তিন দিন অপেক্ষা করতে হতো। এ সময়টাতে মৃতদেহ মর্গে রাখা হতো। কিন্তু এখন এক ঘণ্টারও কম সময়ে সব প্রক্রিয়া শেষ করা যাবে। দ্রুত কাগজপত্র তৈরি ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য স্বজনদের কোনো ফি দিতে হবে না। বরং সমন্বিত অফিস থেকে কাতার কর্তৃপক্ষের প্রায় আটটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অফিসের সত্যায়ন ও সনদ বিনা মূল্যে একসঙ্গে পাওয়া যাবে।

সম্প্রতি কাতারের কেন্দ্রীয় হামাদ হাসপাতালে অভিবাসীদের মরদেহ দেশে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব সেবা একই কাউন্টারে দেওয়ার লক্ষ্যে সমন্বিত মানবসেবা কেন্দ্র চালু করা হয়। ওই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন কাতারের জননিরাপত্তা বিভাগের প্রধান মেজর জেনারেল সাদ বিন জাসেম আল-খোলায়ফি। এ সময় কাতারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

- দ্রুত কাগজপত্র তৈরি ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য স্বজনদের কোনো ফি দিতে হবে না
- আটটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অফিসের সত্যায়ন ও সনদ বিনা মূল্যে একসঙ্গে পাওয়া যাবে

কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই সেবা অফিসে একই সঙ্গে কাতারের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, হামাদ মেডিকেল করপোরেশন, কাতার এয়ারওয়েজ, কাতার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার সার্ভিস ও বিভিন্ন দূতাবাসের কনস্যুলার কর্তৃপক্ষ সেবা দেবে। ফলে সেবাগ্রহীতাদের আর আলাদাভাবে বিভিন্ন দপ্তরের অফিসে ছোটাছুটি করার প্রয়োজন হবে না।

মানবসেবা অফিসের প্রধান ব্রিগেডিয়ার আহমদ আল-আনছারি সাংবাদিকদের বলেন, 'আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কাতার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় এই অফিস কাজ করবে। এর মাধ্যমে কোনো অভিবাসীর লাশ দেশে পাঠানোর সব প্রক্রিয়া ঝামেলামুক্ত ও অল্প সময়ে শেষ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির বন্ধু ও স্বজনদের ওপর যেন বাড়তি চাপ না পড়ে, সে বিষয়টি মাথায় রেখে এই উদ্যোগটি নিয়েছি আমরা। মানবিক দিক বিবেচনায় নিয়ে এখন থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিবাসীর মরদেহ দেশে পাঠাতে প্রয়োজনীয় সব মন্ত্রণালয়ের দরকারি সেবা একই অফিস থেকে দেওয়া হবে।'

কমিউনিটি পুলিশের প্রধান আহমদ জায়েদ আল-মুহান্নাদি বলেন, 'অভিবাসীদের মরদেহ দেশে পাঠাতে স্বজনদের যাতে কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তি বা হয়রানির শিকার হতে না হয়, সেটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি আমরা। কাতার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র বা জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কোনো সনদ ইস্যু করাসহ কোনো কাগজপত্রের জন্য এখন আর স্বজনদের কাছ থেকে ফি নেওয়া হবে না।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্মকর্তারা বলেন, সপ্তাহের সব কর্মদিবসে প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এবং বিকেল তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত দুই বেলা এই সেবা অফিস খোলা থাকবে। এ ছাড়া শুক্র ও শনিবার নির্ধারিত হটলাইনে কল করার সঙ্গে সঙ্গে সেবাদাতারা উপস্থিত হবেন।

অনলাইনে কেনাকাটায় নতুন সুযোগ

আবু হানিফ ●

অভিবাসী কর্মী ও শ্রমিকদের কারণে প্রতিদিনই কাতারের জনসংখ্যা বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে যানজট। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে বের হলে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। এরপর যানজট পেরিয়ে সুলভ মূল্যের বিপণিবিতানে গেলে দেখা যাবে ক্রেতাদের ভিড় আর কেনাকাটার দীর্ঘ সারি। এভাবে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে কেনাকাটা করতে গিয়ে অনেকে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। কখনো এমন কেনাকাটায় মাটি হয়ে যায় সাপ্তাহিক ছুটির দিন।

কাতারের নাগরিক ও অভিবাসীদের ভোগান্তির বিষয়টি বিবেচনা করে মানুষের জীবনযাত্রা আরও সহজ করে তুলতে দোহাসুকডটকম নামের একটি নতুন অনলাইন মুদিপণ্য কেনাকাটা ও ঘরে পৌঁছে দেওয়ার সেবা শুরু করেছে।

গত মাস থেকে অনলাইনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রির কার্যক্রম শুরু করে এই ওয়েবসাইট। অনলাইনভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান গ্র্যান্ড মার্ট শপিং মলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আপাতত কাজ শুরু করেছে।

অনলাইন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে তাজা ও প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্য যেমন শাকসবজি, মাছ, মুরগি, ফলমূল, কেক, চকলেট, ফ্যাশন, গয়না, খেলনা, উপহারসামগ্রী, ইলেকট্রনিক সামগ্রীসহ নানা রকমের পণ্য পাওয়া যাচ্ছে।

ওয়েবসাইট সূত্রে জানা গেছে, দোহাসুকে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের চার হাজার পণ্যসামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে ৪৭৫টি খাদ্যপণ্য। আগামী মাস নাগাদ আরও ২ হাজার ৫০০-এর বেশি নানা ধরনের পণ্য এই ওয়েবসাইটে বিক্রির তালিকায় যোগ হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে

খাদ্যপণ্যের তালিকা বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ দীর্ঘ করা হবে। ওয়েবসাইটের একজন কর্মকর্তা বলেন, এক মাসের মধ্যে তাঁদের এই ওয়েবসাইটে পণ্য বিক্রির তালিকায় মোট ১০ হাজার পণ্য যোগ করা হবে।

কাতারে বসবাসরত সব মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য অনলাইনে কেনার সুবিধা পেতে পারেন। তবে এ জন্য প্রথমে আগ্রহী ক্রেতাকে নিবন্ধন করতে হবে। পণ্য বাছাই করে বিল পরিশোধের পর সর্বোচ্চ চার ঘণ্টার মধ্যে ক্রেতার ঘরের দরজায় পৌঁছে দেওয়া হবে কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি। তবে রাত আটটার পর ক্রয়াদেশ দিলে তা পরদিন সকালে পৌঁছে দেওয়া হবে। ক্রয়াদেশের পর গ্র্যান্ডমার্টের স্টাফরা ওই পণ্যগুলোর গুণাগুণ যাচাই করে সেগুলো দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

গ্রাহকেরা অনলাইনে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারবেন। তবে পণ্য বুঝে পাওয়ার পর বিল দেওয়ার পদ্ধতিও খুব শিগগির চালু করা হবে। দোহাসুকের নতুন যাত্রা উপলক্ষে বর্তমানে কাতার সুকের সব গ্রাহক তাঁদের মোট বিলের ওপর ২ দশমিক ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। ৫০ রিয়ালের বেশি মূল্যের কেনাকাটা করলে বাসায় পণ্য সরবরাহ বাবদ কোনো চার্জ দিতে হবে না। তবে এর কম মূল্যের পণ্য হলে সে ক্ষেত্রে ১৫ রিয়াল ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে।

দোহাসুকই প্রথম নয়, বরং সাম্প্রতিক সময়ে আরও বেশ কয়েকটি অ্যাপসের মাধ্যমেও ক্রেতারা অনলাইনে কেনাকাটার সুযোগ পাচ্ছেন। এর মধ্যে eGrab ও FreshQatar অন্যতম। অবশ্য এসব অ্যাপসের মাধ্যমে কেবল দোহা শহর এলাকার বাসিন্দারা কেনাকাটা করা করতে পারেন। বাসায় পণ্য পৌঁছাতে হলে কমপক্ষে ১০০ রিয়ালের কেনাকাটা করতে হবে। এ ছাড়া অ্যান্ড্রয়েড বাকালা নামের আরেকটি অ্যাপ পাওয়া যাচ্ছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে যে কেউ স্থানীয় মুদি দোকান থেকে পণ্য কিনে ঘরে বসে ৩০ মিনিটের মধ্যে তা পাচ্ছেন।

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য কীটনাশকমুক্ত

চারু ও বিজ্ঞান কলেজের গবেষণা

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারে উৎপাদিত ফল ও সবজির ওপর সম্প্রতি একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত চারু ও বিজ্ঞান কলেজ। গবেষণা থেকে জানা যায়, বর্তমানে কাতারে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফল ও সবজি কীটনাশক ও রাসায়নিক দ্রব্য থেকে মুক্ত। এই গবেষণাকাজের জন্য স্থানীয় উৎপাদিত এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা ১২৭টি ফল ও সবজির নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় ব্যবহৃত ফল ও সবজির মধ্যে রয়েছে টমেটো, শসা, পার্সলে (স্থানীয়ভাবে বাকদুনাস নামে পরিচিত) এবং রোকা পাতা (স্থানীয়ভাবে জারজির নামে পরিচিত), স্ট্রবেরি ও লেবু।

> গবেষণাকাজের জন্য স্থানীয় উৎপাদিত এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা ১২৭টি ফল ও সবজির নমুনা পরীক্ষা করা হয়

গবেষণায় বলা হয়েছে, স্থানীয় পৌরসভা ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পরিচালিত ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির কারণে এখন ফল ও সবজির নমুনাগুলো ক্ষতিকর কীটনাশক এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান থেকে মুক্ত। এই গবেষণার জন্য একটি পরীক্ষণ প্রক্রিয়া বাঞ্ছনীয়, যার দ্বারা কোনো ফল ও সবজিতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ ও রাসায়নিক দ্রব্য আছে কি না তা নিশ্চিত করা যায়। এ ছাড়া দেশে এমন কোনো দূষিত পণ্য প্রবেশ করছে কি না তাও নিশ্চিত করা যায়।

কাতার নিউজ এজেন্সির এক প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, খাওয়ার আগে এসব ফল ও সবজি অ্যাসিটিক অ্যাসিড, লবণ ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে খেতে হবে।

কাতার স্থানীয় পৌরসভা ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কৃষক কমিটি আয়োজিত এক সভায় এই গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। কৃষি উন্নয়ন-বিষয়ক প্রধান কার্যালয়ে ওই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান গবেষক নুর মোহাম্মদ আল শাম্মারি, চারু ও বিজ্ঞান কলেজের ডিন ড. ফাতিমা আল নাইমি এবং কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের '১৫ লাখ রিয়াল মূল্যের স্বর্ণের কয়েন জিতো' অফারের ভাগ্যবান বিজয়ী মনোজ জিতেছেন '২৫০ গোল্ড কয়েন'। তাঁর হাতে কয়েন তুলে দেন ডি রিং রোড শাখা লুলু হাইপারমার্কেটের উপব্যবস্থাপক ইয়াহিয়া গফুর। এ সময় মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড সের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ● বিজ্ঞপ্তি

ওমানের বার্কায় মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ১৫১তম শাখার উদ্বোধন করেন ফুটবল খেলোয়াড় আলী আল হাবসি ● বিজ্ঞপ্তি

ওমানে মালাবার গোল্ডের নতুন শোরুমের উদ্বোধন

ওমানের ফুটবল খেলোয়াড় আলী আল হাবসি ১২ মে তাঁর দেশের বার্কা নগরীর লুলু হাইপার মার্কেটে মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ১৫১তম শাখার উদ্বোধন করেছেন। এটি ওমানে মালাবারের ১১তম শাখা।

মালাবার গোল্ডের শাখার উদ্বোধনকালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মালাবর গ্রুপের কো-চেয়ারম্যান ড. পি এ ইব্রাহিম হাজি, মালাবর গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ইন্টারন্যাশনাল অপারেশনস বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালাম আল আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক কে পি আবদুল সালাম, মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের আঞ্চলিক প্রধান নাজিব কে প্রমুখ।

ওমানে ১১তম হলে বার্কা নগরীতে মালাবারের এটি প্রথম শাখা। মালাবার গোল্ড সব সময় ঐতিহ্যগত গয়নার বড় সংগ্রহের পাশাপাশি সমসাময়িক নকশার গয়না নিয়ে আসে ক্রেতাদের সামনে। অন্যান্য শাখার মতো এখানেও রয়েছে বৈচিত্র্যময় ও প্রচলিত নকশার ১৮ ও ২২ ক্যারেটের স্বর্ণ এবং আইজিআই প্রত্যয়িত হীরা। রয়েছে ইতালি, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন ও ভারতের বিভিন্ন মূল্যবান মণিরত্ন।

মালাবর গোল্ডের নতুন শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে ২৮ মে পর্যন্ত বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এই শোরুম থেকে কিছু কেনাকাটা করলে গ্রাহক উপহার জিতে নিতে পারবেন।

পর্যাপ্ত সেবার কারণে মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের গ্রাহকেরা বারবার তাঁদের দোকানে ফিরে আসেন। প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকদের নির্বাচিত ব্যাংক থেকে শূন্য শতাংশ সহজ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেয়, যার মাধ্যমে তাঁরা কোনো সুদ ছাড়াই তিন থেকে ছয় কিস্তিতে বিল পরিশোধ করতে পারেন।

গ্রাহকেরা নতুন স্টোর থেকে 'স্বর্ণ কেনা প্রকল্প'-এর মাধ্যমে নিজেদের তালিকাভুক্ত করতে পারবেন। এর মাধ্যমে তাঁরা সর্বোচ্চ ২৪ মাস পর্যন্ত সমান মাসিক কিস্তিতে প্রতি মাসে স্বর্ণের সংরক্ষণ করার সুযোগ পাবেন।

মালাবর গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস সোনার গয়না তৈরি, পাইকারি ও খুচরা বিক্রিতে সব সময় সামনের সারিতে অবস্থান করে। বর্তমানে ওমানের দারসাইত, বাউশার, রুওয়ি, সিব, সললাহ ও সোহারে মালাবারের ১১টি শোরুম রয়েছে।

অনলাইনে কেনাকাটার জন্য ভিজিট করতে পারেন এই ঠিকানায় www.malabargoldanddiamonds.com বিজ্ঞপ্তি।

এ সপ্তাহের কাতার

স্কাইডাইভ কাতার
১৩ হাজার ফুট উঁচু থেকে স্কাইডাইভ করার সুযোগ থাকছে আলখোর এয়ারপোর্টে। প্রতিদিনই অনেক আগ্রহী এতে অংশ নিতে ভিড় জমাচ্ছেন। ফি ১ হাজার ৮৯৯ রিয়াল। সঙ্গে থাকছে আকাশে ভেসে বেড়ানোর সময় ছবি ও ভিডিও তোলার অফুরন্ত সুযোগ। এই সুযোগ চলবে ৩১ মে পর্যন্ত।

আর্ট ওয়ার্কশপ
কিশোর ও তরুণদের আর্টের প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তুলতে ১৭ মে থেকে শুরু হয়েছে আর্ট ওয়ার্কশপ। শেষ হচ্ছে ১৯ মে। আগ্রহীরা চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন ৪৪৬৬ ৫৬৫০ নম্বরে। আয়োজন করছে ইয়ুথ আর্ট সেন্টার।

ফান রান
আনন্দমূলক দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ২০ মে সকাল সাতটায় এস্পায়ার জোনের ওয়ার্মআপ ট্র্যাকে। 'সবার জন্য সুস্বাস্থ্য ও বিনোদন' স্লোগানে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এই দৌড় প্রতিযোগিতায় যে কেউ অংশ নিতে পারেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরো এস্পায়ার জোনের এমন কিছু জায়গা ঘুরিয়ে দেখানো হবে, যা সচরাচর সাধারণ কেউ দেখার সুযোগ পান না।

যাতায়াত ও পরিবহন প্রদর্শনী
দোহা এক্সিবিশন ও কনফারেন্স সেন্টারে শুরু হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস প্রদর্শনী। ২৪ থেকে ২৬ মে পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলবে এই মেলা। কাতারের যোগাযোগব্যবস্থা আরও উন্নত ও আধুনিক করার জন্য পরামর্শ দিতে এতে উপস্থিত থাকবে বিশ্বের বিভিন্ন যোগাযোগ ও পরিবহন বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের মিলনমেলা ২৭ মে

৬৮তম ইঞ্জিনিয়ার্স দিবস উপলক্ষে কাতারের রাজধানী দোহার ডিপ্লোমেটিক ক্লাব কনফারেন্স হলে ২৭ মে সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট কাতার শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। থাকছে নৈশভোজ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকছেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ। এই অনুষ্ঠানে কাতার সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাসহ কাতার, ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ কাতারের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরামের কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

বরাবরের মতো ইঞ্জিনিয়ার্স দিবসের অনুষ্ঠানের মূল পর্বে থাকছে টেকনিক্যাল সেমিনার। প্রকাশিত হবে বিশেষ স্মরণিকা। আইইবি কাতার শাখার চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, কাতারে বসবাসরত প্রকৌশলীদের বার্ষিক বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি প্রায় শেষের পথে। কাতারপ্রবাসী সব বাংলাদেশি প্রকৌশলীকে সপরিবারে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। বিজ্ঞপ্তি।

মেট্রোরেল কাতারে দোহা মেট্রোরেলের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। কাজে ধীরগতি ও ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি এসওকিউয়ের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিসিসিকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি হামাদ বিন খলিফা মেডিকেল সিটি এলাকা থেকে তোলা ছবি ● সৌজন্যে *দ্য পেনিনসুলা*

বিদেশে গেলে দামি জিনিস ব্যাংকের লকারে রাখুন

কাতার প্রতিনিধি ●

গরমের মৌসুম শুরু হয়েছে। আসছে রমজান ও ঈদ। এই সময়ে কাতারে বসবাসরত অভিবাসীরা যেমন অবকাশ কাটাতে স্বদেশে ছোটেন, তেমনি কাতারের নাগরিকেরাও গরমের হাত থেকে বাঁচতে ছুটে যান ভিনদেশে। এ বাস্তবতা সামনে রেখে কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাতারের নাগরিক ও অভিবাসীদের প্রতি নতুন সচেতনতামূলক নির্দেশনা জারি করেছে।

নির্দেশনায় বলা হয়, কাতার ছেড়ে যাওয়ার আগে মূল্যবান গয়না ও অন্যান্য দামি জিনিস নিজেদের ঘরে না রেখে ব্যাংকের লকারে রেখে গেলে বেশি নিরাপদ থাকবে।

সম্প্রতি এক কাতারি নাগরিকের বাড়ি থেকে ৫০ লাখ রিয়ালের বিভিন্ন হিরে ও সোনার অলংকার চুরি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমন নির্দেশনা দিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার সময় বাড়ির মালিক কাতারের বাইরে ছিলেন।

ওই ডাকাতির ঘটনা তদন্ত করে একজন আরব অভিবাসীকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে কাতারের সিআইডি। গ্রেপ্তারের পর তিনি চুরির কথা

> কাতারে প্রতিবছর ৯ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বাড়ছে। সেই তুলনায় এই দেশে চুরি-ডাকাতির ঘটনা দিন দিন কমে আসছে

স্বীকার করেছেন। পরে তাঁর কক্ষ থেকে চুরির বিভিন্ন অলংকার উদ্ধার করা হয়। মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, অভিযুক্ত লোকটি নেকলেস, রিং, কানের দুল, ঘড়িসহ ৬০ ধরনেরও বেশি বিভিন্ন অলংকার ও দামি জিনিস চুরি করেছেন।

কাতারে প্রতিবছর ৯ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বাড়ছে। সেই তুলনায় এই দেশে চুরি-ডাকাতির ঘটনা দিন দিন কমে আসছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমীক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যেখানে ২০১০ সালে কাতারে মোট ৬১ হাজার ৪৮১টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সেখানে ২০১৪ সালে তা ৩৯ হাজার ৮১০টিতে নেমে এসেছে। ২০১৫ সালে আরও ৩ দশমিক ৫০ ভাগ অপরাধের ঘটনা কমেছে।

নতুন পদ্ধতির কারণে জরুরি বিভাগে রোগীদের বিড়ম্বনা

কাতার প্রতিনিধি ●

হামাদ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে সম্প্রতি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে রোগীদের তথ্য লিপিবদ্ধ করার প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে সরকারি এই হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা ব্যবস্থায় কিছুটা ধীরগতি দেখা দিয়েছে। ফলে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক রোগীকে চিকিৎসার জন্য নয় ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৬ মে থেকে হামাদ হাসপাতালে নতুন পদ্ধতিতে রোগীদের তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, এর ফলে রোগীদের তথ্য সংগ্রহে ভুলের পরিমাণ কমে আসবে। সব তথ্য একসঙ্গে থাকার ফলে চিকিৎসকেরা রোগীদের আরও বেশি সময় দিতে পারবেন।

তবে কর্তৃপক্ষ বলছে, নতুন পদ্ধতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হাসপাতালের কর্মচারীদের সময় লাগছে। এ কারণে হামাদে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের অতিরিক্ত সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। এমনকি নির্ধারিত স্থানে চিকিৎসা নিতে গিয়েও অনেকে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন।

বিশৃঙ্খল জরুরি বিভাগ

চিকিৎসা নিতে আসা আহত এক শিশুর বাবা জরুরি বিভাগে প্রায় ২০০ অপেক্ষমাণ রোগী দেখতে পান। তিনি জানান, ওই সময় পুরো বিভাগে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।

সরেজমিনে দেখা যায়, একেকজন রোগীর তথ্য নতুন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে ২০ মিনিট পর্যন্ত সময় লাগছে। এ ছাড়া অসুস্থতার মাত্রা অনুসারে রোগীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন।

কর্মচারীরা জানান, চালু হওয়া তথ্য সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতিতে বেশ কিছু ত্রুটি আছে। সংকটাপন্ন রোগীদের আগেভাগে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে করে এসব রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

আহত ওই শিশুর বাবা অভিযোগ করেন, সন্ধ্যা সাতটার দিকে চিকিৎসকেরা ছয় ঘণ্টা আগে আসা রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিতে শুরু করেন। অনেক রোগীকে সারা রাত অপেক্ষা করতে হয়।

দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা

৪৬ বছর বয়সী এরিক রিসানো তীব্র পেটব্যথা নিয়ে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি হন। পরে সেখান থেকে রাতে তাঁকে হামাদ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পাঠানো হয়। এরিক জানান, সারা রাত প্রচণ্ড পেটব্যথায় কাতরানোর পর সকাল সাতটায় জরুরি বিভাগের একজন চিকিৎসক তাঁকে দেখতে এসে অপেক্ষা করতে বলেন। ততক্ষণে প্রায় ১৬ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।

> অনেক রোগীকে চিকিৎসার জন্য **৯ ঘণ্টা** পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে

একই রকম ভোগান্তির কথা জানান রাম কুমার। তিনি আগের দিন রাত ১০টায় জরুরি বিভাগে এসে পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় চিকিৎসকের দেখা পান। বেলা দুইটার দিকে দোহা নিউজের সঙ্গে আলাপকালে পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিনি অপেক্ষায় ছিলেন।
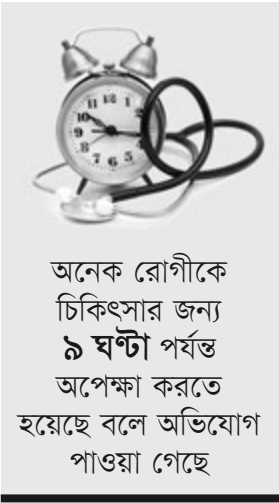
পেটব্যথা নিয়ে জরুরি বিভাগে ভর্তি হওয়া হরি বাহাদুরকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা যায়। আবার অপেক্ষাকৃত কম সময় অপেক্ষা করে অনেকেই চিকিৎসা পেয়েছেন বলে জানান। পাকিস্তানি নাগরিক লাল বাহাদুর কর্মস্থলে অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর বেলা ১১টার দিকে জরুরি বিভাগে ভর্তি হন। বেলা দুইটার দিকে তিনি জানান, কিছুক্ষণ আগেই তাঁর চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয়।

অবস্থা বুঝে রোগীদের স্থানান্তরে নতুন পদ্ধতি

হামাদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম নামে পরিচিত রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরের নতুন পদ্ধতি হামাদ পরিচালিত সাতটি হাসপাতালে ইতিমধ্যে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশু জরুরি বিভাগ, ডায়ালাইসিস বিভাগসহ একাধিক প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগীদের দ্রুত উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এক বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষ জানায়, নতুন এই পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত ১০ লাখ রোগীর তথ্য লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। তবে এটির পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে প্রথমবারের মতো আসা রোগীদের চিকিৎসা নিতে আগের চেয়ে সময় বেশি লাগতে পারে বলেও কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে দিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, প্রতিদিন জরুরি বিভাগে প্রায় এক হাজার রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এত বিপুলসংখ্যক রোগীকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে হাসপাতালের কর্মচারীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

প্রথমবারের মতো আসা রোগীদের বিস্তারিত ও প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ওই রোগীর কোনো অসুখ নির্ণয়ে এসব তথ্য কাজে লাগবে। তাই প্রথমবার জরুরি বিভাগে আসা রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করতে স্বাভাবিকভাবেই কিছু সময় বেশি দরকার হবে।

গত বছর হামাদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কাতারে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকে সাধারণ সমস্যা নিয়েও জরুরি বিভাগে ভর্তি হন। রোগীদের বাড়তে থাকা ভিড় সামলাতে হামাদ হাসপাতালে নতুন আঘাতজনিত অসুস্থতা ও জরুরি বিভাগ নির্মাণাধীন। এটি চালু হলে রোগীর ধারণক্ষমতা তিন গুণ বাড়বে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানায়, বেশি সংকটাপন্ন রোগীদের চিকিৎসায় অগ্রাধিকার দিতে ট্রায়েজ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। সাধারণ সমস্যায় ভোগা রোগীদের প্রাথমিক কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে অনুরোধ করা হয়। হাসপাতালের মুখপাত্র নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়নে রোগীদের সহযোগিতা কামনা করেন। কিছুটা বিলম্ব হলেও রোগীরা সঠিক সময়ে সঠিক কাগজপত্র নিয়ে হাজির হচ্ছেন বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

উড়োজাহাজ থেকে জন বোয়েলসের ক্যামেরায় ধারণকৃত আলো ঝলমলে রাতের দোহা ● সংগৃহীত

পাইলটের ক্যামেরায় রাতের দোহা

কাতার প্রতিনিধি ●

জাম্বু বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজের পাইলট জন বোয়েলস রাতের আকাশ থেকে অনেক শহরের ছবি তুলেছেন। পাঁচ বছর ধরে তিনি এভাবে রাতের জেগে থাকা অনেক শহরের অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করছেন। অনেকটা শখের বশেই ৫৫ বছর বয়সী পাইলট এই কাজ করেন।

হাজার হাজার ফুট ওপর থেকে পাখির চোখে তোলা বোয়েলসের ক্যামেরার লেন্সে ফুটে উঠছে রাতের আলো ঝলমলে পৃথিবীর বিভিন্ন নগরী। সম্প্রতি কাতারের বিভিন্ন জায়গার রাতের ঝলমলে দৃশ্য বন্দী হয়েছে তাঁর ক্যামেরায়।

এক বিবৃতিতে এই পাইলট বলেন, আকাশে ভেসে থেকে নিচের দিকে তাকালে পৃথিবীর অন্য এক রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে। অমাবস্যার তারাভরা রাত উড়ে বেড়ানোর জন্য আদর্শ। আর তাই নিশাচর উড়োজাহাজচালক হিসেবে তিনি ভেসে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। দুবাই, ব্যাংকক, টোকিও অথবা নিউইয়র্কের মতো রাতজাগা শহরগুলোকে তিনি দেখেছেন মেঘের দেশ থেকে। বন্দী করেছেন

জন বোয়েলস

এসব নগরীর আলোর পুঁতিমালায় সাজানো মানচিত্র।

বোয়েলস ভালোবাসেন কুণ্ডলী পাকানো ঝোড়ো বাতাস। ঝড়ের তীব্রতা যখন মরুভূমির বালুকে আছড়ে ফেলে। গোধূলি বেলায় দিগন্তে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকা আলোর ক্ষীণ আভা।

তবে বোয়েলস জোর দিয়ে বলেন, এ ধরনের চিত্রায়ণে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই উড়োজাহাজ বা যাত্রীদের। কাজের চাপ যখন কম থাকে কিংবা ককপিটে যখন অন্য পাইলটেরা উড়োজাহাজ নিয়ন্ত্রণ করেন তখনই কেবল তিনি ক্যামেরার লেন্স তাক করেন নিচের পৃথিবীতে।

ভালো ছবি তোলার জন্য ককপিটের জানালাগুলো তিনি নিজেই পরিষ্কার করে থাকেন। আলো-আঁধারের সংমিশ্রণে যেসব শহরের দিকে ওপর থেকে তাকালে বিভিন্ন নকশা ফুটে ওঠে, সেসব নগরীর ছবিই বেশি তোলেন তিনি।

বোয়েলস বলেন, পুরোনো শহরগুলো ওপর থেকে দেখতে ঠিক চাকার মতো। কেন্দ্র থেকে ব্যস্ততা ধীরে ধীরে চারপাশে সরে যায়। ব্যস্ত নগরীর কেন্দ্রস্থলের মায়াবী আলোর ঝলমলে বিন্দুগুলো ঝাপসা হয়ে আসে দূর দেশে। তিন যুগ ককপিটে বসে থেকে প্রায় ৫০ লাখ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছেন উড়ন্ত এই শিল্পী।

এই পাইলট বলেন, 'ওপর থেকে তাকালে নিজেকে পাখি মনে হয়। আমাদের বসবাসের পৃথিবীটা আরও মোহনীয় হয়ে দুচোখে ধরা দেয়। ব্যস্ত জীবনে নগরীর ছোট গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই কত বিশাল জগৎ আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে।' তিনি মনে করেন, তাঁর তোলা ছবিগুলো কর্মব্যস্ত ক্লান্ত মানুষের মনে অসীমের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলবে।

আমির কাপ কাতারের ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর আমির কাপের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কাল ২০ মে। কাতারের প্রায় সব ক্লাবই এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে থাকে। ফাইনালের আগে আমির কাপ ট্রফি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফুটবলপ্রেমীদের কাছে। এরই অংশ হিসেবে ট্রফিটি নেওয়া হয় একটি হাসপাতালে। সেখানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একটি শিশু ট্রফিটি হাতে নিয়ে সেলফি তুলছে। হাসপাতাল ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিপণিবিতানে ফুটবলপ্রেমীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ট্রফিটি ● সৌজন্যে *দ্য পেনিনসুলা*

এপ্রিলে ভোক্তা মূল্যসূচক ৩.৪ শতাংশ বেড়েছে

কাতার প্রতিনিধি ●

গত বছরের এপ্রিলের তুলনায় ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) ৩ দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়ের (এমডিপিএস) প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে এমন তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের এপ্রিলের তুলনায় চলতি বছর ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) বছর ভিত্তিতে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া মাসিক ভিত্তিতে শূন্য দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিলে মূল্যসূচক (সিপিআই) ১০৭ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মাসিক ভিত্তিতে মার্চে শূন্য দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যার পরিমাণ খুবই অল্প।

চলতি বছরের মার্চের সিপিআইয়ের সঙ্গে এপ্রিল মাসের সিপিআইয়ের একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে এপ্রিল মাসে চারটি প্রধান পণ্য বিভাগের সূচকের বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। এখানে খাদ্য ও পানীয় বিভাগে ১ দশমিক ৪ শতাংশ মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায়।

প্রযুক্তিগত ত্রুটিতে ফল বিপর্যয়!

কাতার প্রতিনিধি ●

চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় কাতারের একমাত্র বাংলাদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমএইচএম স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার প্রায় ৭৩ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। শিক্ষা বোর্ডের প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফলাফলে এমন বিপর্যয় বলে দাবি করছেন কর্তৃপক্ষ।

কাতার ও বাহরাইনের বাংলাদেশ স্কুলসহ বিদেশের আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বোর্ডের অধীন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকে। ১১ মে একযোগে ১০টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এবার দেশে এসএসসি পাসের হার গত বছরের তুলনায় ভালো। এবার পাসের হার ৮৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৮৭ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। অন্যদিকে বিদেশের আটটি কেন্দ্রে গড় পাসের হার ৮৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, এবার এসএসসি পরীক্ষায় এমএইচএম স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ছয়জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে দুজন ছেলে এবং চারজন মেয়ে। এরা সবাই বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে।

বাংলাদেশ এমএইচএম স্কুল

জিপিএ-৫ পাওয়া ছয়জন হলো দিদারুল হক, ফাহিমুল ইসলাম, হালিমা তুজ সাদিয়া, উম্মে হানি, ইসরাত জাহান ও রিদিতা রাজ্জাক।

চলতি বছর এমএইচএম স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে মোট ৬৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে ১৭ জন কৃতকার্য হতে পারেনি। এমন ফলাফলে স্তম্ভিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলতে রাজি হননি।

তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির একটি সূত্র দাবি করেছে, শিক্ষা বোর্ডের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ফলাফলে এমন বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। তারা আশা করছে, দুই সপ্তাহের মধ্যে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে।

সূত্র জানায়, ২০১৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ১০ জনকে অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে ফলাফল পর্যালোচনা করার পর তারা সবাই জিপিএ-৫ পেয়েছে। এবারও ফলাফল পর্যালোচনার আবেদন করা হয়েছে। ফলাফলের চিত্র দ্রুত বদলে যাবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছে।

অকৃতকার্য ১৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের রয়েছে ১৪ জন। বাকি তিনজন বাণিজ্য বিভাগের। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জিপিএ ৪ দশমিক ৯ পেয়েছে। তারাও রিভিউয়ের জন্য আবেদন করেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ আশা করছে, কেবল পাসের হারে নয়, ফলাফল পর্যালোচনার পর বরং জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে।

জানা গেছে, কয়েকজন শিক্ষার্থী ধর্ম ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। এটি কোনোভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, এসব শিক্ষার্থীর জিপিএ-৫ পাওয়ার মতো মেধা আছে। সব মিলিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের চিরচেনা পরিবেশের পরিবর্তে বেদনাবিধুর আর গুমোট পরিবেশ বিরাজ করছে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

সুইজারল্যান্ডে বাদশাহ

বাহরাইনের বাদশাহ হামাদ বিন ইসা আল খলিফা সম্প্রতি সুইজারল্যান্ড সফরে গেলে বার্নে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এ সময় ওই দেশের প্রেসিডেন্ট জোহান স্নেডার-আম্মান তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পরে বাহরাইনের বাদশাহ সুইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ● রয়টার্স

নতুন বাণিজ্যিক নিবন্ধনব্যবস্থা চালু

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে বাণিজ্যিক নিবন্ধনের জন্য সিজিলাত নামের নতুন ব্যবস্থা ৫ মে চালু হয়েছে। যুবরাজ সালমান বিন হামাদ আল খলিফা এটির উদ্বোধন করেছেন। শিল্প, বাণিজ্য ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স দেওয়ার কাজ আরও দ্রুত সম্পন্ন করতে পারবে।

শিল্প, বাণিজ্য ও পর্যটনমন্ত্রী জায়েদ আল জায়ানি সানাবিসের বেইত আল তিজারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ওই নিবন্ধনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। এর আগে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে যুবরাজকে পদ্ধতিটি দেখানো হয়। জায়েদ আল জায়ানি বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাহরাইনে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করাই তাঁদের লক্ষ্য। নতুন বাণিজ্যিক নিবন্ধনপদ্ধতি প্রণয়ন করায় বিনিয়োগকারীরা আগের চেয়ে সহজে কাজ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন অব অল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিজের (আইএসআইসি) সর্বশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, বাহরাইন আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের (জিসিসি) প্রথম দেশ হিসেবে বিনিয়োগ সহজীকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক নিবন্ধনপদ্ধতির আধুনিকায়ন করেছে। অনেকে মনে করেন, ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় বাহরাইনের বিনিয়োগ কম। কিন্তু দেশটির বাণিজ্যিক নিবন্ধনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

শিশুদের ওপর খেয়াল রাখতে ফোন-ঘড়ি

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনের টেলিকম কোম্পানি একটি নতুন ফোন-ঘড়ি বাজারে এনেছে। এটি ব্যবহার করে মা-বাবারা সহজেই তাঁদের শিশুসন্তানের গতিবিধি জানতে পারবেন। ভিভা নামের কোম্পানির ওই যন্ত্রটির নাম মালাক ই-ওয়াচ। স্মার্টফোনের একটি অ্যাপের মাধ্যমে এই ফোন-ঘড়ির সাহায্যে জানা যাবে শিশুর অবস্থান।

ফোন-ঘড়িটি শিশুর হাতে পরানো থাকবে। যদি সে এটি খুলে ফেলে বা পড়ে যায় এবং জরুরি বোতামে চাপ দেয়, মা-বাবারা নিজেদের স্মার্টফোনের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা জানতে পারবেন। এ ছাড়া ঘড়িটির মাধ্যমে শিশুরা আটটি নম্বর থেকে আসা ফোন রিসিভ করে কথা বলতে পারবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট তিনটি নম্বরে তারা ফোনও করতে পারবে। এসবই নির্দিষ্ট করে দেবেন মা-বাবা। আর শিশুদের কাছে অচেনা কোনো নম্বর থেকে ফোন করার সুযোগ নেই।

ফোন-ঘড়ির মাধ্যমে ভয়েস মেসেজ পাঠানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। শিশু কোনো এলাকার বাইরে চলে গেলেও মা-বাবার কাছে সংকেত পৌঁছাবে। ভিভা মালাক-ই চাইল্ড ট্র্যাকার তৈরি করা হয়েছে সেই শিশুদের জন্য, যারা মুঠোফোন বহন করতে পারে না এবং বিদ্যালয়ে সেটা নেওয়াও নিষিদ্ধ।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

বাহরাইনিরা 'তুচ্ছ' কারণে বিবাহবিচ্ছেদ চান!

প্রথম আলো ডেস্ক ●

সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাননি স্বামী। সে জন্য তাঁকে তালাক দিতে চান স্ত্রী। আরেক নারীর অভিযোগ, তিনি বেশি বেশি প্রার্থনা করলে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে চেঁচামেচি করেন। স্বামী প্রতিদিন একই রেস্তোরাঁ থেকে খাবার কিনে আনেন, এটাও তালাক দিতে চাওয়ার একটা কারণ।

বাহরাইনে এ রকম 'তুচ্ছ' কারণে তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়েছে। ফাওজিয়া জানাহি নামের এক আইনজীবী জানালেন, দেশটিতে তালাক চেয়ে আদালতে যেসব আবেদন জমা পড়ে, সেগুলোর ৯০ শতাংশই 'তুচ্ছ কারণে'।

বাহরাইনে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ প্রকাশ্যে একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে চাইলে তাঁদের অবশ্যই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। ২০১৫ সালে দেশটিতে ৬ হাজার ৩৪৪ জোড়া নারী-পুরুষ বিয়ে করেছেন। তাঁদের মধ্যে ৫০০ দম্পতির ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ওই বছরেই। তবে এই চিত্র ২০১১ সালের তুলনায় ভালো। ওই বছর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ৫ হাজার ৮২৮ দম্পতির মধ্যে ৯৫২ যুগলের তালাক হয়ে যায়। বিয়ের আগে তরুণ-তরুণীদের কিছু কোর্স বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশটিতে তালাকের সংখ্যা কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ফাওজিয়া জানাহি বলেন, বিবাহিত জীবন ধরে রাখার দক্ষতা অর্জনে কিছু কোর্স অপরিহার্য। অনেক তরুণ দম্পতি বিয়ের প্রথম মাসেই তালাক চাইছেন। এমনকি কখনো কখনো তাঁরা মধুচন্দ্রিমায় (হানিমুন) গিয়েও পরস্পরকে তালাক দিচ্ছেন। জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা নেই বলেই প্রায় ৯০ শতাংশ তালাকের আবেদন জমা পড়ছে তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে। তাঁরা (অনেক নারী) অভিযোগ করছেন, তাঁদের স্বামী অলস এবং বিয়ের পর যথেষ্ট উচ্চাভিলাষী নন। কখনো কখনো দেখা যায়, নারীরা তালাকের জন্য যেনতেন একটা কারণ খুঁজছেন।

বিবাহপূর্ব কোর্স চালু করার বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে শুরা কাউন্সিলে বিতর্ক চলছে। ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী আইনসভার কয়েকজন সদস্যকে মালয়েশিয়ায় পাঠানো হবে। তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখে আসবেন, এ ধরনের কোর্সের কার্যকারিতা কতটুকু। জানাহি মনে করেন, এ ধরনের কোর্স চালু করলে বাহরাইনে বিবাহবিচ্ছেদের হার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমবে। সমস্যা সমাধান, জীবনসঙ্গীর প্রতি সম্মান এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতা দাম্পত্য জীবনে গুরুত্বপূর্ণ।

জানাহি আরও বলেন, কেউ কেউ অবশ্য যৌক্তিক কারণেই তালাক চান। যেমন : জীবনসঙ্গীর মধ্যে অতিরিক্ত ঈর্ষাপ্রবণতা, অত্যধিক আধিপত্য, অবহেলা, যৌনজীবনে অতৃপ্তি ইত্যাদি। এ ছাড়া মুসলিম পুরুষদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহ করার সুযোগ রয়েছে। এটাও দাম্পত্য সম্পর্কে ভাঙনের একটা কারণ। যদি কোনো পুরুষ যৌক্তিক কারণে (যেমন : প্রথম স্ত্রী সন্তান ধারণে অক্ষম হলে) দ্বিতীয় বিয়ে করেন, দুই স্ত্রীর প্রতিই তাঁর সমান যত্ন নেওয়া উচিত। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, অল্পবয়সী নতুন স্ত্রীকে ঘরে আনার পর পুরুষেরা দুই স্ত্রীর সমান অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হন।

আইনজীবী হামিদা আল কাইসি বলেন, তিনি তালাকপ্রার্থী দম্পতিদের বুঝিয়ে সম্পর্কটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা প্রায়ই করেন। বাহরাইনি একজন ২৮ বছর বয়সী নারী জাফারি শরিয়া আদালতে ডিভোর্সের আবেদন করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ৩৫ বছর বয়সী স্বামী প্রতিদিন দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় ব্যয় করেন। অন্য কোনো সমস্যা নেই। পরে ওই দম্পতিকে বুঝিয়ে রাজি করানো হয়, বিয়েটা টিকিয়ে রাখতে। ওই ব্যক্তি স্ত্রীকে আরও বেশি সময় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

কুয়েতে বৃহত্তর ঢাকা সমিতি

প্রথম আলো ডেস্ক ●

কুয়েতে প্রবাসী ঢাকাবাসীদের কল্যাণ, ঐক্য, ক্রীড়া ও বাংলাদেশি সংস্কৃতি সর্বোপরি ঢাকার ঐতিহ্য তুলে ধরার লক্ষ্যে সেখানে গঠন করা হয়েছে বৃহত্তর ঢাকা সমিতি। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এ সংগঠনটির উদ্দেশ্য কুয়েতবাসীর কাছে ঢাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি দুই দেশের মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৩ জুন কুয়েতের একটি পাঁচতারা হোটেলে জমকালো একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করবে সংগঠনটি। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঙ্গনের বিশিষ্টজনদের পাশাপাশি কুয়েতের সফল বাংলাদেশিরা উপস্থিত থাকবেন।

মনির হোসেনকে সভাপতি ও আবদুল কাদের মোল্লাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৭০ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির উল্লেখযোগ্য সদস্যরা হলেন মোহাম্মদ ইসমাইল, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক; হারুন রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক; আশরাক হোসেন তানজিন, দপ্তর সম্পাদক; সায়মা মনির মিনু, মহিলাবিষয়ক সম্পাদিকা; মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক; জাহাঙ্গীর আলম, ক্রীড়া সম্পাদক; মো. তুহিন রানা, অর্থ সম্পাদক; মো. বিল্লাল হোসেন, আপ্যায়ন সম্পাদক; রনি আহমেদ লালন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক;

ড. শাখাওয়াত হোসেন শওকত, শিকদার বাচ্চু ও ড. ছাইদকে কমিটির উপদেষ্টা করা হয়েছে।

বুহাইরে হচ্ছে উড়ালসড়ক

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনের বুহাইর এলাকায় এবার যোগ হতে পারে একটি নতুন উড়ালসড়ক। স্থানীয় আলইস্তিকলাল মহাসড়ক ও রিফাকে যুক্ত করে এ উড়ালসড়ক নির্মাণের বিষয়টি বুহাইর নগরায়ণ পরিকল্পনার একটি অংশ। বুহাইর একসময় ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

বাহরাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ১১ মে বুহাইর শহরের আরও উন্নয়নে একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। প্রকল্পে এ শহরের ঝরনাধারার জন্য জনপ্রিয় স্থানকে ঘিরে প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে।

বুহাইরে মানুষের বসবাস অনেক বেড়ে যাওয়ায় ১৫ বছর ধরে সেখানে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়নকাজ চলছে। এর ধারাবাহিকতায় শত শত সরকারি বাসা নির্মাণে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের দুয়ার খুলে দিচ্ছে নগর কর্তৃপক্ষ।

বুহাইরের চলতি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে ওয়ার্কস, মিউনিসিপ্যালিটিস অ্যান্ড আরবান প্ল্যানিং অ্যাফেয়ার্স-বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়টি এখন আলইস্তিকলাল মহাসড়ক ও ডিসেম্বর ১৬ মহাসড়ককে যুক্ত করে একটি উড়ালসড়ক এবং নতুন নতুন সড়ক নির্মাণ ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয় যোগ করতে চাইছে।

এ ছাড়া শহরে প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো এ ব্যাপারে বিস্তারিত করণীয় নির্ধারণ করবে বলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে জানিয়েছেন দক্ষিণাঞ্চলীয় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও আঞ্চলিক কাউন্সিলর আহমেদ আলআনসারি।

> ১৫ বছর আগেও বুহাইরে ছিল মাত্র পাঁচ-ছয়টি ভবন। সঙ্গে বাড়তি ২০টি বাসা। এখন এটি প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা এক শহর

আলআনসারি বলেন, 'একসময় যে শহর পরিচিত ছিল আবর্জনা খালাসের স্থান হিসেবে, সে শহরই এখন মানুষের বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম আকর্ষণের জায়গায় পরিণত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'সবাই চান বাহরাইনের মতো এক টুকরো জায়গা। ১৫ বছর আগেও বুহাইরে ছিল মাত্র পাঁচ-ছয়টি ভবন। সঙ্গে বাড়তি ২০টি বাসা। এখন এটি প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা এক শহর।'

কাউন্সিলর আলআনসারি আরও বলেন, এ শহরে গড়ে উঠেছে বহুতল বাণিজ্যিক ও অফিস ভবন, হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং ব্যক্তিগত বাসাবাড়ি। শিগগিরই শত শত সরকারি বাসা নির্মাণ করা হবে এখানে। যেভাবে এ শহরে মানুষ আসা শুরু করেছে, তাতে বর্তমান অবকাঠামো দিয়ে তাদের চাহিদা মেটানো যাবে না।

আলআনসারি জানান, বুহাইর শহরের উন্নয়নে চলা বিশাল কর্মযজ্ঞ আগামী দশকজুড়ে চালানো হবে। অবকাঠামোগত প্রকল্পের বাজেট মেটানো হবে উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার (জিসিসি) উন্নয়ন তহবিল থেকে এক হাজার কোটি ডলার (১০ বিলিয়ন ডলার) নিয়ে। অবকাঠামোগত এ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে আলইস্তিকলাল পেট্রল স্টেশন থেকে শুরু করে বাহরাইন জাতীয় স্টেডিয়াম পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ, অন্যান্য সড়ক নির্মাণ, পয়োনিষ্কাশন ও বৃষ্টির পানি অপসারণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ইত্যাদি।

আলআনসারি বলেন, 'বুহাইর যুবকেন্দ্র নির্মাণের যে কথা ছিল সেটা বাতিল করা হয়েছে এ জন্য যে শহরটিকে ঢেলে সাজানোর কাজ যাতে ভালোভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়। এটাও আমি মেনে নিয়েছি এই শর্তে, ভবিষ্যতে কেন্দ্রটি অন্য কোথাও নির্মাণ করা হবে।'

খবরে বলা হয়, বুহাইরে দশকের পর দশক ধরে জমিয়ে রাখা ময়লা-আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে ফেলার সময় তাতে আগুন লাগার ঘটনার পর ২০১৩ সালের মে মাসে এ শহরের গৃহায়ণ প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। আবর্জনা পচে এই স্তূপ হয়ে উঠেছিল মিথেন গ্যাসের এক আঁধার। তাই স্তূপ সরানোর সময় গ্যাস ছড়িয়ে আগুন লেগে যায়।

ওই দুর্ঘটনা মোকাবিলায় জ্যেষ্ঠ পরিবেশবিষয়ক কর্মকর্তাদের ডাকা হয় এবং আবর্জনা অপসারণ ও স্তূপ খোঁড়ার কাজে সাময়িক স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। পরে স্থায়ীভাবে শুরু হয় স্থায়ীভাবে অপসারণ কাজ।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

নির্যাতিত নারীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ডিজাইনারদের দেওয়া অনুদানের নানা পণ্য বিক্রির আয়োজন করেছে তারা।

গুদাইবিয়া শহরের 'আল নাহদা চ্যারিটি বুটিক' হাউসে এসব পণ্য বিক্রির আয়োজন করা হয়েছে। হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রির জন্য এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে ডিজাইনারদের অনুদানের পণ্যগুলো।

নির্যাতিত নারীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের এ উদ্যোগের আয়োজক 'আয়েশা ইয়াতিম ফ্যামিলি কাউন্সেলিং সেন্টার'। প্রতিষ্ঠানটি সহিংসতার শিকার নারীদের বিনা মূল্যে আইনি সহায়তা, পরামর্শ প্রদান ও চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকে। বাহরাইন ইয়ং লেডিস অ্যাসোসিয়েশন নামের একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে এই প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৪ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন বিশিষ্ট নারী অধিকারকর্মী ও মানবাধিকার-বিষয়ক প্রচারক আয়েশা ইয়াতিম।

> গুদাইবিয়া শহরের 'আল নাহদা চ্যারিটি বুটিক' হাউসে এসব পণ্য বিক্রির আয়োজন করা হয়েছে
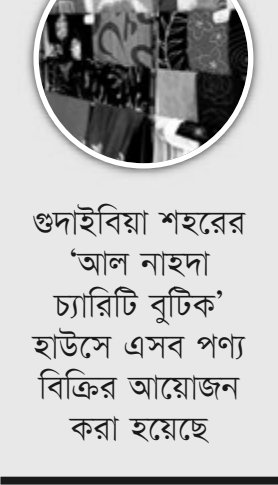
নির্যাতিত নারীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ প্রসঙ্গে সংগঠক শাহরাজাদ ইয়াতিম *গালফ ডেইলি নিউজ*কে বলেন, 'আমাদের অনেকগুলো কমিটি রয়েছে। সেগুলোর একটি হলো নির্বাহী কমিটি। এটি নির্যাতনের শিকার নারীদের সহায়তা করতে স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে কাজ করে।' তিনি বলেন, 'এ দেশের অনেক নারীই তাঁদের অধিকার সম্পর্কে জানেন না। তালাক বা নির্যাতনের ঘটনায় কী করতে হবে, তা জানেন না অনেকে।'

এই সংগঠক আরও বলেন, বুটিক হাউসটি নিয়মিত খোলা থাকে। কিন্তু হ্রাসকৃত মূল্যে পণ্য বিক্রির এ রকম বড় আয়োজন বছরে দুবার নেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'আমরা বছরে সর্বোচ্চ তিন হাজার দিনার তুলতে পেরেছি। এ বছর আমরা দেড় হাজার দিনার তুলেছি। আশা করছি আরও তুলতে পারব।'

আয়েশা ইয়াতিম ফ্যামিলি কাউন্সেলিং সেন্টারের অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার ক্লাস গ্রহণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক আলোচনা এবং সেলাই প্রশিক্ষণ-বিষয়ক ওয়ার্কশপ আয়োজন।

শাহরাজাদ বলেন, 'আমরা নারীদের সহায়তা করার চেষ্টা করি। তাঁদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করতে ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহিত করি।' তিনি বলেন, তাঁদের ছয়জন স্থায়ী ও ছয়জন খণ্ডকালীন স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন।

ওই বুটিক হাউস ও আয়েশা ইয়াতিম ফ্যামিলি কাউন্সেলিং সেন্টার সম্পর্কে জানতে ফোন করুন : ১৭২৬২২৩৭ বা ৬৬৯০০৪৮২ এ নম্বরে।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাহরাইনের বাংলাদেশ স্কুলের শিক্ষার্থীরা ● প্রথম আলো

গণিতে খারাপ বাংলাদেশ স্কুলের ফল

পাসের হার ৬৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ

বাহরাইন প্রতিনিধি ●

বাহরাইনে বাংলাদেশিদের একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্কুলের এসএসসির ফলাফল গত বছরের চেয়ে এবার খারাপ হয়েছে। গত বছর শতভাগ পাস করলেও এবার পাসের হার ৬৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

বাহরাইনের বাংলাদেশ স্কুলসহ বিদেশের আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বোর্ডের অধীন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকে।

১১ মে একযোগে ১০টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। এবার দেশে এসএসসি পাসের হার গত বছরের তুলনায় ভালো। এবার পাসের হার ৮৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৮৭ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। অন্যদিকে বিদেশের আটটি কেন্দ্রে গড় পাসের হার ৮৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

বিজ্ঞান বিভাগে ১১ জন ও বাণিজ্যিক বিভাগে ২৫ জন মিলিয়ে মোট ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ১০ জন ও বাণিজ্যিক বিভাগে ১৪ জন—মোট ২৪ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে জিপিএ-৫ বা 'এ প্লাস' পেয়েছে তিনজন। এ ছাড়া 'এ' পেয়েছে ১৭ জন, 'এ মাইনাস' তিনজন ও 'বি' একজন।

প্রথম আলোর কাছে বাংলাদেশ স্কুলের রেজাল্ট শতভাগ থেকে ৬৬ দশমিক ৬৭ শতাংশে নেমে আসার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ স্কুলের অধ্যক্ষ আমান উল্লাহ সালেহী জানান, 'অকৃতকার্য সবাই গণিতে খারাপ করেছে। বাংলাদেশ স্কুলের জন্য আমরা বহুদিন ধরে গণিতের ভালো শিক্ষক খুঁজছি। কিন্তু স্কুলের লাইসেন্সের সমস্যার কারণে গণিতের জন্য ভালো শিক্ষক নেওয়া যাচ্ছে না। এটাই রেজাল্ট খারাপ হওয়ার মূল কারণ। আমরা এই বিষয়ে এবার জোর পদক্ষেপ নেব।'

বাংলাদেশ স্কুল থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা হলো আয়েশা নুর, ইয়াসমিন, আফরোজা আক্তার। 'এ' পাওয়া শিক্ষার্থীরা হলো বিবি আয়েশা আলম, ফাকহাতুল জান্নাত, পূজা কর্মকার, সুমাইয়া জান্নাত, মাহবুব আলম, রায়হান, নোবেল, তামান্না আক্তার, সালওয়া, ফাহিমা, রাহিমা বেগম মিলি, চয়ন, শোয়েব হোসেন সরকার, তৌফিকুল ইসিলাম ফাহিম, রাব্বি সালেহ আহমদ।

গত ১ ফেব্রুয়ারি এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। শেষ হয় গত ১৪ মার্চ। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৫৭ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করা হলো।

ঢাকা বোর্ডের অধীন বিদেশের আটটি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়। এই আট কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছিল ৩৯৫ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে ৩৫৩ জন। ৪২ জন পাস করতে পারেনি। এবার মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১২ জন। ওই কেন্দ্রগুলো মূলত কাতার, বাহরাইন, সৌদি আরব, লিবিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অবস্থিত।

বাহরাইনে উপসাগরীয় দেশের উড়োজাহাজ পরিবহন সংস্থাগুলোর বৈঠক

উড়োজাহাজ চলাচলের জন্য আঞ্চলিক নির্দেশিকা

প্রথম আলো ডেস্ক ●

উপসাগরীয় দেশগুলোর উড়োজাহাজ পরিবহন খাতের জন্য একটি নিরাপত্তা নির্দেশিকা চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে এ অঞ্চলের উড়োজাহাজ চলাচল ব্যবস্থায় ঝুঁকি ও সময় বিপর্যয় কমানো সম্ভব হবে।

দুবাইভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'গালফ ফ্লাইট সেফটি কাউন্সিলের (জিএফএসসি) তথ্য অনুযায়ী, 'দ্য শেয়ারড গালফ সেফটি গাইডলাইনস' নামের নিরাপত্তা নির্দেশিকা উড়োজাহাজ চলাচলের ঝুঁকি ও সময় বিপর্যয় কমানো ছাড়াও এ অঞ্চলের উড়োজাহাজ পরিবহন খাতকে আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

খবরে বলা হয়, বাহরাইনে গালফ অ্যাভিয়েশন অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত দুই দিনের এক বৈঠকে সদস্য দেশগুলোর কাছে এ-সংক্রান্ত নথি উপস্থাপন করা হয়। উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা 'গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি)' অলাভজনক বিমান পরিবহন গ্রুপ এ নির্দেশিকার প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রস্তাবে এমন এক আঞ্চলিক নিরাপত্তা নির্দেশিকা চালুর কথা বলা হয়েছে, যা এ অঞ্চলের সব বিমান পরিবহন সংস্থার জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক হবে।

> নিরাপত্তা নির্দেশিকা উড়োজাহাজ চলাচলের ঝুঁকি ও সময় বিপর্যয় কমানো ছাড়াও এ অঞ্চলের উড়োজাহাজ পরিবহন খাতকে আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি নিয়ে আসবে

জিএফএসসির চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মালাতানি বলেন, 'জিএফএসসি আশা করে, পরবর্তী তারিখের বৈঠকে এ অঞ্চলের বিমান পরিবহন সংস্থাগুলো প্রস্তাবিত নিরাপত্তা নির্দেশিকার খুঁটিনাটি বিষয়ে সম্মতিতে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। আর এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার ও যোগাযোগ গতিশীল করা সম্ভব হবে।'

মোহাম্মদ মালাতানি বলেন, 'আশা করা যায়, প্রস্তাবিত নিয়মকানুন বিমান চলাচলের ঝুঁকি ও সময় বিপর্যয় কমাবে। এ ছাড়া এ অঞ্চলের বিমান পরিবহন খাতকে আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি নিয়ে আসবে।' তিনি আরও বলেন, 'আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থা (আইএটিএ) যেমন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে, তেমনি জিএফএসসি এ অঞ্চলের বিমান চলাচলের নিরাপত্তা ইস্যুতে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।'

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

সম্পর্কের অগ্রগতি নিয়ে উচ্ছ্বসিত দুই দেশ

- সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ঢাকার প্রতি দিল্লির জোরালো সমর্থন
- অক্টোবরে শেখ হাসিনাকে গোয়ায় ব্রিকস সম্মেলনে মোদির আমন্ত্রণ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ ও ভারত একসঙ্গে কাজ করবে। এ জন্য বাংলাদেশ সরকারের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী লড়াইয়ে ভারতের জোরালো সমর্থনের কথা জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রসচিব এস জয়শঙ্কর।

১২ মে দুপুরে পররাষ্ট্রসচিব মো. শহীদুল হকের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের কাছে এ কথা বলেন।

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রসচিব শহীদুল হক বলেন, 'সন্ত্রাস দমনে আমরা দ্বিপক্ষীয়ভাবে কাজ করছি। ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্র কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেছি।'

বৈঠকের পর ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি বাংলাদেশে ঝুঁকিতে থাকা লোকজনের ওপর হামলার প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের জোরালো সমর্থনের কথা বলেন জয়শঙ্কর।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত একসঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে সম্প্রতি গণমাধ্যমে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তা জয়শঙ্কর ঢাকায় এসে জেনেছেন বলে উল্লেখ করেন। সকালে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা প্রাতরাশ বৈঠকে বিষয়টি তুললে এ প্রতিক্রিয়া জানান ভারতের পররাষ্ট্রসচিব।

ওই বৈঠক শেষে ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ আবদুল মান্নান গণমাধ্যমকর্মীদের এ কথা জানান।

দুই পররাষ্ট্রসচিব জানান, গত বছরের জুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শীর্ষ বৈঠক শেষে নেওয়া সিদ্ধান্ত তাঁরা পর্যালোচনা করেছেন তাঁদের গতকালের বৈঠকে। বৈঠক শেষে দুই পররাষ্ট্রসচিবই মন্তব্য করেছেন, গত কয়েক মাসের অগ্রগতি অপ্রত্যাশিত এবং এই অগ্রগতি সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে দেবে।

জয়শঙ্কর বলেন, 'আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও আমরা কথা বলি। এ ক্ষেত্রে আমি পররাষ্ট্রসচিবকে জানিয়েছি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের লড়াইতে আমি ভারতের জোরালো সমর্থন জানাতে এসেছি। কারণ, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে এটি (সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ) আমাদের জন্য উদ্বেগের। এ ব্যাপারে আমাদের যোগাযোগ আছে এবং আমরা নিবিড়ভাবে, দ্বিপক্ষীয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছি।'

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করবে, এমন আলোচনা নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শহীদুল হক বলেন, 'আমরা দ্বিপক্ষীয়ভাবে এ ক্ষেত্রে কাজ করছি এবং ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রটা কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেছি।'
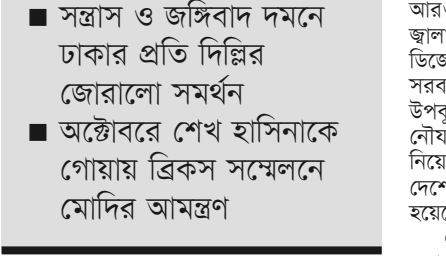
পররাষ্ট্রসচিব বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ দমনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এটা নির্মূলের জন্য আমরা দ্বিপক্ষীয়ভাবে কাজ করছি, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিকভাবেও কাজ করছি। এ ব্যাপারে আমাদের যে নোট, সেটি বিনিময় করেছি। আমাদের ও ওনাদের বিশ্লেষণের মধ্যে প্রচুর মিল আছে এবং আমরা মনে করি, একসঙ্গে কাজ করলে কাজ করা যায়।'

তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে শহীদুল হক বলেন, 'পানির সমস্যা, খরার সমস্যা, পরিবেশের সমস্যা নিয়ে আলাপ হয়েছে। আমরা আশাবাদী। আমরা সব বিষয়ে আশাবাদী, এ বিষয়েও আশাবাদী।'

শেখ হাসিনার কাছে নরেন্দ্র মোদির যে চিঠি জয়শঙ্কর পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁর বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইলে শহীদুল হক জানান, ভারতের গোয়ায় ১৫-১৬ অক্টোবর উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জোট ব্রিকসের শীর্ষ সম্মেলন হবে। ওই সম্মেলনের পাশাপাশি একটি বর্ধিত আয়োজনে বঙ্গোপসাগরীয় দেশগুলোর বহুপক্ষীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জোট বা বিমসটেক সদস্যদেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী নীতিগতভাবে এতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শহীদুল হক জানান, ভারতের দেওয়া দ্বিতীয় ঋণচুক্তির বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নতুন বিভিন্ন ক্ষেত্র, বিশেষ করে সামুদ্রিক অর্থনীতির ব্যাপারে সম্প্রতি এক যৌথ কার্যদল গঠন করা হয়েছে, সেটা একটা বড় অগ্রগতি। তা ছাড়া জ্বালানি, ঋণচুক্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে, সেটা পর্যালোচনা করে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই কয়েক মাসে যে অগ্রগতি হয়েছে, সেটি অপ্রত্যাশিত ও নির্বিঘ্ন। এর ফলে এই এলাকায় উন্নয়নের নতুন মাত্রা দেখা দিয়েছে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগ্রগতি নিয়ে একে অন্যের প্রতিবেদন বিনিময় করা হয়েছে।

জয়শঙ্কর জানান, ভারত থেকে বাংলাদেশে আরও বিদ্যুৎ রপ্তানির পর্যালোচনার পাশাপাশি জ্বালানি সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশ থেকে ডিজেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উপকূলীয় জাহাজ চলাচল শুরুর পর বাংলাদেশের নৌযানে ভারতের বিভিন্ন বন্দরে পণ্য পরিবহন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব।

এদিকে রাজধানীর একটি হোটেলে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রসচিবের প্রাতরাশ বৈঠকের পর ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক সম্পর্ক কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, সেটি নিয়ে কথা হয়েছে। আলোচনায় বিভিন্ন সমস্যার কথা উঠে এসেছে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ দমন নিয়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করবে, এমন প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ দমন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করবে বলে কাগজে যে খবর বেরিয়েছে, উনি (জয়শঙ্কর) এটা কাগজে পড়েছেন বলে জানালেন।'

এক প্রশ্নের উত্তরে আনিসুজ্জামান জানান, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন, বাংলাদেশের সন্ত্রাস দমনে নিরাপত্তা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করার বিষয়টি এখানে এসে শুনেছেন বলে জানিয়েছেন জয়শঙ্কর। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো মন্তব্য সেভাবে ছিল না।

আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ আবদুল মান্নান বলেন, 'আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিশা দেশাই বিসওয়াল এসে বলেছিলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করবে। এটা কীভাবে হবে? এ প্রশ্নের জবাবে জয়শঙ্কর পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, "বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত কীভাবে কাজ করবে? যুক্তরাষ্ট্র এ কথা বলেছে, আমরা তো বলিনি।"'

প্রাতরাশ বৈঠকে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি এ কে আজাদ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল হারুন অর রশীদ, সাবেক পররাষ্ট্রসচিব শমসের মবিন চৌধুরী, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, মাছরাঙা টিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ ফাহিম মুনয়েম প্রমুখ।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণে ভাগ হচ্ছে বিএনপি

রিয়াদুল করিম

> ঢাকা সিটি করপোরেশনে দুই ভাগে নির্বাচন হচ্ছে বিধায় বিএনপির কমিটিও দুটি হওয়া উচিত। এতে দলে নতুন নেতৃত্ব আসবেনা, আগামী নির্বাচন সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতিও থাকবে

সিটি করপোরেশনের আদলে দুই ভাগে বিভক্ত হচ্ছে ঢাকা মহানগর বিএনপি। ঢাকা মহানগর উত্তর ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ নামে রাজধানীতে দুটি সাংগঠনিক কমিটি করবে দলটি। এখন ঢাকা মহানগরে বিএনপি একটি ইউনিট হিসেবে আছে।

বিএনপির সূত্র জানায়, ৯ মে রাতে অনুষ্ঠিত বিএনপির নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ঢাকা মহানগর বিএনপিকে দুই ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে কবে নাগাদ এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে, তা চূড়ান্ত হয়নি। দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটি ঘোষণার পর ঢাকা মহানগরে নতুনভাবে দুটি কমিটি করা হতে পারে। ইতিমধ্যে উত্তর ও দক্ষিণের কমিটিতে পদ পেতে দলের নেতারা দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মাহবুবুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, এখন যেভাবে ঢাকা সিটি করপোরেশনে উত্তর ও দক্ষিণে আলাদা মেয়র নির্বাচন হচ্ছেন, বিএনপির কমিটিও সেভাবে দুটি হবে। স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ঢাকা সিটি করপোরেশনকে দুই ভাগে ভাগ করার প্রবল বিরোধী ছিল বিএনপি। সিটি করপোরেশন ভাগের প্রতিবাদে ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকায় হরতাল দিয়েছিল দলটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও দল-সমর্থিত প্রার্থী দিয়েছিল বিএনপি। এবার দলের মহানগর কমিটিকেও দুই ভাগ করা হচ্ছে। বিএনপির রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে ঢাকা মহানগরকে দুই ভাগ করে কমিটি ঘোষণা করেছে।

সূত্র জানায়, বিএনপি মনে করছে, ঢাকা সিটি করপোরেশনে দুই ভাগে নির্বাচন হচ্ছে বিধায় বিএনপির কমিটিও দুটি হওয়া উচিত। এতে এক দিকে দলে নতুন নেতৃত্ব আসবে, অন্য দিকে আগামী নির্বাচন সামনে রেখে একধরনের সাংগঠনিক প্রস্তুতিও থাকবে। পাশাপাশি কমিটি দুই ভাগে ভাগ করলে মহানগরের রাজনীতিতে গতি আসবে বলেও মনে করছেন অনেকে।

বিএনপির রাজনীতিতে ঢাকা মহানগর শাখাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কর্মসূচি কেন্দ্রীয়ভাবে সফল করার দায়িত্ব বর্তায় এই কমিটির ওপর। কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে বিএনপির ঢাকা মহানগর 'ব্যর্থ' বলে দলে আলোচনা আছে। বিশেষত ৫ জানুয়ারির নির্বাচন প্রতিহতের আন্দোলনে ঢাকায় বিএনপির নেতা-কর্মীরা মাঠে ছিলেন না। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন প্রতিহতের আন্দোলনে ব্যর্থতার অভিযোগে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল সাদেক হোসেন খোকার নেতৃত্বাধীন ঢাকা মহানগর কমিটি। একপর্যায়ে ওই কমিটি ভেঙে দিয়ে গত বছরের ১৮ জুলাই বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভাপতি মির্জা আব্বাসকে আহ্বায়ক ও হাবিব-উন-নবী খান সোহেলকে সদস্যসচিব করে ঢাকা মহানগর বিএনপির নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুই বছরেও তাঁরা মহানগরের পূর্ণাঙ্গ কমিটি করতে পারেননি। বিএনপির ডাকা টানা অবরোধে আব্বাসের নেতৃত্বাধীন কমিটিও সেভাবে রাজপথে ছিল না। এ অবস্থায় এবার ঢাকা মহানগরকে দুই ভাগ করতে যাচ্ছে বিএনপি।

আবদার না রাখলেই হেনস্তা হচ্ছেন কর্মকর্তারা

বিবৃতিতে খালেদা জিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক

খালেদা জিয়া

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বলেছেন, মাঠ প্রশাসন পর্যায়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ক্ষমতাসীনদের অন্যায় আবদার রক্ষা না করলে সরকারি কর্মকর্তারা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হাতে হেনস্তা ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন।

১২ মে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে খালেদা জিয়া এই অভিযোগ করেন। বিবৃতিতে খালেদা জিয়া ফেনীর পরশুরাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম রকিব হায়দারের ওপর হামলার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

খালেদা জিয়ার অন্যতম নির্বাচনী এলাকা ফেনীর পরশুরামের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ওপর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হামলার ঘটনা উল্লেখ করে বিএনপির চেয়ারপারসন বলেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবাধে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এখন কতটা অসম্ভব ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এই ঘটনা তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। সারা দেশে এই ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটছে।

বিবৃতিতে খালেদা জিয়া বলেন, 'অন্যায় আবদার রক্ষা, বেআইনি নির্দেশ পালন এবং বিধিবহির্ভূত সম্মান ও সুযোগ দিতে অস্বীকার করলেই রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে নিয়োজিত কর্মকর্তারা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হাতে হেনস্তা ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন।'

খালেদা জিয়া বলেন, 'আইনের শাসনকে পদদলিত করে দেশে পেশিশক্তি-নির্ভর এক বর্বর আওয়ামী দুঃশাসন চাপিয়ে দেওয়ার বেপরোয়া ও ধারাবাহিক অপপ্রয়াসে সচেতন নাগরিক সমাজ আজ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।'

সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, 'শাসকদের সরাসরি মদদ ও আশকারায় তাদের চ্যালা চামুণ্ডারা দেশজুড়ে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। দলীয়করণ ও যথেচ্ছ অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহের আইনসম্মত পন্থায় স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার কোনো অবকাশ এরা রাখেনি।

ভোটের আগেই নির্বাচিত!

মুন্সিগঞ্জে ইউপি নির্বাচন

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) পঞ্চম ধাপের নির্বাচনে মুন্সিগঞ্জ সদর ও গজারিয়ায় আওয়ামী লীগ মনোনীত তিনজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন।

এই তিনজন হলেন গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউপিতে মিজানুর রহমান, মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার চরকেওয়ার ইউপিতে আক্তারুজ্জামান জীবন ও বাংলাবাজার ইউপিতে সোহারাব হোসেন।

চরকেওয়ার ও বাংলাবাজার ইউপিতে শুরু থেকেই একজন করে প্রার্থী। আর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে ১২ মে বাউশিয়ায় বিএনপির প্রার্থী আবদুল আহাদ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য জানতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

বাউশিয়া ইউপির রিটার্নিং কর্মকর্তা আরিফ জামিল ফারুকী *প্রথম আলো*কে জানান, এ ইউপির বিএনপির প্রার্থী ১২ মে তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। এর আগে এই ইউপিতে আরও তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছিলেন।

উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক তপন চৌধুরী বলেন, জেলা বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতার চাপেই বিএনপির প্রার্থী তাঁর মনোনয়নপত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন। জেলা নেতা ও সরে দাঁড়ানো নেতা আওয়ামী লীগের প্রার্থীর কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন।

'চাপে' বিএনপির প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহার!

মতলব উত্তরে ইউপি নির্বাচন

মতলব দক্ষিণ (চাঁদপুর) **প্রতিনিধি**

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় ২৮ মে অনুষ্ঠেয় ১২টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নয়টিতে বিএনপির প্রার্থী নেই। এর মধ্যে ১০ মে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে 'চাপের' মুখে সাতজন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। অন্য দুজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গেছে।

উপজেলা বিএনপির সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ১২ ইউপিতেই চেয়ারম্যান পদে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বাধার মুখে তাঁরা উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেননি। পরে ৩ মে তাঁরা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যান। সেখানে বেলা আড়াইটায় পশ্চিম ফতেপুর ইউপিতে বিএনপির প্রার্থী সলিমউল্লাহ ওরফে লাভলুর মনোনয়নপত্র ভয়ভীতি দেখিয়ে ছিনিয়ে নেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। বিকেলে অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে সলিমউল্লাহ মনোনয়নপত্রের ফটোকপি জমা দেন। তবে বাছাইয়ে তাঁর ও ইসলামাবাদ ইউপিতে বিএনপির প্রার্থী আলাউদ্দিন মুন্সীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আহসানুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা নানাভাবে তাঁর দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য চাপ ও হুমকি দেন। একপর্যায়ে তাঁরা এলাকাছাড়া হন। এরপরও হুমকি অব্যাহত থাকে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতানোর জন্যই এ হুমকি দেওয়া হয়।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নূরুল হক বলেন, 'হুমকির মুখে মোহনপুর ইউপিতে বিএনপির প্রার্থী আবুল কাশেম, ষাটনলে সফিকুল ইসলাম, সাদুল্লাপুরে তাজুল ইসলাম, বাগানবাড়িতে আবুল মিয়া, দুর্গাপুরে সামসুদ্দিন সরকার, এখলাছপুরে বজলুর রহমান দেওয়ান ও সুলতানাবাদে সফিকুল ইসলাম আজ (গতকাল) বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন।' ফরাজীকান্দি, ফতেপুর পূর্ব ও জহিরাবাদ ইউপিতে তাঁদের চেয়ারম্যান প্রার্থীরা এখনো টিকে আছেন। তবে তাঁদেরও 'অফ' (চুপ) রাখা হয়েছে।

সামসুদ্দিন সরকার বলেন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের চাপ ও হুমকি ছিল। এ ছাড়া শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি নির্বাচন থেকে সরে গেছেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা বিএনপির আরও তিন চেয়ারম্যান প্রার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হুমকিতে তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

অভিযোগ অস্বীকার করে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ কুদ্দুস বলেন, তাঁর দলের কেউ বিএনপির প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে চাপ বা হুমকি দেননি। দলের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণেই তাঁরা নির্বাচন থেকে সরে গেছেন।

ছাতা তৈরি বৈশাখী ঝড়-বৃষ্টি মাঝে মাঝে হচ্ছে বটে। কিন্তু পুরোদমে বর্ষা শুরু হবে আরও কিছুদিন পর। তাই বর্ষাকে সামনে রেখে চকবাজারের ছাতা তৈরির কারখানাগুলোতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন কারিগরেরা। চীন থেকে আমদানি করা ছাতার তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হলেও বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাজার হারাচ্ছে দেশীয় ছাতা। প্রকার ও আকার ভেদে প্রতিটি ছাতা তৈরিতে খরচ হয় ১২০ থেকে ১৮০ টাকা। প্রতিটি ছাতা খুচরা বিক্রি হয় ১৫০ থেকে ২৪০ টাকা। ১৫ মে বিকেলে চকবাজার এলাকা থেকে তোলা ছবি • প্রথম আলো

ওসির নির্দেশে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার?

নাঙ্গলকোটের বাঙ্গড্ডা ইউপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২৮ মে এ ইউপিতে ভোট হবে।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা ওই নেতা হলেন নাঙ্গলকোট উপজেলার বাঙ্গড্ডা ইউনিয়ন যুবলীগের আহ্বায়ক মো. সাইফুল ইসলাম। তিনি এ ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের অন্তত পাঁচজন নেতা বলেন, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শাহজাহান মজুমদারকে তৃণমূলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে দলীয় মনোনয়ন দেয় আওয়ামী লীগ। ২ মে ইউনিয়ন যুবলীগের আহ্বায়ক ও তৃণমূলের ভোটে নির্বাচিত মো. সাইফুল ইসলাম স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। ১২ মে ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। এদিন বেলা ১১টায় ওসি মো. নজরুল ইসলাম পুলিশের গাড়ি নিয়ে বাঙ্গড্ডাসংলগ্ন পরিকোট বটগাছ এলাকায় যান। এরপর সাইফুলকে গাড়িতে তুলে নাঙ্গলকোট উপজেলা পরিষদ এলাকায় নিয়ে আসেন তিনি। এরপর সাইফুল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদনে সই করেন।

জানতে চাইলে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল হাসান আল আমিন বলেন, 'উনি (সাইফুল) নিজে এসে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। বেলা সাড়ে ১১টায় তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন।' তিনি আরও বলেন, এ ইউপিতে চেয়ারম্যান পদে সাতজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। ২ মে ছয়জন মনোনয়নপত্র জমা দেন। ১২ মে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সাইফুলসহ তিনজন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন।

সাইফুল ইসলামের মুঠোফোনে কল দিলেও তিনি ধরেননি।

ওসি নজরুল ইসলাম মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'সাইফুলকে আমি বাঙ্গড্ডা বাজার থেকে নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশের গাড়িতে করে নিয়ে আসি। এরপর তিনি উপজেলায় গিয়ে তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। এর আগে সকালে সাইফুল আমাকে ফোন করে নিরাপত্তা চান। আমি সাইফুলের নিরাপত্তার স্বার্থে ওই কাজ করেছি।'

এ ইউপিতে চেয়ারম্যান পদে বর্তমানে তিনজন প্রার্থী রয়েছেন। তাঁরা হলেন আওয়ামী লীগের শাহজাহান মজুমদার, বিএনপির কামাল হোসেন মজুমদার ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হুমায়ুন কবীর মজুমদার।

শাহজাহান মজুমদার বলেন, উপজেলা বিএনপির সর্বশেষ কমিটিতে তাঁর নাম থাকলেও তিনি এখন আর ওই দলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। ২০১৫ সালের ২৯ মে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

টেকনাফে প্রার্থীই পায়নি বিএনপি!

টেকনাফ (কক্সবাজার) **প্রতিনিধি**

পৌরসভা নির্বাচন

> নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপির কোনো প্রার্থী থাকল না। অন্যদিকে, কাউন্সিলর পদেও একই অবস্থা। নয়টি সাধারণ ওয়ার্ডে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী রয়েছেন মাত্র দুটিতে

কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপি থেকে দলীয় মনোনয়ন পান জাবেদ হাসান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'অসুস্থতার' কারণে তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি। ফলে নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপির কোনো প্রার্থী থাকল না। অন্যদিকে কাউন্সিলর পদেও একই অবস্থা। নয়টি সাধারণ ওয়ার্ডে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী রয়েছেন মাত্র দুটিতে। সংরক্ষিত তিন নারী ওয়ার্ডেও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী নেই।

পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে প্রার্থী দিতে পারিনি। আসলে প্রার্থী হওয়ার মতো কাউকে পাওয়া যায়নি।'

তফসিল অনুযায়ী, ২৫ মে এ পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয় ৯ মে।

দলীয়ভাবে মনোনয়ন লাভের পরও কেন মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি জানতে চাইলে জাবেদ হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ। এ অবস্থায় নির্বাচন করা আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। তাই নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু দল আমাকে মনোনয়ন দিয়ে যে ভালোবাসা দেখিয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।' নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে তাঁর ওপর কোনো চাপ ছিল না বলে জানান তিনি।

বিএনপির নেতা-কর্মীরা জানান, পৌরসভার নয়টি সাধারণ ওয়ার্ডের মধ্যে দুটিতে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী রয়েছেন। তাঁরা হলেন পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে পৌরসভা বিএনপির সাধারণ সমপাদক হাসান আহমদ এবং ১ নম্বর ওয়ার্ডে জেলা বিএনপির সদস্য শাহ আলম। মনোনয়ন দাখিলের পর থেকে নেতা-কর্মীদের নিয়ে তাঁরা প্রচারণা চালাচ্ছেন। এদিকে বিএনপি প্রার্থী দিতে না পারায় ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে চলেছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত দুজন প্রার্থী। তাঁরা হলেন স্থানীয় সাংসদ আবদুর রহমান বদির ছোট ভাই মুজিবুর রহমান ও অপরজন সাংবাদিক আব্দুল্লাহ মনির। তবে কাউন্সিলর পদে বেশির ভাগ ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত একাধিক প্রার্থী রয়েছেন।

জানতে চাইলে কক্সবাজার জেলা বিএনপির সভাপতি শাহাজাহান চৌধুরী মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'মনোনয়ন দাখিলের আগেদিন রাতে জাবেদ হাসান নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলে নতুন করে আর কোনো প্রার্থীকে দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ কারণে টেকনাফ পৌরসভায় দলীয় কোনো প্রার্থী নেই।' সাতটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর প্রার্থী না দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ' এ পৌরসভায় প্রার্থীর অভাব ছিল না। দলের অনেককে প্রার্থী হতে বলেছিলাম। চেষ্টাও করেছি। কিন্তু পরিবারের কথা চিন্তা করে অনেকে প্রার্থী হতে চাননি। কারণ হুমকি-ধমকিও এখানে ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে।'

হুমকি-ধমকি পেলে ওই দুই ওয়ার্ডে দুজন কাউন্সিলর পদপ্রার্থী প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন কী ভাবে, এই প্রশ্নের জবাবে শাহাজাহান চৌধুরী বলেন, 'আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। দুজন কাউন্সিলর প্রার্থী এখনো মাঠে আছেন। দেখা যাক কী হয়।'

কক্সবাজার জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও টেকনাফ পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. মোজাম্মেল হোসেন বলেন, ৬ ও ৭ নম্বর সাধারণ ওয়ার্ডে দুজন ও তার সঙ্গে মেয়র প্রার্থীও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে চলেছেন। কিন্তু মেয়রপদে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার পর তিনি উচ্চ আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন বলে শুনেছি। এখনো নির্বাচন কমিশন থেকে কোনো ধরনের নির্দেশনা না পাওয়ায় তাঁদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সাতটি সাধারণ ওয়ার্ডে ৩২ এবং সংরক্ষিত তিনটি ওয়ার্ডে আটজন কাউন্সিলর পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

মো. মোজাম্মেল হোসেন আরও বলেন, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর টেকনাফে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সবাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন। রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নির্বাচনও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে।

সংক্ষেপ

উপজেলা থেকে তাঁরা এবার ইউপিতে

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দুজন ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই নির্বাচনে হেরেছিলেন দুজনই। এবার ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে নাম লিখিয়েছেন তাঁরা। অবশ্য দুজন ভিন্ন দুটি ইউনিয়নে। এ দুজন হলেন উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা অরুণোদয় পাল ও উপজেলা বিএনপির বর্তমান সহসাংগঠনিক সম্পাদক এস টি এম ফখর উদ্দিন। অরুণোদয় পাল সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার তাজপুর ইউপিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী। ফখর উদ্দিন একই উপজেলার দয়ামীর ইউপিতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী। এ দুজন ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ওসমানীনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান। ওই নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন খেলাফত মজলিস-সমর্থিত প্রার্থী সৈয়দ আলী আছগর। তাজপুর, দয়ামীরসহ ওসমানীনগরের আট ইউপিতে ২৮ মে ভোট অনুষ্ঠিত হবে।
● নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

পলেস্তারা খসে পড়ে কর্মকর্তা আহত

ফেনীর দাগনভূঞায় সরকারি কর্মকর্তাদের একটি আবাসিক ভবনের ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জাকির হোসেন আহত হয়েছেন। তিনি বলেন, ১২ মে সকালে হঠাৎ ভবনের ছাদের পলেস্তারার বড় একটি অংশ খসে পড়ে। এতে তিনি আহত হন। অন্যরা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা (পিআইও) মেশকাতুর রহমান বলেন, ভবনটি ১৯৮৭ সালে নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এটির অবস্থা নাজুক। যেকোনো সময় আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। কর্মকর্তারা ঝুঁকি নিয়ে এ ভবনে বসবাস করছেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মো. মোশারেফ হোসেন বলেন, তিনি ভবনটি পরিদর্শন করেছেন। নির্বাহী প্রকৌশলীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
● ফেনী অফিস

ঢাকা দক্ষিণে ৫০ স্থানে ফ্রি ওয়াই-ফাই

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন করার ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র সাঈদ খোকন। এসব স্থানে ওয়াই-ফাই চালু করতে কোনো পাসওয়ার্ড প্রয়োজন হবে না। ওয়াই-ফাই জোন করার অংশ হিসেবে মেয়র ১২ মে দুপুরে লালবাগ কেল্লায় এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাঈদ খোকন বলেন, পর্যায়ক্রমে ডিএসসিসির প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ফ্রি ওয়াই-ফাই চালু করা হবে। যেসব স্থানে ফ্রি ওয়াই-ফাই করা হচ্ছে সেগুলো হলো : বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ, রাসেল স্কয়ার, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, অপরাজেয় বাংলা, আহসান মঞ্জিল, লালবাগ কেল্লা, কার্জন হল, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, বাহাদুর শাহ পার্ক, ওসমানী উদ্যান, রমনা পার্ক, বলধা গার্ডেন, কেন্দ্রীয় শিশু পার্ক, ধানমন্ডি লেক, মহানগর নাট্যমঞ্চ, সায়েন্স অ্যানেক্স ভবন, নগর ভবন, ডিএসসিসি জোন-২, জোন-৩, জোন-৫, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল ইত্যাদি। সূত্র : বাসস।

বিমানের টয়লেটে ১০ কেজি সোনা

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজের টয়লেট থেকে ১২ মে সন্ধ্যায় ১০ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের সোনার বার জব্দ করেছে ঢাকা কাস্টম হাউস। কাস্টম সূত্র বলেছে, সন্ধ্যায় থাইল্যান্ডের ব্যাংকক থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কাস্টম কর্মকর্তারা উড়োজাহাজটিতে অভিযান চালান। প্রথমে কাস্টম কর্মকর্তারা একটি টয়লেট থেকে স্কচটেপ প্যাঁচানো দুই কেজি সোনার বার উদ্ধার করেন। এরপর তাঁরা উড়োজাহাজের ভিআইপি টয়লেটের ভেতর থেকে স্কচটেপ প্যাঁচানো অবস্থায় আট কেজি সোনার বার উদ্ধার করেন।
● নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রি-পেইড মিটারে পুরো চট্টগ্রাম

দ্রুততম সময়ে চট্টগ্রামের সব গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনতে চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিকে গ্রাহকসেবার মান বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়ার তাগিদ দেন তিনি। ১৩ মে চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদে বিদ্যুৎ ভবনে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সব গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনতে হবে। বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ, সঠিক সময়ে বিল আদায়ের জন্য প্রি-পেইড মিটার কার্যকর পদ্ধতি। কিন্তু চট্টগ্রামের আট লাখ গ্রাহককে কত দিনের মধ্যে এই পদ্ধতির মধ্যে আনা হবে, সে বিষয়ে এখনো পুরো পরিকল্পনা আপনারা করতে পারেননি।
● নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

কাঁঠাল দেশে এখন নানা ফলের মৌসুম চলছে। এসেছে জাতীয় ফল কাঁঠালও। খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় এবার কাঁঠালের ফলন ভালো হয়েছে। স্থানীয় বাজারে ছোট থেকে বড় কাঁঠাল বিক্রি হচ্ছে ৩০ থেকে ৮০ টাকা। ফল ব্যবসায়ীরা স্থানীয় বাজার থেকে কাঁঠাল সংগ্রহ করে ট্রাকে করে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যান। ১৪ মে বিকেলে বোয়ালখালী নতুন বাজারে ট্রাকে কাঁঠাল বোঝাই করার সময় ছবিটি তোলা ● প্রথম আলো

ডিএনএ পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ও কুমিল্লা ●

কলেজছাত্রী সোহাগী জাহান তনুকে হত্যার আগে ধর্ষণ করা হয়। তাঁর শরীর থেকে নেওয়া নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা করে ধর্ষণের আলামত মিলেছে বলে মামলার তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি নিশ্চিত করেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মামলার তদন্ত-তদারক কর্মকর্তা সিআইডির কুমিল্লার বিশেষ পুলিশ সুপার নাজমুল করিম খান *প্রথম আলোকে* বলেন, ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার পর তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন, তনুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদনে মোট চারজনের ডিএনএ প্রোফাইলের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রোফাইল তনুর রক্তের। বাকি তিনটি প্রোফাইল পৃথক তিনজনের। পরীক্ষায় এই তিনজনের বীর্যের আলামত পাওয়া গেছে।

সিআইডির অপর একটি সূত্র জানায়, ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদন কিছুদিন আগেই সিআইডির কাছে এসেছে। তারা বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও অবহিত করেছে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, মামলাটির তদন্ত চলছে। তদন্তাধীন বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করবেন না।

তনু হত্যাকাণ্ড

ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফলের কথা জানিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তনুর বাবা ইয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সিআইডির পুলিশ সুপার নাজমুল করিম খান যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা আমি সঠিক বলে মনে করি। আমি আগেই এমন ধারণা করেছিলাম।'

এর আগে গত ৩০ মার্চ দ্বিতীয় দফা ময়নাতদন্তের জন্য তনুর লাশ কবর থেকে তোলা হয়। তখন ডিএনএ পরীক্ষার জন্য তনুর শরীর থেকে কিছু নমুনা নেওয়া হয়েছিল। ওই দিন সন্ধ্যায় কুমিল্লার পুলিশ সুপার মো. শাহ আবিদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেছিলেন, ওই দিন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য এবং পারিপার্শ্বিক আলামত থেকে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যার আগে ধর্ষণ করা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় দফা ময়নাতদন্তে এ-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিবেদন চেয়েছেন তাঁরা। প্রতিবেদন পাওয়ার পর সব বিষয় স্পষ্ট হবে।

এরপর ১ এপ্রিল মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পুলিশের কাছ থেকে সিআইডিতে স্থানান্তরিত হয়। তনুর মা আনোয়ারা বেগম বলেন, 'আমার মেয়েকে যারা ধর্ষণ করেছে, আমি তাদের ফাঁসি চাই।'

তনুর মা এর আগে ১০ মে কুমিল্লায় প্রথমে সাংবাদিকদের, তারপর সিআইডির কর্মকর্তাদের বলেছিলেন, সেনানিবাসের ভেতরে তনুকে হত্যা করা হয়েছে। সার্জেন্ট জাহিদ ও সিপাহি জাহিদ তনুকে ডেকে নিয়ে যান। এরপর আর তনু ফিরে আসেননি। ওই দুই সেনাসদস্য এ হত্যায় জড়িত বলে তিনি মনে করেন।

কুমিল্লার সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু গত ২০ মার্চ খুন হন। ওই দিন রাতে কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসের ভেতর একটি ঝোপ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেন বাবা ইয়ার হোসেন। এরপর তনু হত্যার ঘটনা দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। তনুর খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে সারা দেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাসহ নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন টানা বেশ কিছুদিন কর্মসূচি পালন করে।

তনুর বাবা গত ৩০ মার্চ *প্রথম আলোকে* বলেছিলেন, তিনি প্রথম যখন তনুকে উদ্ধার করেন, তখন তাঁর মাথার পেছনে ও নাকে জখম দেখেছেন। তাঁর জামার দুই বাহুর নিচের দিকে ছেঁড়া ছিল। কানের নিচের আঁচড় ও মাথার চুল এলোমেলোভাবে কাটা ছিল। কাটা চুলও ঘটনাস্থলে পড়ে ছিল। তিনি ওই দিন বলেছিলেন, তিনি যখন মেয়েকে খুঁজছিলেন, তখন ঝোপের দিকে তিনজনকে পালিয়ে যেতে দেখেন। ওরা কারা, সেটা জানার জন্য তিনি তখন উপস্থিত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেসও করেছিলেন। এরপর একটু এগিয়েই মেয়ের লাশ দেখতে পান তিনি। ততক্ষণে ওই তিনজন দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

পটিয়ার ২১ ইউপিতে নির্বাচন

৮ ইউনিয়নে আ.লীগে বিদ্রোহী প্রার্থী

আবদুর রাজ্জাক, পটিয়া (চট্টগ্রাম) ●

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ২১টি ইউনিয়নের মধ্যে ৮টিতে আওয়ামী লীগের 'বিদ্রোহী' রয়েছে। এর মধ্যে ৪টি ইউনিয়নের বিদ্রোহী প্রার্থীরা ভূমি প্রতিমন্ত্রীর অনুসারী। ২৮ মে পঞ্চম ধাপে পটিয়ার ২২টি ইউনিয়নের মধ্যে ২১টিতে নির্বাচন হবে। এর মধ্যে দক্ষিণ ভূর্ষি ইউপিতে দুজন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে চলেছেন।

পটিয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী থানার (সম্প্রতি উপজেলা ঘোষণা করা হয়েছে) পাঁচটি ইউনিয়নের মধ্যে চারটিতে বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছে। তাঁরা ভূমি প্রতি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর অনুসারী বলে জানান কর্ণফুলী থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ জামাল আহমদ।

উপজেলার খরনা ইউপিতে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক এ কে এম আবদুল মতিন চৌধুরী। এ ইউপিতে দলীয় প্রার্থী হচ্ছেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মাহবুবুর রহমান।

আবদুল মতিন চৌধুরী বলেন, 'যোগ্য ব্যক্তিকে দলীয় মনোনয়ন না দেওয়ায় জনগণের চাপের মুখে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে বাধ্য হয়েছি। যতই চাপ আসুক, কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি এ নির্বাচনে লড়ে যাব।'

দলীয় প্রার্থী মাহবুবুর রহমান বলেন, 'দল আমাকে যোগ্য মনে করে মনোনয়ন দিয়েছে। আমি গতবার মাত্র ৩০ ভোটে পরাজিত হয়েছি।'

ধলঘাট ইউপিতে বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান ছালামত উল্লাহ। এ ইউপিতে দলীয় প্রার্থী হচ্ছেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রনবীর ঘোষ।

ছালামত উল্লাহ উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'তৃণমূল নেতাদের মতামতের ভিত্তিতে কোনো যোগ্য নেতাকে যদি দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হতো তাহলে মেনে নেওয়া যেত। আমি নৌকার মাঝি না হলেও জনগণের মনের মাঝি হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি।'

এ বিষয়ে রনবীর ঘোষ বলেন, 'দল যোগ্য মনে করেছে বলেই আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে।'

হাইদগাঁওতে বিদ্রোহী প্রার্থী হচ্ছেন উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক বদরুউদ্দিন মোহাম্মদ জসিম। এ ইউপিতে দলীয় প্রার্থী হচ্ছেন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার মোহাম্মদ মহিউদ্দিন।

বরলিয়া ইউপিতে বিদ্রোহী প্রার্থী হচ্ছেন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা সাজ্জাদ হোসেন। এ ইউনিয়নের দলীয় প্রার্থী হচ্ছেন বর্তমান চেয়ারম্যান শাহিনুল ইসলাম।

পটিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন বলেন, 'দলের ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাদের আমরা দলীয় মনোনয়ন দিয়েছি। দলের চিঠি অধিকাংশ "বিদ্রোহী" প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।'

বিলাসবহুল ভাসমান হোটেল

শেষ পৃষ্ঠার পর

আকরাম আরও বলেন, 'আমি হোটেলটি বাহরাইনের এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের কাছ থেকে কিনে সেটি বিলাসবহুল ভাসমান হোটেল করার সিদ্ধান্ত নিই। এর নকশা অনুমোদন করেন একজন মেরিন স্থপতি।'

কোরাল বে'তে একটি পুরোনো হাউস বোটের তলদেশের ওপর নির্মাণ করা হয় সি-হোটেলটি। ইতালীয় নকশা এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উচ্চমানসম্পন্ন কক্ষ ছাড়াও এ হোটেলে রয়েছে সুপরিসর খাবারের স্থান, বিশাল পর্দার একটি টেলিভিশন ও লেখালেখির টেবিল।

সি হোটেল পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় গত ডিসেম্বরে। তখন থেকেই এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ধারণা করা হচ্ছে, এটি বাহরাইন ও এর বাইরের দেশগুলো থেকেও পর্যটক আকর্ষণ করবে। রাতপ্রতি কক্ষগুলোর ভাড়া দেড় শ ডলার থেকে শুরু। আর স্যুটের ভাড়া প্রতি রাত ৩৫০ ডলার।

হোটেল উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে বাহরাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) চেয়ারম্যান খালিদ আবদুর রহমান আলমোয়ায়েদসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র : ডেইলি গালফ নিউজ, ডেইলি ট্রিবিউন, অ্যারাবিয়ানব জিনেস ডটকম

চা ক রি র খোঁ জ

কাতারে কাজের খবর

গাড়িচালক
কয়েকজন করে এক্সকাভেটর-চালক, ভারী যানের চালক ও হালকা যানের চালক আবশ্যক। ফোন করুন : ৩০০৪০৫৪৪। সূত্র : দ্য পেনিনসুলা।

সহকারী টেকনিশিয়ান
সহকারী টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগ্যতা : এইচএসসি/ ডিপ্লোমাধারী ইলেকট্রিশিয়ান অথবা সমমানের ডিগ্রি; টেলিকম খাতে ন্যূনতম এক-দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা; কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার, ফাইবার অপটিক, টেলিকম সরঞ্জাম স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান; কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স। স্পনসরশিপ বদল করতে হবে। বিষয়ের স্থানে সহকারী টেকনিশিয়ান উল্লেখ করে জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : jobs@starlinkqatar.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী
একটি স্বনামধন্য পানি কোম্পানির জন্য কয়েকজন বিক্রয় নির্বাহী (নারী/ পুরুষ) আবশ্যক। যোগ্যতা : গ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন; যোগাযোগের চমৎকার দক্ষতা; কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স; বিক্রয়ের কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : qrecruitment2016@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিপণন কর্মী
ইনস্যুরেন্স পণ্য সেবা দিয়ে থাকে, এমন একটি কোম্পানির জন্য বিপণন কর্মী (নারী/ পুরুষ) আবশ্যক। ই-মেইল করুন : hr@pia.com.qa, সূত্র : গালফ টাইমস।

এসি টেকনিশিয়ান/ পরিচ্ছন্নতাকর্মী/ অন্যান্য
একটি শীর্ষস্থানীয় ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে এসি টেকনিশিয়ান (২০ জন মুসলিম), সাধারণ পরিচ্ছন্নতাকর্মী (২০ জন; ১০ জন মুসলিম), জেনারেল ওয়েল্ডার (২০ জন), ম্যাসন মেইনটেন্যান্স (২০ জন) আবশ্যক। ই-মেইল করুন : rsinfojobs@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় ব্যবস্থাপক
একটি শীর্ষস্থানীয় ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির জন্য অভিজ্ঞ বিক্রয় ও বিপণন ব্যবস্থাপক আবশ্যক। স্পনসরশিপ বদল ও কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট খাতে পাঁচ বছরের বেশি কাজের অভিজ্ঞতাধারীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : gtg.recruit16@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

মাস্টার কাটার/ টেইলর
শীর্ষস্থানীয় একটি টেইলরিং ও টেক্সটাইল শো-রুমের জন্য কয়েকজন করে মাস্টার কাটার ও টেইলর আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : rec@retajmanpower.com, ফোন : ৪৪৮৮১৫৪৪/ ৩১০১১৩২০ সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী
কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী বিক্রয় নির্বাহী আবশ্যক। আইটি খাতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : qatarchariot@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ক্রেন অপারেটর
ভ্রাম্যমাণ ক্রেনের জন্য কয়েকজন অপারেটর আবশ্যক। তিন বছরের অভিজ্ঞতা এবং এনওসি থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : hr.bradma@gmail.com, ফোন : ৩১৪০২০৫৬, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার
জ্যেষ্ঠ এমইপি ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। যোগ্যতা : স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি; নির্মাণ খাতের বড় কোম্পানিতে ন্যূনতম ১০ বছর কাজের অভিজ্ঞতা; ইংরেজি ভাষা ও যোগাযোগের চমৎকার দক্ষতা; এনওসি/ স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী। জীবনবৃত্তান্ত পাঠাতে ভিজিট করুন : www.midmac.net। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/ বিক্রয় নির্বাহী
একটি জনশক্তিবিষয়ক কোম্পানির জন্য কয়েকজন করে ভারী যানের চালক, হালকা যানের চালক ও বিক্রয় নির্বাহী আবশ্যক। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : anil@fitoutwll. com, ফোন : ৭০০৫২৬২৫। সূত্র : গালফ টাইমস।

হিসাবরক্ষক
একটি কনট্র্যাক্টিং কোম্পানির জন্য হিসাবরক্ষক আবশ্যক। যোগ্যতা : দুই বছরের অভিজ্ঞতা; ইংরেজি ও আরবি বলা ও লেখার দক্ষতা; কম্পিউটার দক্ষতা; এনওসি আবশ্যক। ই-মেইল করুন : hr_company10@yahoo.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
একটি পরিবারের জন্য তরুণ গাড়িচালক আবশ্যক। খুবই শান্তশিষ্ট ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ফোন করুন : ৫৫৬৮৬২৮৫, ৭০৩০৫৬০০, সূত্র : গালফ টাইমস।

লজিস্টিকস কো-অর্ডিনেটর
একজন লজিস্টিকস কো-অর্ডিনেটর আবশ্যক। গ্রাহক, বার্তাবাহক ও অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগে সক্ষম হতে হবে। ই-মেইল করুন : operations@powerlandqatar.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

কর্মী
অগ্নিনির্বাপণ কার্যক্রমে (ফায়ার ফাইটিং ও ফায়ার অ্যালার্ম) যথেষ্ট অভিজ্ঞ কর্মী আবশ্যক। ফোন করুন : ৭০৩৮৩৮৪২, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান
ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ট্রেডিং কোম্পানির জন্য একজন ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগ্যতা : এক বছরের বেশি কাজের অভিজ্ঞতা; স্থানান্তরযোগ্য ভিসা/ রেসিডেন্স পারমিট। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : gazzaoui@gazzaoui.com.qa, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
দোহার একটি স্বনামধন্য ট্রেডিং কোম্পানির জন্য ডেলিভারি ড্রাইভার আবশ্যক। ই-মেইল করুন : trading@roma.com.qa ফোন করুন : ৬৬৯৩১৮৭১, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
সালিক লিম্যুজিনের জন্য কয়েকজন লিম্যুজিন-চালক আবশ্যক। ফোন করুন : ৮০০০০০৫, ৫০০৩৭৭৭৮, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইলেকট্রিশিয়ান/ মেকানিক/ অন্যান্য
একটি পরিবহন কোম্পানির ডিজেল ও পেট্রলচালিত গাড়ির জন্য অভিজ্ঞ মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, ডেন্টার, ওয়েল্ডার আবশ্যক। এ ছাড়া এক্সকাভেটর, হুইল লোডার ও ক্রাশারের জন্য অপারেটরও আবশ্যক। ই-মেইল করুন : qatar10@live.com ফোন করুন : ৩৩৩১৮৫৫৫, সূত্র : গালফ টাইমস।

ওয়েটার/ পরিচ্ছন্নতাকর্মী/ অন্যান্য
একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁর জন্য জরুরি ভিত্তিতে আউটলেট সুপারভাইজর, ক্যাপ্টেন, স্টিউয়ার্ড/ ওয়েটার/ ওয়েট্রেস, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কুকার, রোটি মেকার, সুইট মেকার ও ক্যাশিয়ার আবশ্যক। ইংরেজি জানতে হবে; এনওসি বা ভিজিট ভিসাধারী হতে হবে। ই-মেইল করুন : palacehyd@gmail.com ফোন করুন : ৩১৪২৭৫৬১, ৭০৫৭৮৬০০, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
জরুরি ভিত্তিতে একজন আবাসিক গাড়িচালক আবশ্যক। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও স্থানান্তরযোগ্য ভিসা থাকতে হবে। ফোন করুন : ৩৩৮৬৩৬১১, সূত্র : গালফ টাইমস।

মেডিকেল কোডার/ সিকিউরিটি গার্ড
একটি স্বনামধন্য মেডিকেল গ্রুপের জন্য মেডিকেল কোডার ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : qatarcareers123@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

কুকার/ ওয়েটার/ অন্যান্য
একটি রেস্তোরাঁর জন্য দুজন ক্যাশিয়ার, তিনজন জেনারেল কুকার, চারজন ওয়েটার, চারজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী, দুজন কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী গাড়িচালক আবশ্যক। যোগাযোগ করুন : সুহাইল রানা-৫০১৩২৭৪৫ ও মিস্টার আশরাফ-৬৬১০৭৯৬৭, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/ ক্লিনিং সুপারভাইজর
দোহার একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির জন্য ক্লিনিং সুপারভাইজর ও হালকা যানের চালক আবশ্যক। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : jobs@opdqatar.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

কার্পেন্টার
একটি স্বনামধন্য ওয়েডিং কোম্পানির কার্পেন্টার আবশ্যক। ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা। ফোন করুন : ৩৩১০০৩৭৩, সূত্র : গালফ টাইমস।

বাহরাইনে কাজের খবর

শেফ
চকলেট ও পেস্ট্রি শেফ আবশ্যক। ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : advert@tradearabia.net ফোন : ১৭২৯৯১১১, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সাব-কন্ট্রাক্টর
ব্লকওয়ার্ক, প্লাস্টারিং, পেইন্ট, ওয়াটার প্রুফিং, টাইল ও মার্বেল ফিক্সিং কাজের জন্য সিভিল সাব কন্ট্রাক্টর আবশ্যক। ই-মেইল করুন : Bprojects06@Gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর/ হিসাবরক্ষক/ অন্যান্য
একটি বেসরকারি কোম্পানির জন্য সিস্টেমস অ্যান্ড নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, হিসাবরক্ষক, পিআর অ্যান্ড ইভেন্টস অফিসার, প্রশাসনিক সহকারী, শারীরিক শিক্ষা সহকারী, হেলথ অ্যান্ড সেফটি অফিসার আবশ্যক। সনদ ও কয়েক বছর সফলভাবে কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। পদের নাম উল্লেখ করে ই-মেইল করুন : recruitment@bayan.edu.bh, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় নির্বাহী/ কর্মী
একটি খাবার সামগ্রী বিক্রির কোম্পানির জন্য অভিজ্ঞ বিক্রয় নির্বাহী ও ভ্যান সেলসম্যান আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৩৬৬০২৫৯, ই-মেইল : hrfoodtrading@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

শেফ
অভিজ্ঞ শেফ আবশ্যক। ই-মেইল করুন : minidelights@batelco.com.bh, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ল্যাব টেকনিশিয়ান
মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান আবশ্যক। ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : thekidsclinic83@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় সমন্বয়কারী
বিক্রয় সমন্বয়কারী আবশ্যক। যোগ্যতা : বাণিজ্যে স্নাতক; ন্যূনতম ৭-১০ বছরের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : aas.hr.bh@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ট্রাভেল কনসালট্যান্ট
একটি স্বনামধন্য ট্রাভেল এজেন্সির জন্য সিনিয়র ট্রাভেল কনসালট্যান্ট আবশ্যক। ৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : hr.travel.bh@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইঞ্জিনিয়ার/ ফোরম্যান/ বিক্রয়কর্মী
আর্চগেট কনস্ট্রাকশন কোম্পানির জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (সিওইপিপি লাইসেন্স সিএটি ও সি), সিভিল ফোরম্যান (বাহরাইনে কাজের অভিজ্ঞতাধারী) ও ইনডোর সেলসম্যান আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : archgate.hr@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ট্রেইলার চালক
বাহরাইনি লাইসেন্সধারী ট্রেইলার চালক আবশ্যক। ফোন করুন : ৩৩৯১২৬৪৮, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

নিরাপত্তাকর্মী/ সিসিটিভি অপারেটর
একটি বড় হোটেল গ্রুপের জন্য নিরাপত্তাকর্মী/ সিসিটিভি অপারেটর আবশ্যক। ই-মেইল করুন : job_8@habaragroup.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

হিসাবরক্ষক/ বিক্রয়কর্মী
একটি ট্রেডিং কোম্পানির জন্য ভ্যান সেলসম্যান ও হিসাবরক্ষক আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : jobsales.bahrain@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/ অপারেটর
স্বনামধন্য সংস্থার জন্য জরুরি ভিত্তিতে সার্ভেয়ার, এক্সকাভেটর অপারেটর, লোডার অপারেটর, ট্যাংকার ড্রাইভার, গ্যারেজ ইনচার্জ আবশ্যক। জিসিসিতে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : recruitment620@gmail.com, ফোন : ৩৬৪৯৪১২২। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয় প্রতিনিধি
আসবাবপত্রের কোম্পানির জন্য কয়েকজন বিক্রয় প্রতিনিধি আবশ্যক। নিজস্ব গাড়ি ও ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : owner@patternfurniture.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/ কাউন্টারকর্মী
একটি কার কোম্পানির জন্য পেশাদার গাড়িচালক ও কাউন্টার স্টাফ আবশ্যক। ই-মেইল করুন : lteif.jeannette@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

শিক্ষক
একটি বেসরকারি স্কুলের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ফ্যাক্স করুন : ১৭৮২৭৪৪৯, ই-মেইল করুন : mksasb@batelco.com.bh, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

অফিস বয়/ পরিচ্ছন্নতাকর্মী
জরুরি ভিত্তিতে অফিস বয় এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মী (নারী ও পুরুষ) আবশ্যক। ভিসা দেওয়া যাবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : acme@batelco.com.bh, ফ্যাক্স : ১৭৪০৪১৩০, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
মোটরসাইকেল ও যন্ত্রাংশ বিক্রির জন্য শোরুম সেলসম্যান আবশ্যক। ইংরেজি ও কম্পিউটার জানতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : biljeek@biljeek.com.bh, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইলেকট্রিশিয়ান
ইলেকট্রিশিয়ান/ ইলেকট্রিক টেকনিশিয়ান আবশ্যক। ইংরেজিতে পারদর্শী ও পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : biljeek@biljeek.com.bh, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

মোটরসাইকেল ডেলিভারি ম্যান
জুফাইরের একটি রেস্তোরাঁর জন্য অভিজ্ঞ মোটরসাইকেল ডেলিভারি ম্যান আবশ্যক। ফোন : ৩৬১২৭৭৪৬, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ফার্মেসি টেকনিশিয়ান
এনএইচআরএ লাইসেন্সধারী ফার্মেসি টেকনিশিয়ান আবশ্যক। ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : jobs.bh000@gmail.com সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

সিকিউরিটি গার্ড
একটি শীর্ষস্থানীয় সিকিউরিটি কোম্পানির জন্য পুরুষ সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : sozorose@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বজ্রপাতে প্রাণহানির যত কারণ

ইফতেখার মাহমুদ ও পার্থ শঙ্কর সাহা

বজ্রপাতে ১২ ও ১৩ মে সারা দেশে ৫৭ জন মারা গেছেন। প্রাকৃতিক কারণে দুই দিনে দেশে এত লোকের মৃত্যুর নজির সাম্প্রতিক সময়ে নেই। বজ্রপাতের বা এ ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে একক কোনো কারণ বলছেন না বিশেষজ্ঞরা। তবে তাঁরা বলছেন, প্রকৃতিকে বৈরী করে তোলার পাশাপাশি মুঠোফোনের ব্যবহারসহ জীবনযাত্রার পরিবর্তন এর জন্য দায়ী।

আবহাওয়াবিদেরা বলছে, নদী শুকিয়ে যাওয়া, জলাভূমি ভরাট হওয়া আর গাছ ধ্বংস হওয়ায় দেশে অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা এক থেকে দেড় ডিগ্রি বেড়ে গেছে। বিশেষ করে বর্ষা আসার আগের মে মাসে তাপমাত্রা বেশি হারে বাড়ছে। এতে এই সময়ে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে ভেসে আসা আর্দ্র বায়ু আর উত্তরে হিমালয় থেকে আসা শুষ্ক বায়ুর মিলনে বজ্রঝড় সৃষ্টি হচ্ছে।

বেসরকারিভাবে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যার হিসাব রাখা হলেও সরকারিভাবে একে দুর্যোগ হিসেবেই স্বীকার করা হয় না। ফলে কোনো হিসাবও নেই। তবে সরকারি সংস্থা আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাবে, মে মাসে নিয়মিতভাবে বজ্রপাতের পরিমাণ বাড়ছে। সংস্থাটির হিসাবে ১৯৮১ সালে মে মাসে গড়ে নয় দিন বজ্রপাত হতো। ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে গড়ে বজ্রপাত হয়েছে এমন দিনের সংখ্যা বেড়ে ১২ দিনে দাঁড়িয়েছে। আর হিসাবটা মৃত্যুর সংখ্যায় ধরা হলে ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত মারা গেছে ১ হাজার ৪৭৬ জন।

বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একসময় দেশের বেশির ভাগ গ্রাম এলাকায় বড় গাছ থাকত। তাল, নারিকেল, বটসহ নানা ধরনের বড় গাছ বজ্রপাতের আঘাত নিজের শরীরে নিয়ে নিত। ফলে মানুষের আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা কমত।

বজ্রপাত-বিষয়ক গবেষকেরা বলছে, এ ছাড়া দেশের বেশির ভাগ মানুষের কাছে এখন মুঠোফোন থাকছে। দেশের অধিকাংশ এলাকায় মুঠোফোন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ার রয়েছে। দেশের কৃষিতেও যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে। তা ছাড়া, সন্ধ্যার পরে মানুষের ঘরের বাইরে অবস্থান বাড়ছে। আর বেশির ভাগ বজ্রপাতই হয় সন্ধ্যার দিকে। আকাশে সৃষ্টি হওয়া বজ্র মাটিতে কোনো ধাতব বস্তু পেলে তার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে।

■ ১২ ও ১৩ মে মারা গেছে ৫৭ জন

■ গ্রামে বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়া, নদী শুকিয়ে যাওয়া, জলাভূমি ভরাট হওয়া, মুঠোফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি, সন্ধ্যার দিকে বাইরে থাকা অন্যতম কারণ

বজ্রপাত বাড়ার কারণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এম এম আমানত উল্লাহ খান বলেন, 'বেড়ে যাচ্ছে এটা বলতে পারি। কিন্তু এর কারণ হিসেবে কিছু ধারণার ওপরই নির্ভর করতে হবে।' তিনি বলেন, বজ্রপাত হয় কালবৈশাখীর সঙ্গে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় বায়ুপ্রবাহের ভূমিকা আছে এ ক্ষেত্রে। মহাসাগরের পানির তাপমাত্রা বেড়ে বায়ুপ্রবাহে তা যুক্ত হয়ে ঝড়ের প্রকোপ বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারে।

হাওর অঞ্চলে আর্দ্রতা বেশি হওয়া সে অঞ্চলে বজ্রপাত বেশি হওয়ার একটি কারণ হতে পারে বলেও মনে করেন অধ্যাপক আমানত উল্লাহ। তিনি বলেন, 'কারণ নির্ধারণ করতে গেলে শুধু আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিস্থিতির তথ্য পাওয়াটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং মিয়ানমারের বায়ুপ্রবাহের সাম্প্রতিক তথ্যও নিতে হবে। আর এসবের জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা দরকার।'

বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলছেন, উন্মুক্ত স্থানে, বিশেষ করে ফসলের খেতে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে কৃষিতে বেশি মাত্রায় যন্ত্রাংশ ব্যবহারের একটি কারণ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আমানত উল্লাহ বলেন, যন্ত্রাংশ বজ্রকে আকর্ষণ বেশি করে। এসব মৃত্যুর কারণ যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবেই যন্ত্রাংশ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে এ মৃত্যুর সংযোগ খোঁজা সহজ হবে।

তবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিসের গবেষক সমরেন্দ্র কর্মকার *প্রথম আলো*কে বলেন, মার্চ ও এপ্রিলে দেশে বজ্রপাতের পরিমাণ কমছে। আর মে মাসে বাড়ছে। তিনি বলেন, 'আমরা যদি একটু সচেতন হয়ে বিদ্যুৎ চমকানো দেখলে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিই, তাহলেই মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে যাবে।'

আবহাওয়া অধিদপ্তর সারা দেশের ৩৫টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে পরিমাপ করে দেখেছে, খুলনা জেলার কিছু এলাকা ছাড়া সারা দেশেই বজ্রপাত আঘাত হেনেছে। এমন বিস্তৃত বজ্রসহ ঝড় হওয়ার ঘটনাও আবহাওয়ার বিচারে বেশ ব্যতিক্রমী ঘটনাই বলছেন আবহাওয়াবিদেরা।

ছয় বছরে বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন বেশির ভাগ মৃত্যুই হয়েছে উন্মুক্ত জায়গায়। ফসলের খেতে কাজ করতে গিয়ে বা নৌকায় থাকা অনেকে নিহত হয়েছেন। আবার মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আছে শিশুরা। ঝড়-বৃষ্টি চলাকালে খেলার মাঠে তাদের মৃত্যু হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে।

২০১৩ থেকে ২০১৫ সালে বজ্রপাতে যেসব মৃত্যু হয়েছে এর এক-চতুর্থাংশ হয়েছে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওরের নয় জেলায়। এ বছর ৮৮টি মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে ২৭টিই হয়েছে হাওর অঞ্চলে।

তবু দুর্যোগ নয়: দুর্যোগ ফোরামের হিসাব অনুযায়ী, গত ছয় বছরে বন্যায় মৃত্যুর সংখ্যা ২০০-র বেশি নয়। এর মধ্যে আবার নৌকাডুবিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৩ সালের মার্চে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় টর্নেডোতে নিহত হন ৩১ জন। টর্নেডোতে মৃত্যুর ঘটনা গত ছয় বছরে এটিই বড়। কিন্তু বজ্রপাতে এসব দুর্যোগের চেয়ে অনেক মানুষ মারা গেলেও সরকারি নথিতে এটি দুর্যোগ নয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা ২০১০-১৫তে মোট ১২টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা উল্লেখ আছে। দুর্যোগ ফোরামের সদস্যসচিব গওহর নাইম ওয়ারা বলেন, 'বাংলাদেশে কখনো আঘাত না হানা সুনামিও দুর্যোগ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু বজ্রপাতের মতো এমন জীবনসংহারী ঘটনাকে দুর্যোগ হিসেবে গণ্য না করা এসব মৃত্যুকে অবহেলা করার নামান্তর।'

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. রিয়াজ আহম্মদ স্বীকার করেন, 'এটি এখন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে দুর্যোগ হিসেবে গণ্য করা উচিত।' তিনি বলেন, অধিদপ্তর এখন বজ্রপাতের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছে। গবেষণারও পরিকল্পনা হচ্ছে। তবে এ মুহূর্তে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

তবে সচেতনতা বাড়াতেও সরকারি কর্মকাণ্ড এখন নেই।

ভাঙন ভোলার রাজাপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের কালুপুর, সোনাডুগি, মুরাদসফুল্লা ও গুপ্তমুন্সি মৌজা ভেঙে মেঘনায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সড়কের অবস্থাও খারাপ। ইতিমধ্যে সড়কের বেশির ভাগ অংশ নদীর বুকে চলে গেছে। ফলে এই সড়কে যান ও মানুষের চলাচল একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। ভাঙনের কবল থেকে রক্ষার জন্য অনেক মানুষ বাড়িঘর ভেঙে ও গাছগাছড়া কেটে অন্যত্র চলে যাচ্ছে ● প্রথম আলো

নতুন বিদ্যুৎ-সংযোগে ধীরে চলো নীতি সরকারের

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়ার কর্মসূচির লাগাম টানতে হচ্ছে

অরুণ কর্মকার

২০২১ সালের মধ্যে প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়ার রূপকল্পভিত্তিক কর্মসূচির লাগাম টানতে হচ্ছে সরকারকে। কারণ গত ছয় বছরে বিদ্যুতের উৎপাদনক্ষমতা তিন গুণের বেশি বাড়িয়েও ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে পারছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওই রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য আগামী পাঁচ বছরে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর কাজ পিছিয়ে পড়া।

এ অবস্থায় সরকার বিদ্যুতের নতুন সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা ধীরগতি অনুসরণের নীতি নিয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যে বিতরণ কোম্পানিগুলোকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সূত্রগুলো বলেছে, বিদ্যুতের উৎপাদনক্ষমতা বাড়লেও জ্বালানিস্বল্পতার কারণে দেড় থেকে দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আগামী জুনে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থাপিত ক্ষমতা হবে ১৫ হাজার মেগাওয়াট। কিন্তু এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদন সাড়ে আট হাজার মেগাওয়াটও করা যায়নি। আবার যেটুকু উৎপাদন হচ্ছে, তাও সঞ্চালন-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে ঠিকমতো বিতরিত হচ্ছে না।

ভবিষ্যতের হিসাব হলো, ২০২১ সালে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে হলে উৎপাদনক্ষমতা থাকতে হবে ২৪ হাজার মেগাওয়াট। সে হিসাবে আগামী পাঁচ বছরে উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে হবে প্রায় নয় হাজার মেগাওয়াট। এই লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা মূলত কয়লাভিত্তিক বড় কেন্দ্রগুলোর ওপর নির্ভর করে করা। কিন্তু কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর বাস্তবায়নের যে অগ্রগতি, তাতে ২০২১ সালের মধ্যে একটি বড় কেন্দ্রও চালু হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

পাবনার রূপপুরে পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার আশা করছে সরকার। ওই বিদ্যুৎকেন্দ্রের রুশ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সরকারকে সেই আশ্বাস দিয়েছে। তবে ২০২৩ সালের আগে ওই বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে আসার সম্ভাবনা কম বলে পরমাণু শক্তি কমিশনের নির্ভরযোগ্য সূত্র *প্রথম আলো*কে বলেছে।

গ্যাস ও তেলভিত্তিক কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। ভারত থেকে আমদানি এবং নবায়নযোগ্য উৎস থেকেও আগামী পাঁচ বছরে অন্তত এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্র বলেছে। তবে কর্মকর্তারা মনে করছেন, তা দিয়ে ২০২১ সালে প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

অবশ্য এ সম্পর্কে জানতে চাইলে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ *প্রথম আলো*কে বলেন, সরকার কয়লাভিত্তিক বড় কেন্দ্রগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্যান্য সম্ভাব্য উৎস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। সঞ্চালন ও বিতরণ-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যও প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০২১ সালে, দেশের স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকীতে প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার অবিচল।

বিদ্যমান অবস্থা: বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি মিলে দেশের শতাধিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্থাপিত ক্ষমতা প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার মেগাওয়াট। কিন্তু এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদনের রেকর্ড হচ্ছে ৮ হাজার ৩৪৮ মেগাওয়াট (গত ৯ এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটায়)। গ্রীষ্ম ও সেচ মৌসুমের অন্যান্য দিনে সাধারণভাবে কিছুটা কম-বেশি আট হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) সূত্র বলেছে, উৎপাদিত বিদ্যুতের অন্তত ৫ শতাংশ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতেই ব্যবহৃত হয়, যাকে বলা হয় 'অক্সিলারি'। উৎপাদন আট হাজার মেগাওয়াট হলে 'অক্সিলারি' হিসেবে ব্যবহৃত হয় অন্তত ৪০০ মেগাওয়াট। বাকি ৭ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট থেকে সঞ্চালন লস (লোকসান) হয় অন্তত ৩ শতাংশ, অর্থাৎ ২২৮ মেগাওয়াট। সে হিসাবে বিতরণ লাইনে ঢোকে ৭ হাজার ৩৭২ মেগাওয়াট। এখান থেকে বিতরণ লোকসান হয় অন্তত ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ৭৩৭ মেগাওয়াট। সবশেষে গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছায় ৬ হাজার ৬৩৫ মেগাওয়াট।

কিন্তু বর্তমানে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় সাড়ে আট হাজার মেগাওয়াট। এর মধ্যে পল্লী বিদ্যুতের দেড় কোটিরও বেশি গ্রাহকের চাহিদা প্রায় সাড়ে চার হাজার মেগাওয়াট। ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহকারী দুটি প্রতিষ্ঠান ডিপিডিসি ও ডেসকোর মোট চাহিদা প্রায় আড়াই হাজার মেগাওয়াট। পিডিবি এবং পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির মোট চাহিদা প্রায় দেড় হাজার মেগাওয়াট।

এই হিসাবে গ্রাহক পর্যায়ের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হচ্ছে প্রায় দুই হাজার মেগাওয়াট। এই ঘাটতি পূরণের মতো উৎপাদনক্ষমতা আছে। কিন্তু জ্বালানিস্বল্পতা, বিশেষ করে গ্যাসের অভাবে সেই ক্ষমতা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বর্তমানে গ্যাসের সর্বোচ্চ চাহিদা প্রায় ১৪০ কোটি ঘনফুট। কিন্তু দেওয়া হচ্ছে ১০০ কোটি ঘনফুটের মতো। পেট্রোবাংলা অনেক দিন ধরেই বলছে, নতুন কোনো বড় গ্যাসক্ষেত্র পাওয়া না গেলে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য গ্যাসের সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব হবে না।

হজের প্রাক-নিবন্ধন ৩০ মে পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক

হজে যাওয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে প্রাক-নিবন্ধন করতে হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন চলবে ৩০ মে পর্যন্ত। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে ইচ্ছুক ৮৮ হাজার ২০০ জনের কোটা পূরণ হয়ে গেছে গত ২৮ মার্চ।

হজের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, প্রাক-নিবন্ধনের পরের ধাপ হিসেবে মূল নিবন্ধন কার্যক্রম খুব শিগগির শুরু হবে। হজযাত্রীর মুঠোফোনে এ-সংক্রান্ত খুদে বার্তা পাঠানো হবে। প্রাক-নিবন্ধন ক্রমিক নম্বর জানার উপায়:

প্রাক-নিবন্ধনের টাকা জমা সাপেক্ষে ব্যাংক থেকে প্রাক-নিবন্ধন ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়। চাইলে আপনি দেখে নিতে ও যাচাই করতে পারেন—কী কী তথ্য সেখানে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে নাম বা এজেন্সি দিয়ে বের করা যায় না, ট্র্যাকিং নম্বরটি দরকার হয়। সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির হজ ওয়েবসাইটে (https://prps.pilgrimdb.org:8082/) ক্লিক করুন। ক্লিক করলে পিলগ্রিম অনুসন্ধান বাটনে গিয়ে ট্র্যাকিং নম্বরটি লিখুন।

মা-ছেলে প্রার্থী

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মা ও ছেলে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মা আনোয়ারা সিকদার সদস্য পদে (সংরক্ষিত ওয়ার্ড) ও ছেলে রুবেল সিকদার চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন জমা দেন।

রুবেল সিকদার বলেন, 'আমার মা আনোয়ারা সিকদার বারপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং আমি ইউনিয়ন যুবলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছি। মা-ছেলে দুজনেই নির্বাচিত হলে জনগণকে বেশি বেশি সেবা দিতে পারব।' আগামী ৪ জুন ষষ্ঠ ধাপে এখানে নির্বাচন হওয়ার কথা।

খেলাপি ঋণ দিয়ে চারটি পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব

সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণের হার বাংলাদেশে

বিশেষ প্রতিনিধি

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (আরবিআই) গভর্নর রঘুরাম রাজন খুবই চিন্তিত দেশটির খেলাপি ঋণ নিয়ে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) চলতি মাসেই এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, এশিয়া-প্যাসিফিক দেশগুলোর মধ্যে ভারতের খেলাপি ঋণ সবচেয়ে বেশি। যেমন ভারতে ব্যাংকিং খাতে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫ দশমিক ৯ শতাংশ। অন্য দেশগুলোর মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় খেলাপি ঋণ ২ দশমিক ৪ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ২ দশমিক ৭ শতাংশ, ফিলিপাইনে ১ দশমিক ৯ শতাংশ, জাপানে ১ দশমিক ৬ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ১ দশমিক ৬ শতাংশ, চীনে ১ দশমিক ৫ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ায় ১ শতাংশ, সিঙ্গাপুরে দশমিক ৯ শতাংশ, হংকংয়ে দশমিক ৭ শতাংশ ও দক্ষিণ কোরিয়ায় দশমিক ৬ শতাংশ।

ভারতের অর্থনীতিতে খেলাপি ঋণ কয়েক মাস ধরেই অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে রয়েছে। যদিও আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল আদালতের একটি রায় থেকে। গত এপ্রিলে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ঋণখেলাপিদের তালিকা প্রকাশ করার পক্ষে মত দেন। যদিও শুরুতে রিজার্ভ ব্যাংক এতে আপত্তি জানিয়েছিল। তবে এখন খেলাপি ঋণ কমানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে দেশটি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নানা রকম নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। রঘুরাম রাজন এ নিয়ে যথেষ্ট দৌড়ঝাঁপ করছেন।

আইএমএফের ওই প্রতিবেদনে এশিয়া-প্যাসিফিক দেশগুলোর মধ্যে ভারতের খেলাপি ঋণই সর্বোচ্চ বলে মত দেওয়া হয়েছে। তবে পরিস্থিতি খানিকটা ভিন্ন। কারণ, প্রতিবেদনে বাংলাদেশের তথ্য নেই। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির আকার বিবেচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ততটা বড় নয় বলেই হয়তো বাদ পড়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে এখন খেলাপি ঋণের হার মোট দেওয়া ঋণের ৮ দশমিক ৭৯ শতাংশ। তবে অবলোপন করা ঋণের পরিমাণ ধরলে তা ১৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। আর কেবল সরকারি ব্যাংকগুলোর তথ্য নিলে অত্যন্ত সংকটজনক চেহারাই পাওয়া যাবে। যেমন রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের হার ২১ দশমিক ৪৬ শতাংশ। আর কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের খেলাপির হার ২৩ দশমিক ২৪ শতাংশ।

সব মিলিয়ে দেশের ব্যাংক খাতে গত ডিসেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা। এর বাইরে অবশ্য অবলোপন বা রাইট-অফ করা হয়েছে আরও ৪০ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা। ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের এই পরিমাণ দেশের মোট উন্নয়ন বাজেটের প্রায় সমান। এই অর্থ দিয়ে অন্তত চারটি পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) অবশ্য আরেকটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশের খেলাপি ঋণের একটি বিশ্লেষণ দিয়েছে। আইএমএফ গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার আর্টিকেল ফোর মিশন শেষ করেছে। মিশন শেষে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আইএমএফ বলছে, বাংলাদেশে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ অত্যন্ত বেশি। আর সামগ্রিকভাবেও দেশের খেলাপি ঋণের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। আর এই উচ্চ খেলাপি ঋণের কারণেই বাংলাদেশে ঋণের সুদের হারও বেশি।

আইএমএফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেবল এশিয়ায় নয়, সব দেশ মিলিয়েই বাংলাদেশের খেলাপি ঋণ সবচেয়ে বেশি। আইএমএফ এ ক্ষেত্রে ২০০৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ের খেলাপি ঋণের হিসাব বিবেচনায় নিয়েছে। সংস্থাটির হিসাবে বিশ্বের অন্যান্য উঠতি অর্থনীতির (ইমার্জিং ইকোনমি) দেশগুলোর খেলাপি ঋণের হার ৮ শতাংশের কিছু বেশি। বাংলাদেশ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার গড় হচ্ছে প্রায় সাড়ে ৬ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়াকে বাদ দিয়ে এশিয়ার বাকি উঠতি অর্থনীতির দেশগুলোর খেলাপি ঋণের গড় হার ৪ শতাংশের সামান্য বেশি। এর বাইরে অগ্রসর অর্থনীতির দেশগুলোর খেলাপি ঋণ ৪ শতাংশ এবং পশ্চিমা দেশগুলোর খেলাপি ঋণ ২ শতাংশের কিছু বেশি।

এদিকে খেলাপি ঋণের হার নিয়ে বিশ্বব্যাংকেরও একটি তালিকা রয়েছে। সেই তালিকায় এমন কিছু দেশ আছে, যাদের খেলাপি ঋণের মোট হার বাংলাদেশের চেয়েও বেশি। এই দেশগুলোর বেশির ভাগই নানা ধরনের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে আছে। আবার কিছু দেশ আছে, যাদের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতির তুলনা করা সহজ নয়।

বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে দেওয়া তালিকা অনুযায়ী, আফগানিস্তানের খেলাপি ঋণের হার ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ। আলবেনিয়ার খেলাপি ঋণ আরও বেশি, প্রায় ২১ শতাংশ। তবে সবচেয়ে বেশি খেলাপি চরম অর্থনৈতিক সংকটে থাকা গ্রিসে, ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশ। আর ছোট অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণ সান মারিনোর, প্রায় ৪৬ শতাংশ। অন্যান্য দেশের মধ্যে জিবুতির খেলাপি ঋণ ২০ শতাংশ, ক্রোয়েশিয়ার ১৭ শতাংশ, হাঙ্গেরির প্রায় ১৩ শতাংশ, আয়ারল্যান্ডের প্রায় ১৯ শতাংশ, মালদোভার প্রায় সাড়ে ১৪ শতাংশ, মন্টেনেগ্রোর প্রায় ১৭ শতাংশ, রোমানিয়ার ১৪ শতাংশ এবং সার্বিয়ার খেলাপি ঋণের হার প্রায় ২৩ শতাংশ।

অবলোপন এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় বড় ঋণের পুনর্গঠন বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের খেলাপি ঋণের হার ২০ শতাংশের কাছাকাছিই চলে যাবে। এখন দেখা যাক বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর এ বিষয়ে আদৌ কোনো কিছু করবেন কি না।

ডুলি এখন পুরোদমে চলছে বোরো ধান কাটার মৌসুম। তাই ধান রাখার জন্য বাঁশের তৈরি ডোল বা ডুলির কদরও বেড়ে গেছে। প্রতিটি ডুলি বিক্রি হচ্ছে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা করে। রংপুর নগরের বুড়িরহাটে ডুলি বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন দুজন বিক্রেতা। ১৫ মে দুপুরে নগরের উত্তর কোবারু গ্রামের সড়ক থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

মালয়েশিয়ায় চার খাতে বিদেশি কর্মী নিয়োগ

প্রথম আলো ডেস্ক

বিদেশি কর্মী নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ সীমিত পরিসরে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালয়েশিয়ার সরকার। দেশটির যোগাযোগমন্ত্রী লিওউ তিয়ং লাই জানিয়েছেন, ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-সংকটের মুখে চারটি খাতে বিদেশি কর্মী নিয়োগের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ। উৎপাদন, নির্মাণ ও কৃষি খাত এবং আসবাব শিল্প এর আওতায় পড়বে বলে জানিয়েছেন তিনি।

উৎপাদন, নির্মাণ ও কৃষি খাত এবং আসবাব শিল্প এর আওতায় পড়বে

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মালয়েশিয়ার যোগাযোগমন্ত্রী বলেন, এই চার খাতে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে। তবে মন্ত্রিপরিষদ অন্যান্য খাতের ব্যাপারেও খোঁজখবর রাখছে। কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও আধুনিক করে ক্রমান্বয়ে এসব খাতের ওপর থেকেও স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়া হবে।

পুরো স্থগিতাদেশ তুলে নিতে সময় লাগবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিদেশি শ্রমিক নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া সরকারি তত্ত্বাবধানের আওতায় আনা মালয়েশিয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি খাতের উন্নয়নে শ্রমিকেরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই নিয়োগ ও কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা যদি অনিশ্চয়তায় ভোগেন, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

সাম্প্রতিক এক জরিপে জানা গেছে, শুধু উৎপাদন খাতেই মালয়েশিয়ার ১৪৬টি প্রতিষ্ঠানে চলতি বছর ১৩ হাজার ২৭০ জন নতুন শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

সূত্র: **দ্য স্টার**

তথ্য মিলবে ওয়েবসাইটে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফিতে দূতাবাসের সব সেবার জন্য প্রয়োজনীয় ফি ও বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। দূতাবাসের সব নোটিশ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবরাখবরও তুলে ধরা হবে ওয়েবসাইটে।

দূতাবাসের নতুন ওয়েবসাইট সম্পর্কে দ্বিতীয় সচিব নাজমুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা এখন পরীক্ষামূলকভাবে এটি চালু করেছি। শিগগিরই আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এতে তথ্য সংযোজন করা হবে। বাংলাদেশে ভ্রমণ ও বিনিয়োগের সব বিবরণও ওয়েবসাইটে থাকবে। সব মিলিয়ে ডিজিটাল এই মাধ্যমে কাতারে বসবাসরত প্রবাসীদের নাগরিকসেবা আরও সহজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।'

ধূমপানে ৩০০০ রিয়াল জরিমানা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসে পৌঁছানোর এক সপ্তাহ আগে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। কর্তৃপক্ষ সিগারেট ও তামাকজাত পণ্যের গুণাগুণ ও মান যাচাই-বাছাই করে দেখবে। লিখিত ছাড়পত্র ছাড়া কোনো চালান বাজারে বিতরণের অনুমতি দেওয়া হবে না।

নতুন খসড়া আইনে বলা হয়েছে, প্রতিটি সিগারেটের প্যাকেটে মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং এর স্বাস্থ্যঝুঁকি ও ক্ষতির বিবরণ লেখা ও ছবির মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। কোনো দোকান বা বিপণিবিতানে এসব আইনের লঙ্ঘনের কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে তিন মাসের জন্য ওই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে আদালত ওই সিগারেট বা তামাকজাত পণ্য জব্দ ও ধ্বংস করার নির্দেশ দিতে পারেন।

আইনে বলা হয়, ১৮ বছরের কম বয়সী কারও কাছে কোনো ধরনের তামাক বা তামাক থেকে তৈরি কোনো পণ্য কিংবা সিগারেট বিক্রি করা যাবে না। সিগারেট ও তামাকজাত পণ্যের সব ধরনের প্রচারণাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে খসড়া সংশোধিত আইনে।

খসড়া আইনে কাতারে যেকোনো জনসমাগমের স্থান, সরকারি অফিস-আদালত ও বদ্ধ জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক যেকোনো প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে সব ধরনের সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য বিক্রি অবৈধ করা হয়েছে।

ধান সংগ্রহে টালবাহানা ক্ষতির শঙ্কায় কৃষক

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বগুড়ার শিবগঞ্জ, শেরপুর, দুপচাঁচিয়া ও ধুনটে এবার বীজ ও সার ছাড়া উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইরি-বোরো ধান চাষে খরচ বেশি হয়েছে। কিন্তু বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে কৃষকেরা দেখছেন, ধানের বাজারদর গতবারের চেয়ে কমে গেছে। সরকারিভাবেও ধান সংগ্রহে চলছে টালবাহানা। এ অবস্থায় এ অঞ্চলের ইরি-বোরোচাষিরা লোকসানের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। আমাদের **প্রতিনিধি**দের পাঠানো সংবাদ:

শিবগঞ্জ: কৃষকদের কাছ থেকে আরও আট দিন আগেই সরকারিভাবে ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু ১২ মে পর্যন্ত তা শুরু করেনি কর্তৃপক্ষ। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৫ জুন পর্যন্ত এ উপজেলায় ধান সংগ্রহ চলার কথা। সে হিসাবে হাতে সময় আছে আর মাত্র ২৪ দিন।

১২ মে উপজেলার ছাতুয়া গ্রামের তাজুল ইসলাম (৪৫) নামের এক ধান বিক্রেতা গ্রামে ঘুরে ঘুরে ধান কিনছিলেন। তিনি বলেন, এবার ধানের দাম একেবারেই কম। বিভিন্ন গ্রামের ধনীরা এখন কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে ধান কিনে রেখে পরে সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে বেশি দামে বিক্রি করবেন।

কুড়াহার গ্রামের কৃষক আফজাল হোসেন (৫৫) বলেন, 'গুদামে ধান দিতে পারলে কৃষকদের লাভ হতো। কিন্তু গুদাম ধান নেওয়া শুরু না করায় ধানের দাম দিনে দিনে পড়ে যাচ্ছে।'

একই গ্রামের কৃষক আফজাল হোসেন (৪৫) বলেন, তিনি সাংসারিক চাহিদা মেটাতে চার মণ ধান হাটে এনেছিলেন। প্রতি মণ ধান ৪০০ টাকা দরে বিক্রি করেছেন।

উপজেলা খাদ্য কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এ উপজেলায় এবার সরকারিভাবে ৪ হাজার ৮২৪ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করার কথা রয়েছে। কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি মণ ধান ৯২০ টাকায় কেনার কথা। কিন্তু এখনো উপজেলার খাদ্য বিভাগ ও মিল-চাতালের মালিকেরা ধান কেনা শুরু করেননি। এ অবস্থায় হাটবাজারগুলোতে পানির দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকেরা।
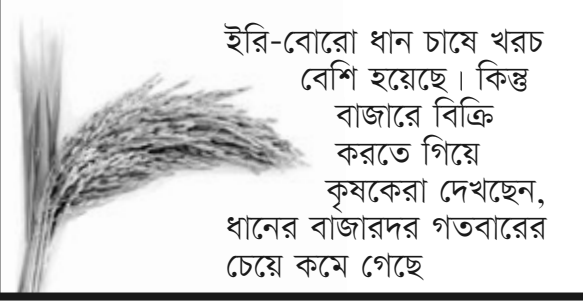
উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এজাজ কামাল বলেন, এখন পর্যন্ত নতুন ধানের যে বাজারদর, তাতে এবার কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা বদরুল আলম বলেন, 'সংগ্রহ অভিযান শুরুর প্রস্তুতি চলছে। আগামী সপ্তাহেই ধান কেনা শুরু হবে।'

শেরপুর: ৯ মে শেরপুর বারোদুয়ারী হাট, মঙ্গলবার জামাইল ও গত বুধবার মির্জাপুর হাটে গিয়ে দেখা গেছে, মিনিকেট জাতের ধান মণপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ৬৫০ থেকে ৬৭০ টাকায়, কাজললতা জাতের ধান মণপ্রতি ৫৫০ টাকা এবং ব্রি জাতের ধান মণপ্রতি ৪৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

উপজেলার বিশালপুর, ভবানীপুর, খামারকান্দি, কুসুম্বি, সুঘাট ও মির্জাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এবার বিঘাপ্রতি বোরো ধান উৎপাদনে ব্যয় হয়েছে ৮ হাজার থেকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা। অন্যদিকে মিনিকেট, কাজললতা ও ব্রি-২৮ জাতের ফলন হয়েছে বিঘাপ্রতি ১৬ থেকে ১৮ মণ। এ ছাড়া ব্রি-২৯, ৫৮ ও ৬৪ জাতের ধানের উৎপাদন হয়েছে বিঘাপ্রতি ২০ থেকে ২৪ মণ।

উপজেলা চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুল হামিদ বলেন, বাজারে চালের দাম কম। গত আমন মৌসুমের ধান ও চাল স্থানীয় মিলারদের ঘরে এখনো প্রচুর মজুত রয়েছে। তাই তাঁরা এখন বোরো ধান কিনছেন না। সরকারিভাবেও এখনো ধান ও চাল কেনা শুরু হয়নি।

তবে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা খাজানুর রহমান বলেন, লোকসান নয়, এবার বোরো ধান চাষে কৃষকের লাভ কম হবে।

ইরি-বোরো ধান চাষে খরচ বেশি হয়েছে। কিন্তু বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে কৃষকেরা দেখছেন, ধানের বাজারদর গতবারের চেয়ে কমে গেছে

দুপচাঁচিয়া: উপজেলার চামরুল আটগ্রামের কৃষক ফজলু আকন্দ বলেন, সপ্তাহ খানেক হলো তাঁর এলাকায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। কামলা (ধানকাটা শ্রমিক) খরচ দিতে হবে, তাই ঘরে না তুলে খলা থেকেই হাটে ধান বিক্রি করতে এসে দেখেন, বাজারে ধানের দাম নেই। হাট-বাজারে ধানের এখন যে দাম, তাতে বিঘাপ্রতি দেড় থেকে দুই হাজার টাকা লোকসান হবে।

উপজেলার জিয়ানগর খলিশ্বর গ্রামের কৃষক আলেব্বর আলী বলেন, 'হামাকেরে কথা শোনার লোক ন্যাই। চারা বীজ থ্যাকা শুরু কর্যা সেচের পানির দাম বেশি। এবার ধান কাটার কামলার দাম গত বছরের থ্যাকা বিঘাপ্রতি সাত-আট শ টাকা বেশি দিচ্ছি। এরপর জমি লাগান, ধান মাড়াই—সবকিছুর দাম বেশি। কিন্তু ধান বেচপার যাইয়া মাথাত বাজ পড়িচ্চে কিষকের।'

১২ মে ধাপসুলতানগঞ্জ হাটে মোটা জাতের হিরা ধান মণপ্রতি ৪০০ টাকা, বিআর-৩২ ধান মণপ্রতি ৪২০ টাকা, চিকন জিরা জাতের ধান ৬৩০ টাকা দরে বেচাকেনা হতে দেখা গেছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল হোসেন শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, কৃষকেরা কয়েক বছর ধরে ধানের দাম পাচ্ছেন না। এ অবস্থা চললে একসময় কৃষক ধান চাষে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন।

ধুনট: উপজেলার ভরনশাহী গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রতি বিঘা জমির পেছনে ব্যয় হয়েছে মোট ১১ হাজার ৫০০ টাকা। ধান হয়েছে ২৫ মণ। এর মধ্যে ১০ মণ জমির মালিককে দিতে হয়েছে। বাকি ১৫ মণ ধান ৮ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। এতে তাঁর এক বিঘা জমিতে সাড়ে তিন হাজার টাকা লোকসান হয়েছে।

উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এ বছর চলতি মৌসুমে ধুনট উপজেলায় মোট ১ লাখ ২৩ হাজার ৭০০ বিঘা জমিতে বোরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। প্রতি বিঘায় এসব ধানের চারা রোপণ থেকে মাড়াই পর্যন্ত উৎপাদন খরচ হয়েছে গড়ে প্রায় ১৩ হাজার টাকা। উৎপাদন হয়েছে ২৫-৩০ মণ। এর মধ্যে বর্গাচাষিকে জমির মালিকদের ১০ মণ করে ধান দিতে হয়েছে। প্রতি মণ ধান বাজারে ৫০০-৬০০ টাকায় বিক্রি করে কৃষকের ঘরে জমা পড়ছে মাত্র ১০-১১ হাজার টাকা। প্রতি বিঘায় ২-৩ হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে কৃষকের।

ধুনট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলমও স্বীকার করেন, এবার বোরো ধানের ফলন ভালো হলেও বাজারে নতুন ধানের দাম কম থাকায় কৃষকদের লোকসান গুনতে হচ্ছে। তবে ব্যবসায়ী ও সরকারিভাবে ধান ক্রয় শুরু হলে চাষিরা লাভবান হবেন।

উপজেলা ক্রয়-বিক্রয় কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান বলেন, সরকারিভাবে ৯২০ টাকা দরে ৩৪ হাজার ৪৭০ মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের পত্র পাওয়া গেছে। কয়েক দিনের মধ্যে কৃষকদের কাছ থেকে এসব ধান ক্রয় শুরু করা হবে।

শরীয়তপুরে গম কেনা শুরু হয়নি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক

শরীয়তপুর প্রতিনিধি ●

গম আবাদ করে কৃষক ঘরে তুলেছেন ফেব্রুয়ারিতে। সরকারিভাবে গম কেনার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ১০ এপ্রিল থেকে। কিন্তু এক মাসেও শরীয়তপুরে খাদ্য বিভাগ গম কেনা শুরু করতে পারেনি। টাকার প্রয়োজনে কৃষক আগেই বাজারে কম দামে গম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কবির হোসেন বলেন, 'সরকারিভাবে কৃষকের কাছ থেকে এখনো গম না কেনায় তাঁরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিষয়টি আমরা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছি। গম ক্রয় শুরু করার তাগিদ দেওয়ার জন্য বিষয়টি জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় আলোচনা করা হয়েছে।'

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সূত্র জানায়, গত মৌসুমে শরীয়তপুরে ৪ হাজার ৬৫০ হেক্টর জমিতে গমের আবাদ করে কৃষক। কৃষি বিভাগ জেলায় ১৪ হাজার ২৫৫ মেট্রিক টন গম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। গত ১০ এপ্রিল সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে গম কেনার ঘোষণা দেয় সরকার। প্রতি কেজি গম ২৮ টাকা করে কেনার কথা। ৩১ মে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ কাজ শেষ করার কথা খাদ্য বিভাগের। কিন্তু শরীয়তপুরে এখনো গম কেনা শুরু হয়নি।

সদর উপজেলার চরসুন্দি গ্রামের কৃষক আবদুল গনি তালুকদার বলেন, 'আমরা সব সময় অর্থকষ্টে থাকি। এক ফসল বিক্রি করে আরেক ফসল ফলাই। সরকারিভাবে গম বিক্রি করার জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু গম কেনা শুরু না করায় বাধ্য হয়ে কম দামে বাজারে বিক্রি করেছি।'

গোসাইরহাট উপজেলার নাগেরপাড়া গ্রামের কৃষক দুদু মিয়া ব্যাপারী বলেন, 'টাকার প্রয়োজনে প্রতি কেজি গম ২০ টাকা দামে বিক্রি করে দিয়েছি। এতে আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।'

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. শামসুজ্জামান বলেন, গম ক্রয়ে এ বছর নতুন নীতিমালা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী কৃষকের কাছ থেকে গম কিনে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে দাম পরিশোধ করতে হবে। কৃষক এখনো ব্যাংক হিসাব খুলতে পারেননি। তাই গম কিনতে দেরি হচ্ছে।

লালমনিরহাট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে গত ১ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার খাতায় পা দিয়ে লিখছে আরিফা আক্তার ● প্রথম আলো

পা দিয়ে লিখেই বাজিমাত

লালমনিরহাট প্রতিনিধি ●

জন্মগতভাবে দুই হাতই অচল। তবে পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ। সেই আগ্রহ থেকেই পা দিয়ে লেখার অভ্যাস। এভাবে লিখেই বাজিমাত করেছে লালমনিরহাটের অদম্য মেধাবী আরিফা আক্তার। শারীরিক প্রতিবন্ধী এই শিক্ষার্থী এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৪.১১ ('এ' গ্রেড) পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

আরিফার বাড়ি লালমনিরহাট পৌরসভার শাহীটারী মহল্লায়। বাবা আবদুল আলী তালা-চাবির ভ্রাম্যমাণ কারিগর। মা মমতাজ বেগম গৃহিণী। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে আরিফা সবার ছোট।

আরিফা সদর উপজেলার মোগলহাট ইউনিয়নের ফুলগাছ উচ্চবিদ্যালয়ের মানবিক শাখা থেকে এবার পরীক্ষা দিয়ে এ সাফল্য পেয়েছে। এর আগে আরিফা লালমনিরহাট পৌর এলাকার উত্তর সাপটানা ব্র্যাক স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৬০০ নম্বরের মধ্যে ৪২৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। পরে ফুলগাছ উচ্চবিদ্যালয় থেকে জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৪.৪৪ পায় সে।

আরিফার মা মমতাজ বলেন, 'সেই শিশুকাল থেকেই পড়াশোনার প্রতি আরিফার খুব ঝোঁক। আমরা গরিব মানুষ। অনেক কষ্টে, অন্যের সাহায্য-সহযোগিতায় আরিফাকে এত দূর আনতে পেরেছি।' বাবা আবদুল আলী বলেন, 'আমি সারা দিন শহরে ঘুরে লোকজনের তালা-চাবি সেরে সামান্য যা আয় করি, তা দিয়ে কোনোক্রমে সংসার চালাই। অভাবের কারণে জন্মের পর আরিফার ঠিকমতো চিকিৎসা করতে পারি নাই। আরিফার পড়ালেখায় আগ্রহ থাকায় সাধ্যমতো চেষ্টা করছি।'

আরিফা বলে, 'এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিকে আমি কিছুটা অসুস্থ ছিলাম। মাথাব্যথা ও জ্বর ছিল। তা না হলে আমার পরীক্ষার ফল আরও ভালো হতো।' আরিফা ভবিষ্যতে শিক্ষক বা আইনজীবী হতে চায়।

আরিফার প্রতিবেশী সমাজসেবী মজিদুল বকসী বলেন, 'আরিফার এ সাফল্যের কথা জানতে পেরে আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনেই ওদের বাসায় গিয়ে সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়ে এসেছি।' জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এস এম মোসলেম উদ্দিন বলেন, অভাব আর প্রতিবন্ধিতাকে জয় করে আরিফা যে সাফল্য দেখিয়েছে, তা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।

ফুলগাছ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহ জাহান আলী বলেন, আরিফার লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই তাকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে।

গত ২ ফেব্রুয়ারি *প্রথম আলোর* বিশাল বাংলা পৃষ্ঠায় 'পা দিয়ে লিখে পরীক্ষা' শিরোনামে আরিফাকে নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার ফকিরপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম ফকিরপাড়া গ্রামের উকিল চন্দ্রের স্ত্রী সান্ত্বনা রানী প্রায় তিন মাস ধরে সন্তানদের নিয়ে মৌমাছির সঙ্গে একই ঘরে বসবাস করছেন ● প্রথম আলো

মৌমাছির সঙ্গে বসবাস!

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) **প্রতিনিধি** ●

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার এক পরিবারের লোকজন মৌমাছির সঙ্গে একই ঘরে প্রায় তিন মাস ধরে বসবাস করছে। ঘটনাটি জানাজানি হলে গ্রামের মানুষের মাঝে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। তা দেখতে প্রতিদিনই ওই বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন দূরদূরান্তে মানুষ।

এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ফকিরপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম ফকিরপাড়া গ্রামের দিনমজুর উকিল চন্দ্র (৩৫) ও তাঁর স্ত্রী সান্ত্বনা রানীর (৩০) ঘরে তিন মাস আগে এক ছেলেসন্তান জন্ম হয়। ছেলের জন্মের পর থেকেই মৌমাছি তাঁদের ঘরে বাসা (চাক) বাঁধে। এরপর থেকেই ওই পরিবারটি মৌমাছির সঙ্গে একই ঘরে বসবাস করছে।

১৩ মে সরেজমিনে দেখা যায়, ঘরের মাঝে খাটের সঙ্গে কাপড়ের পর্দায় মৌমাছির চাক। মৌমাছি ভোঁ ভোঁ শব্দ করে ঘরে প্রবেশ করছে। উকিল চন্দ্রের দুই ছেলে শুভ ও সাগর ঘরে মৌমাছির চাকের পাশে খেলা করছে।

এ সময় সান্তনা রানী বলেন, 'ওরা আমার ঘরের সন্তানের মতোই। আদর পেয়ে দিন দিন সন্তানের মতোই বড় হচ্ছে মৌমাছিগুলো। এখন ওরা আমাদের পরিবারে সদস্য ও ঘরের লক্ষ্মী। একদিন হঠাৎ সন্ধ্যায় মৌমাছিগুলো ভোঁ ভোঁ শব্দে ঘরের ভেতরের খাটের পাশে চাক বাঁধে। তিন মাস ধরে একই ঘরে একসঙ্গে আছি। ঘরে সব সময় চলাচল করছি, কাউকে কামড় দেয়নি।'

ওই গ্রামের বাসিন্দা বসিরুজ্জামান বলেন, 'মৌমাছির কথা শুনে আমি ওই বাড়িতে গিয়েছি। মৌমাছি যেভাবে বাসা বেঁধেছে যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

উকিল চন্দ্রের দুই ছেলে শুভ ও সাগর বলে, 'মৌমাছি আমাদের ঘরে থাকায় ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনে অনেক ভালো লাগে। আমাদের কখনো কামড় দেয় না।'

উকিল চন্দ্র বলেন, 'মৌমাছির সঙ্গে তিন মাস ধরে বসবাস করছি, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। শুধু রাতে ওই ঘরে আলো জ্বালাতে পারি না। আলো দেখলে সব মৌমাছি আলোর কাছে চলে আসে।'

মদু খই খই বিষ খাওয়াইলা...

রুহুল বয়ান, মহেশখালী (কক্সবাজার) ●

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের মাথা মালিশ আর নানা রকম গান শুনিয়ে দিনে ১৫০ থেকে ২৫০ টাকা আয় করে আট বছরের শিশু জাহিদ। এই টাকা সে খরচ করে তার মা আর চার ভাইবোনের সংসারে। যেদিন সাগরপাড়ে পর্যটক কম আসে, সেদিন তার আয়ও কমে যায়। কিন্তু শিশু জাহিদের গাওয়া মধু খই খই...আঞ্চলিক গানটির ভিডিও ইউটিউব, ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত পরিচিতি পায় এই শিশু। এখন জাহিদ অনেকের কাছেই পরিচিত।

ইউটিউবে জাহিদের গান দেখে সায়মন বিচ রিসোর্ট লিমিটেড চাকরি দিয়েছে শিশু জাহিদকে। এই হোটেলে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলে জাহিদের পরিবেশনায় আঞ্চলিক গান। হোটেলের সামনেই ১১ মে কথা হয় জাহিদের সঙ্গে। ১২ মে তার বাড়িতে গিয়ে আরেক দফা কথা হয়, ছবিও তোলা হয়।

সৈকতে পর্যটকদের গান শুনিয়ে জীবন চলে শিশু জাহিদের ● ছবি: প্রথম আলো

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার শাপলাপুর চরপাড়া এলাকায় জাহিদের জন্ম। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে সে দ্বিতীয়। জাহিদের বয়স যখন চার বছর তখন বাবা নুরুল ইসলাম সঙ্গে জাহিদের মায়ের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ভিটামাটি ছেড়ে তার মা চার সন্তানকে নিয়ে কলাতলী সৈকতপাড়ায় জাহিদের নানার বাড়িতে আশ্রয় নেন। ছয় মাস আগে কলাতলী আদর্শ গ্রামে দেড় হাজার টাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করছে জাহিদের পরিবার। বাবা নুরুল ইসলাম তাদের আর খোঁজ নেন না। জাহিদদের সবার বড় ভাই মোহাম্মদ ছৈয়দ হোছাইন সমুদ্রপাড়ে কলা বিক্রি করে কোনো রকম সংসার চালাত। কলা বিক্রি না হলে চুলায় হাঁড়িও উঠত না।

জাহিদের বয়স যখন সাত, তখন অভাবের সংসারের হাল ধরতে সেও সমুদ্রপাড়ে গিয়ে পর্যটকদের শরীর মালিশ করে আয় করত। পরে মুঠোফোনে আঞ্চলিক গান শুনে শুনে সে নিজেই বাড়িতে গান মুখস্থ করার চেষ্টা শুরু করে। দুই মাস যেতে না-যেতেই সে দুটি হিন্দি ও ১৮টি আঞ্চলিক গান নিজের গলায় তুলে নেয়। এরপর সৈকতে পর্যটকদের শরীর আর মাথা মালিশ করার পাশাপাশি দুই হাতে তালি দিয়ে আঞ্চলিক গান শুনিয়ে আয় বাড়ায় জাহিদ।

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে জাহিদের গানে মুগ্ধ হন ঢাকা থেকে বেড়াতে আসা পর্যটক মোহাম্মদ ইমরান হোসেন ও তাঁর পাঁচ বন্ধু। একপর্যায়ে ইমরানের গিটারের সুরে সুরে একেকটি গান করতে থাকে শিশু জাহিদ। এ সময় মধু খই খই..., কোন কারণে ভালোবাসার দাম না দিলা... গানটি ইমরানের এক বন্ধু মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করেন। গত মার্চে সেই ভিডিও ইমরান ছেড়ে দেন ইউটিউবে। এর পরের ঘটনা শুধু আনন্দের।

হোটেল সায়মন কর্তৃপক্ষ জাহিদকে কলাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করিয়েছে। সকাল নয়টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত স্কুল করে মাকে এক নজর দেখার জন্য জাহিদ যায় আদর্শ গ্রামে। তারপর বিকেলে আবার সায়মন হোটেলে এসে গান শোনানোর চাকরি করে। কলাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিন জাহান বলেন, 'জাহিদ স্কুলে নিয়মিত আসে। মাঝেমধ্যে শ্রেণিকক্ষেও সহপাঠীদের গান শোনায় সে।'

কথা প্রসঙ্গে জাহিদ বলে, 'বাবা বেঁচে থেকেও নেই। দুই মাস ধরে সায়মনে চাকরি করার পর সমুদ্রপাড়ে গান গাওয়ার আর সুযোগ হচ্ছে না। এখন সকালে স্কুলে যাই আর বিকেলে সায়মনে গান গাই। আমি পড়ালেখা শেষ করে গানের একটা সিডি বের করতে চাই।' আর এই শিশুর মা আম্বিয়া খাতুনও দেখেন এমন স্বপ্ন। 'জাহিদের টাকা দিয়ে এখন সংসার চলছে। আমার জাহিদ একদিন অনেক বড় শিল্পী হবে—এটা আমার স্বপ্ন।'

ছমদিয়াপুকুর-ঠাকুরদিঘি সড়কে অসংখ্য গর্ত

বর্ষায় চলাচল নিয়ে চিন্তা

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) **প্রতিনিধি** ●

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার ছমদিয়া পুকুর-ঠাকুরদীঘি সড়কটি সংস্কার করা হয়েছিল প্রায় এক যুগ আগে। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় তিন কিলোমিটারের সড়কটি এখন ভরে গেছে অসংখ্য গর্তে। ফলে চলাচলে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন স্থানীয় লোকজন।

৯ মে সরেজমিনে দেখা গেছে, সড়কের স্থানে-স্থানে পিচ ঢালাই ওঠে গেছে। গাড়ি চলাচল করার সময় চারদিকে ধুলাবালু উড়ছে সমানে। লোকজন নাকে কাপড় গুঁজে চলাচল করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সড়কটি দিয়ে সদর ও ছদাহ ইউনিয়নের হাজারো বাসিন্দা প্রতিদিন আসা-যাওয়া করে। চলাচল করে রিকশা, অটোরিকশা, জিপ ও ট্রাক। সড়কের পাশের অধিকাংশ বাসিন্দাই কৃষক। সড়ক ভাঙা থাকায় তাঁদের উৎপাদিত পণ্য পাশের হাট-বাজারে নিয়ে যেতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

স্থানীয় করইয়ানগর গ্রামের বাসিন্দা মফিজ উদ্দীন (৪০) বলেন, আট-দশ বছর ধরে সড়কটির এমন বেহাল অবস্থা। দীর্ঘ দিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় সড়কটির অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সড়কটি দিয়ে নিয়মিত চলাচল করেন সাতকানিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী নাইমুর রহমান। তিনি বলেন, সড়কটি অনেক দিন আগেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গাড়ি চলার সময় ধুলাবালুর অত্যাচার সয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। সড়কটি সংস্কারের ব্যবস্থা করা না হলে আগামী বর্ষা মৌসুমে সড়ক দিয়ে হেঁটে চলাচল করাও সম্ভব হবে না।

সড়কে চলাচলকারী সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক মোহাম্মদ আরমান (৩৪) ও জসিম উদ্দিন (৩৬) জানান, সড়কটি দিয়ে গাড়ি চালাতে গেলে প্রায় সময়ই গাড়ির যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়। ধুলাবালুর কারণে যাত্রীরা বিরক্তিবোধ করেন। খানাখন্দে পড়ে অনেক সময় গাড়ি উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়। সড়কটি জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার করা দরকার।

সাতকানিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান বলেন, সড়কটি সংস্কার করা হয়েছিল প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় আগে। এরপর আর হাত পড়েনি। সড়কটি দিয়ে দুটি ইউনিয়নের অন্তত ২০ হাজার মানুষ চলাচল করে। তার পরও সড়কটি সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

ছদাহা ইউপির চেয়ারম্যান মোশাদ হোসেন চৌধুরী বলেন, সড়কটি সংস্কারের জন্য স্থানীয় সাংসদ আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিনের কাছে আবেদন করা হয়েছে। তিনি সড়কটি সংস্কারের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) সাতকানিয়া উপজেলা প্রকৌশলী পারভেজ সারওয়ার হোসেন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটি সংস্কার না হওয়ায় স্থানীয় লোকজনকে কষ্ট সহ্য করে চলাচল করতে হচ্ছে।

বন্দরের উজানে বালুমাটির স্তূপ, ঝুঁকির মুখে দুই জেটি

মাসুদ মিলাদ, চট্টগ্রাম ●

কর্ণফুলী নদীর ডান তীরে চট্টগ্রাম বন্দরের উজানে প্রায় আড়াই কিলোমিটার এলাকায় (সদরঘাট থেকে কর্ণফুলী সেতু পর্যন্ত) ৩৭ লাখ ঘনমিটার বালুমাটি-আবর্জনার স্তূপ জমেছে। ভাটার সময় এই বালুমাটি প্রবাহিত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেল।

বন্দরের দুটি জেটিতে নিয়মিত খননকাজ করেও সাড়ে ৮ মিটার ড্রাফটের (পানির নিচে থাকা জাহাজের অংশ) জাহাজ ভেড়ানো যাচ্ছে না। নদীর উজানে জমতে থাকা বালুমাটি দ্রুত অপসারণ করা না হলে দুটি জেটিই ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পানিসম্পদ কৌশল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আতাউর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, জেটির উজানে ওই এলাকা ভরাট হয়ে গেলে বন্দরের মূল জেটির আশপাশেও যে প্রভাব পড়বে, তা গবেষণা না করেও বলা যায়। তবে কী রকম প্রভাব পড়বে, সে জন্য সমীক্ষা দরকার। ভরাট হয়ে যাওয়া এলাকায় এখনই খননকাজ শুরু করা দরকার।

বন্দর সূত্র জানায়, দুটি পুরোনো জেটির (২ ও ৩ নম্বর) সামনে কর্ণফুলী নদীতে নিয়মিত খননকাজ করেও তা সচল রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। গত বছরের ডিসেম্বর থেকে এ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত জেটি দুটি খননকাজের জন্য কয়েকবার বন্ধ রাখা হয়। এই দুটি জেটিতে এখন কেবল ৭ থেকে ৮ মিটার ড্রাফটের ছোট জাহাজ ভিড়তে পারে। বন্দরের মূল স্থাপনায় ১৯টি জেটি রয়েছে।

বন্দর কর্মকর্তারা বলেন, জেটি দুটির উজানে একটি খাল দিয়ে নগরের আবর্জনা আসে। এই আবর্জনা আটকে রাখে উজান থেকে আসা বালুমাটি। ফলে দ্রুত জেটি দুটির সামনে জাহাজ ভেড়ানোর স্থানের গভীরতা কমছে।

এ বিষয়ে বুয়েটের পানিসম্পদ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল মতিন *প্রথম আলোকে* বলেন, দ্রুত খননকাজ শুরু না করলে আবর্জনা ও কাদামাটি বন্দরের মূল জেটির দিকে চলে যেতে পারে।

২০০২ সালে বুয়েটের আওতাধীন গবেষণা সংস্থা ব্যুরো অব রিসার্চ টেস্টিং অ্যান্ড কনসালটেশনকে (বিআরটিসি) দিয়ে একটি সমীক্ষা করায় বন্দর। ওই সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রায় নয় বছর ২০১১ কালে কর্ণফুলী নদী খনন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। তখন কর্ণফুলীর ওই এলাকায় বালুমাটির স্তূপ ছিল ৩৬ লাখ ঘনমিটার।

বন্দরের কর্মকর্তারা বলেন, ২০১১ সালের এপ্রিলে চুক্তির পর ১২ মে থেকে ২২৯ কোটি টাকায় মালয়েশিয়ার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান 'মালয়েশিয়ান মেরিটাইম অ্যান্ড ড্রেজিং করপোরেশন (এমএমডিসি) এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে। প্রকল্পের আওতায় জেটি ও তীর রক্ষার বাঁধের সিংহভাগ কাজ শেষ হয়। চুক্তির আওতায় কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১৩ সালের ২ জানুয়ারি। তবে কয়েক দফা সময় বাড়ানোর পরও ঠিকাদার ৩৬ লাখ ঘনমিটারের মধ্যে মাত্র ১৫ লাখ ঘনমিটার বালিমাটি অপসারণ করে। পরে ২০১৪ সালের ১৩ জুলাই চুক্তি বাতিল করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে এখন সালিসি আদালতে মামলা চলছে।

ঝুঁকিপূর্ণ সেতু

নোয়াখালী জেলা শহরের আইয়ুবপুর ও পশ্চিম সাহাপুর এলাকার মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম পাথরঘাটা নামক স্থানের কাঠের এই সেতু। অনেক দিন সংস্কার করা হয় না বলে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে এটি। ফলে এই দুই এলাকার বাসিন্দাদের সেতু দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে পাকা সেতু নির্মাণের জন্য এলাকাবাসী দাবি জানিয়ে এলেও কান দিচ্ছে না স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি তোলা ছবি ● প্রথম আলো

অদম্য মেধাবী

রুপা

খায়রুন্নাহার

মিজানুর রহমান

লিজা আক্তার

আলো ছড়াল তারা

প্রথম আলো ডেস্ক

লেখাপড়ার খরচ চালাতে না পারায় বালিকা বয়সেই রুপা খাতুনকে বিয়ে দিয়েছিলেন গরিব বাবা। বিয়ের সময় যৌতুক না চাইলেও পরে বরের পরিবার থেকে দাবি করা হয় এক লাখ টাকা। না দিতে পারায় রুপাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাবার বাড়ি। কিছুদিন পর দেওয়া হয় তালাক। তবে ঘর ভাঙলেও মনোবল ভাঙেনি এই কিশোরীর। পরের বছরই জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে তাক লাগিয়ে দেয় সে। এবার এসএসসি পরীক্ষায় রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার চান্দেরআড়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে সেই অদম্য মনোবলের স্বাক্ষর রেখেছে এই চাঁদের টুকরা মেয়ে।

কষ্টের জীবনে এমন সফলতার গল্প শুধু রুপার একার নয়, তার মতোই দারিদ্র্যকে পাশ কাটিয়ে আঁধার ঘরে চাঁদের রুপালি আলোর আভা ছড়িয়েছে পিরোজপুরের খায়রুন্নাহার, রংপুরের তারাগঞ্জের মিজানুর রহমান ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের লিজা আক্তার। অদম্য এই মেধাবীদের কেউ ভ্যান চালিয়ে ও দিনমজুরি করে, কেউ এলাকাবাসীর অর্থসাহায্য নিয়ে, কেউবা শিশুদের পড়িয়ে নিজের পড়ালেখা চালিয়ে গেছে।

হার না মানা রুপা: বাগমারার চান্দেরআড়া গ্রামের কৃষক আবুল কাশেমের মেয়ে রুপা। ২০১১ সালে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তার বিয়ে হয়। তালাকের পরের বছরই চান্দেরআড়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলে ওই সময় *প্রথম আলোয়* সংবাদ প্রকাশিত হয়। তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনেকে এগিয়ে আসেন। ওই সময় রুপা কথা দিয়েছিল এসএসসিতেও ভালো ফল করবে। কথা রেখেছে সে। মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে রুপা।

রুপা *প্রথম আলোকে* বলে, সে অতীতের সবকিছু ভুলে গেছে। এখন উচ্চমাধ্যমিকে ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে আরও ভালো ফল করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছা তাঁর। তবে বাবার সাংসারিক অবস্থা নিয়ে সে চিন্তিত।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুস সাত্তার জানান, সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশ পেলে সে আরও ভালো করবে। বিদ্যালয় থেকে এবার মাত্র দুজন জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে তার একজন।

রুপার বাবা আবুল কাশেম বলেন, তিনি দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পাঁচ ছেলেমেয়ের সংসারে অভাব লেগে থাকার কারণে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ভুল করেছিলেন।

প্রাইভেট না পড়ে পড়িয়েছে খায়রুন্নাহার: চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় ২০০৯ সালে মারা যান খায়রুন্নাহারের বাবা মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জেল হোসেন। তিনি ছিলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বাড়ি পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা শহরের দক্ষিণ বাজার এলাকায়। তিন শতক জমিতে ভাঙাচোরা টিনের ঘর ছাড়া পরিবারটির আর কোনো সম্পদ ছিল না। স্কুলপড়ুয়া দুটি ছোট মেয়েকে নিয়ে মা সাহিদা বেগম চোখে অন্ধকার দেখছিলেন। বাসা-বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে এবং শিশুদের কোরআন পড়িয়ে সংসার চালানো শুরু করেন তিনি। এই আয়ে সংসার চলছিল না। তাই নবম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় প্রাইভেট পড়ানো শুরু করে খায়রুন্নাহার। এবার কাউখালী উপজেলার এসবি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে সে। পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুল ও অষ্টম শ্রেণিতেও সাধারণ বৃত্তি পেয়েছিল সে।

খায়রুন্নাহারের মা সাহিদা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মেয়েদের সব সময় খেতে দিতে পারিনি। খায়রুন্নাহার ছোটবেলা থেকেই মেধাবী। ১১ মে মেয়েটির ফল ঘোষণা হলো। সে এ প্লাস পেল। ওর সহপাঠীরা সবাই আনন্দ করছে, অথচ সে প্রাইভেট পড়াতে গেছে। ঘরের চাল দিয়ে বর্ষায় পানি পড়ে। টাকার অভাবে মেরামত করতে পারছি না।' বলতে বলতে চোখের পানি আটকান তিনি।

খায়রুন্নহার বলে, 'মা কষ্ট করে আমাদের মানুষ করেছেন। আমরা দুই বোন প্রাইভেট পড়িয়ে পড়াশোনার খরচ চালিয়েছি। আমি ভবিষ্যতে কম্পিউটার প্রকৌশলী হতে চাই। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও দরিদ্র মেয়েদের লেখাপড়া নিয়েও কাজ করার ইচ্ছা আছে।'

এসবি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মেয়েটি যাতে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে, সে জন্য সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসা উচিত।

যে ঘরে ছাগল, সে ঘরেই মিজানুরের পড়াশোনা: রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার বুড়ির হাট গ্রামে অন্যের জমিতে ছোট একটা দোচালা টিনের ঘর। নড়বড়ে ওই ঘরে চার ভাইবোন, বাবা ও সৎমায়ের সঙ্গে ঠাঁই হয় না মিজানুর রহমানের। তাই রাতে প্রতিবেশী ছাত্তার হোসেনের বাড়িতে থাকে সে। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাবার ঘরটির এক পাশে ছাগল, অন্য পাশে মিজানুরের ছোট পড়ার টেবিল। সেখানে লেখাপড়া করে সে। তারাগঞ্জের বুড়িরহাট উচ্চবিদ্যালয় থেকে সে এবার বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। তাঁর বাবা হাকিমুউদ্দিন কখনো ভাড়ায় ভ্যান চালান, কখনো দিনমজুরি করেন। সৎমা মোস্তাকিনা গ্রামের এ বাড়ি-ও বাড়ি কাজ করেন। বাবা দিনমজুরি করতে গেলে মিজানুর ভ্যান চালায়। বাবার সঙ্গে কৃষিকাজের দিনমজুরিও করে সে।

মিজানুর *প্রথম আলোকে* জানায়, 'ঋণ করে পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছিলাম। মানুষের বাড়িতে কাজ করে সেই টাকা শোধ করেছি। টাকার অভাবে প্রাইভেট পড়তে পারিনি। প্রায় দিনই না খেয়ে স্কুলে যেতে হয়েছে।' বলতে বলতে দুই চোখ ভিজে ওঠে তার।

বুড়িরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম বলেন, 'অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে মেধাবী হওয়ায় মিজানুরের স্কুলের বেতন নেওয়া হয়নি। একটু সহযোগিতা পেলে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।'

পরের সাহায্য নিয়ে আলো ছড়াল লিজা: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দশদোনা গ্রামের আবুল হাসেমের মেয়ে লিজা আক্তার বাঞ্ছারামপুর বালিকা পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। ২০১০ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে এবং ২০১৩ সালে অষ্টম শ্রেণিতে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছিল সে। তার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার। তবে দারিদ্র্যের কারণে স্বপ্ন ফিকে হওয়ার আশঙ্কা করছে সে।

লিজার বাবা ঢাকায় বাবুর্চির কাজ করেন। তাঁর অল্প আয়ে সাত সদস্যের পরিবার চলে কোনো রকমে। তাই এলাকাবাসীর সহযোগিতায় লেখাপড়ার খরচ চলে লিজার।

লিজা আক্তার *প্রথম আলোকে* বলে, 'আমি ডাক্তার হতে চাই। টিউশনি করে হলেও আমি ভালো কলেজে পড়তে চাই।'

বাবা আবুল হাসেম বলেন, 'মাইয়ার পড়ালেখা বন্ধ কইরা দিতে চাইছিলাম। মানুষের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত পড়াইছি। মেয়ে চায় ভালো কলেজে পড়ালেখা করতে। আমার আয় দিয়া সেটা সম্ভব অইব না।'

বাঞ্ছারামপুর বালিকা পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, লিজা খুবই মেধাবী ছাত্রী। কিন্তু দারিদ্র্য তার সামনে যাওয়ার পথে অন্তরায়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি লিজার পাশে না দাঁড়ায়, তার মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে না।

(প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহায়তা করেছেন **বাগমারা** (রাজশাহী), **পিরোজপুর, তারাগঞ্জ** (রংপুর) ও **বাঞ্ছারামপুর** (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) **প্রতিনিধি**)

ভান্ডারিয়ায় ভাঙছে সড়ক, দুর্ভোগে ২০ হাজার মানুষ

পিরোজপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলায় পোনা নদীর ভাঙনের কবলে পড়ে বিলীন হতে চলছে কানুয়া-গাজীপুর সড়ক। কয়েক বছর ধরে অব্যাহত নদীভাঙনে সড়কটির আড়াই কিলোমিটার ঝুঁকিতে রয়েছে।

পাঁচ মাস আগে ছোট কানুয়া এলাকায় সড়কের ৫০০ মিটার জায়গা নদীতে ভেঙে গেছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছে ওই এলাকার চার গ্রামের ২০ হাজার মানুষ।

সরেজমিন দেখা গেছে, ভান্ডারিয়া পৌরসভার কানুয়া গ্রাম থেকে শিকদারহাট সেতু পর্যন্ত সড়কের তিনটি স্থানে সড়ক ভেঙে নদীতে বিলীন হয়েছে। ছোট কানুয়া গ্রামের সরদারবাড়ি এলাকায় সড়কের ৫০০ মিটার জায়গা পোনা নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। ওই এলাকার আড়াই কিলোমিটার সড়ক নদীভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে। তিন ও চার চাকার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে মোটরসাইকেল।

ভান্ডারিয়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুল হক জমাদ্দার বলেন, কানুয়া-গাজীপুর সড়কটি দুই দশক আগে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) নির্মাণ করে। এরপর আর সড়কটির সংস্কার করা হয়নি। সড়কটি দিয়ে উপজেলার কানুয়া, গাজীপুর, বানাই ও শিংখালী গ্রামের ২০ হাজার মানুষ চলাচল করে। সড়কটির কয়েকটি স্থান নদীতে ভেঙে যাওয়ায় টেম্পো ও অটোরিকশা চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। রাতে সড়কটি দিয়ে মোটরসাইকেল ও পথচারীরা চলাচল করতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।

কানুয়া গ্রামে আবদুস সাত্তার বলেন, সড়কটিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দূরের যাত্রীরা বিকল্প পথে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে চলাচল করছে।

ভান্ডারিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম সরোয়ার বলেন, প্রতিদিন সড়কটি দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ চলাচল করে। জনস্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে সড়কটি মেরামত করা প্রয়োজন।

পাস করার আগেই চিকিৎসা পেশায়!

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একজনকে সাজা ভ্রাম্যমাণ আদালতের

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর শহরে প্রতারণার দায়ে এক ভুয়া চিকিৎসককে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আদালত ১২ মে একটি বেসরকারি হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে তাঁকে এ দণ্ড দেন।

একই দিন আদালত আরও একটি হাসপাতালে অভিযান চালান। এ সময় ওই দুটি হাসপাতাল ও একজন টেকনিশিয়ানকে নানা অপরাধে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত ভুয়া চিকিৎসকের নাম শাখাওয়াত হোসেন (২৭)। শাখাওয়াতের বাড়ি কুমিল্লা জেলায়। তিনি একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের ছাত্র।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, ১২ মে দুপুর ১২টার দিকে জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) ও নির্বাহী হাকিম বি এম রুহুল আমিনের নেতৃত্বে পৌর শহরের মেড্ডা এলাকার মেডিনোভা জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। সেখানে সনদ ছাড়া চিকিৎসা কার্যক্রম চালানোর অভিযোগে চিকিৎসক শাখাওয়াত হোসেনকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও টেকনিশিয়ান হিসেবে কোনো কাগজপত্র না থাকায় মিজানুর রহমানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় হাসপাতালের মালিকপক্ষকে ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং হাসপাতালটি সিলগালা করা হয়েছে।

এ ছাড়া শহরের পুরাতন জেলরোড এলাকার দ্য পেশেন্ট কেয়ার শিশু ও জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালান ভ্রাম্যমাণ আদালত। যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক না থাকা, দক্ষ টেকনিশিয়ানের অভাব, রোগীদের অপরিচ্ছন্ন কেবিনে চিকিৎসা দেওয়া এবং অস্ত্রোপচারকক্ষের রেফ্রিজারেটরের মধ্যে ওষুধের পরিবর্তে মিষ্টির প্যাকেট রাখার দায়ে ওই হাসপাতালকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের চিকিৎসা কর্মকর্তা আবদুল কাদির, সদর থানার উপপরিদর্শক মো. মাহফুজসহ আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

> অস্ত্রোপচারকক্ষের রেফ্রিজারেটরের মধ্যে ওষুধের পরিবর্তে মিষ্টির প্যাকেট রাখার দায়ে ওই হাসপাতালকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়

নির্বাহী হাকিম বি এম রুহুল আমিন *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই চিকিৎসকের কাছে রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার কোনো ধরনের সনদ ছিল না। তা ছাড়া কোনো লাইসেন্স না থাকায় মেডিনোভা জেনারেল হাসপাতাল সিলগালা করা হয়েছে। পেশেন্ট কেয়ার হাসপাতালকে পাঁচটি ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

নুজহাত

'চিঠি' লেখায় দেশসেরা নুজহাত

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

ডাক বিভাগ আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ে 'চিঠি' লেখা প্রতিযোগিতায় সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে সিলেটের মেয়ে নুজহাত আনজুম রাহমান। তার লেখা চিঠি এখন ৪৫তম 'ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং কম্পিটিশন'-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে।

সিলেট গ্রামার স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী নুজহাত সিলেট সিটি করপোরেশনের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এ বি এম জিল্লুর রহমানের মেয়ে। ১২ মে সিটি করপোরেশনের জনসংযোগ দপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে।

সিটি করপোরেশনের জনসংযোগ দপ্তর জানায়, সারা দেশের মধ্যে প্রথম হওয়ায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নুজহাতের চিঠি সুইজারল্যান্ডের 'ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব দ্য ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন' (ইউপিইউ)-এ পাঠিয়েছে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। ৮ মে সিলেট গ্রামার স্কুলের অধ্যক্ষকে এক পত্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক এ তথ্য জানিয়েছেন ডাক বিভাগের পরিচালক (ইউপিইউ অ্যাফেয়ার্স) মো. জামাল পাশা।

দুই বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে নুজহাত দ্বিতীয়। তার মা ফারজানা ইসলাম পেশায় একজন শিক্ষক। মেয়ের এমন কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত বাবা জিল্লুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে মেয়েকে প্রস্তুত করছেন। তাঁর আশা, দেশের বাইরে গিয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফল হবে নুজহাত।

মাহিন্দ্রা স্করপিও বাংলাদেশে

মাসুদ মিলাদ, চট্টগ্রাম

জাপানের মিৎসুবিশি কোম্পানির পাজেরো স্পোর্টসের পর এবার সরকারি গাড়ি সংযোজন কারখানা প্রগতির বহরে যুক্ত হয়েছে ভারতের মাহিন্দ্রা কোম্পানির স্করপিও মডেলের গাড়ি। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে প্রগতির কারখানায় ১২ মে থেকে স্করপিও মডেলের গাড়ি সংযোজন ও বাজারজাত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে বাজারজাত করা হচ্ছে মাহিন্দ্রার ডাবল কেবিন পিকআপও।

প্রগতির কারখানায় গাড়ি সংযোজন ও বাজারজাত কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান ইমতিয়াজ হোসেন চৌধুরী। নতুন সংযোজিত একটি গাড়িতে চড়ে কারখানার ভেতর থেকে কারখানা চত্বরের অনুষ্ঠানস্থলে আসেন তিনি। এরপর কেক কেটে উদ্বোধন করা হয় এ কার্যক্রমের।

প্রগতি সর্বশেষ ২০১১ সালে জাপানের মিৎসুবিশি কোম্পানির পাজেরো স্পোর্টস সিআর ৪৫ মডেলের গাড়ি বাজারজাত শুরু করে। দীর্ঘদিন পর নতুন মডেলের জিপগাড়ি সংযোজন শুরু করল প্রতিষ্ঠানটি। প্রগতির আয়ের সিংহভাগ আসে জিপগাড়ি বিক্রি থেকে।

প্রগতির কর্মকর্তারা বলেন, ডিজেলচালিত নতুন মডেলের এই গাড়ির (স্করপিও) প্রধান ক্রেতা হবেন মূলত মধ্যম পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা। দুর্গম এলাকায় চলাচলের উপযোগী 'স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিক্যাল-এসইউভি' ধরনের এ গাড়ির দাম পড়বে ৪৬ লাখ টাকা। সাত আসনের এই গাড়িতে নিরাপত্তামূলক বৈশিষ্ট্য যুক্ত রয়েছে। স্করপিও ছাড়াও নতুন মডেলের ডাবল কেবিন পিকআপও সংযোজন শুরু করেছে সংস্থাটি। এটির দাম পড়বে ৩১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

প্রগতির কর্মকর্তারা বলেন, প্রথম ধাপে ৩৬টি স্করপিও জিপ গাড়ির যন্ত্রাংশ আমদানি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি গাড়ি সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিদিন প্রগতির কারখানায় তিনটি গাড়ি সংযোজনের ক্ষমতা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিএসইসির চেয়ারম্যান ইমতিয়াজ হোসেন চৌধুরী বলেন, 'সাশ্রয়ী মূল্য এবং টেকসই বিবেচনায় মাহিন্দ্রা গাড়ি আমাদের জন্য উপযুক্ত।'

প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল খায়ের সরদার বলেন, মাহিন্দ্রার নতুন এই মডেলের গাড়ির জন্য ৫০ হাজার কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি সার্ভিস দেওয়া হবে।

পণ্যের মান পরীক্ষারই জন্য ঢাকা–চট্টগ্রাম ছোটা-ছুটি

চট্টগ্রামে বিএসটিআইয়ের পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাগার হলো না

সাঈদা ইসলাম, চট্টগ্রাম

দীর্ঘ তিন দশকেও চট্টগ্রাম বিএসটিআইতে পূর্ণাঙ্গ পণ্য পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়নি। এ কারণে বেশির ভাগ পণ্যের মানের ছাড়পত্র বা লাইসেন্স পেতে ঢাকায় ছুটতে হয় চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের। আবার বিএসটিআইয়ের জনবল সংকটের কারণে পণ্যের মান তদারকির কাজটিও ঠিকমতো করা হয় না। এতে অসাধু ব্যবসায়ীরা লাভবান হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ ভোক্তারা। পুরো চট্টগ্রাম বিভাগে মাঠপর্যায়ের কারখানা ও পণ্যের মান তদারকির জন্য রয়েছেন মাত্র ১১ জন কর্মকর্তা।

শিশুখাদ্য, গুঁড়া দুধ, দই, কনডেন্সড মিল্ক, পেনসিল, রড, সিমেন্ট এমনকি খাওয়ার পানির মান পরীক্ষার যন্ত্রপাতিও চট্টগ্রাম বিএসটিআইতে নেই। আবার টুথপেস্ট, চানাচুর, সরষের তেল, টমেটো কেচাপ, জুস, লিপস্টিকের মতো বেশ কয়েকটি পণ্যের মান পরীক্ষার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম দুই জায়গাতেই ছুটতে হয় ব্যবসায়ীদের। কারণ, এ পণ্যগুলোর আংশিক পরীক্ষা হয় চট্টগ্রামে।

চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চট্টগ্রামকে বলা হয় বাণিজ্যিক রাজধানী। অথচ এখানে না আছে পণ্যের মান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না আছে দক্ষ জনবল। চট্টগ্রামে বিএসটিআইয়ের পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাগার স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলতে বলতে আমরা এখন ক্লান্ত।'

দেশে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৮৫ সালে বিএসটিআই প্রতিষ্ঠা করা হয়। খাদ্য, কৃষি, প্রসাধনীসহ নিত্যব্যবহার্য ১৫৪টি পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষা ও তদারকির দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানটির। এর মধ্যে চট্টগ্রামের বিএসটিআই কার্যালয়ে ৫৮টি পণ্যের পূর্ণাঙ্গ ও ১০টি পণ্যের আংশিক মান পরীক্ষা করার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ ৯৬ ধরনের পণ্যের মান পরীক্ষা ও লাইসেন্স পেতে বিএসটিআই ঢাকা কার্যালয়ে যেতে হয় ব্যবসায়ীদের।

ফেনী জেলা সদরে গুঁড়া মসলা ও সরষের তেল প্যাকেটজাত করার কারখানা রয়েছে ব্যবসায়ী খোন্দকার নজরুলের। কারখানার লাইসেন্সের মেয়াদ নবায়নের জন্য গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি চট্টগ্রাম বিএসটিআইতে আবেদন করেন। মান পরীক্ষার জন্য গুঁড়া মসলার নমুনা চট্টগ্রামে জমা দিলেও সরষের তেলের নমুনা নিয়ে তাঁকে চট্টগ্রামের পাশাপাশি ঢাকাতেও যেতে হয়েছে।

> শিশুখাদ্য, গুঁড়া দুধ, দই, কনডেন্সড মিল্ক, পেনসিল, রড, সিমেন্ট এমনকি খাওয়ার পানির মান পরীক্ষার যন্ত্রপাতিও চট্টগ্রাম বিএসটিআইতে নেই

খোন্দকার নজরুল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চট্টগ্রামে সব পরীক্ষা করার সুযোগ থাকলে দুই জায়গায় ছোটাছুটির কষ্ট থেকে বেঁচে যেতাম।'

পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাগার না থাকায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন বিএসটিআইয়ের তালিকাভুক্ত পণ্যের আমদানিকারকেরা। কারণ, আইন অনুযায়ী বিএসটিআইয়ের ছাড়পত্র পাওয়ার পর বন্দর থেকে প্রতিটি চালানের পণ্য খালাস করতে পারেন তাঁরা। ফলে চট্টগ্রামে যেসব পণ্য পরীক্ষা করার সুযোগ নেই, সেসব পণ্যের নমুনা নিয়ে ব্যবসায়ীদের ঢাকায় ছুটতে হয়।

চট্টগ্রামের গুঁড়া দুধ আমদানিকারক এম এইচ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, আমদানির প্রায় পুরোটাই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে হয়। অথচ চট্টগ্রাম বিএসটিআইয়ের পরীক্ষাগারটি এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়নি। আমদানির পর গুঁড়া দুধ পরীক্ষার জন্য ঢাকায় ছুটতে হয়। অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিবেদন পাওয়া যায় না। তখন বন্দরে বাড়তি মাশুল দিতে হয়।

বিএসটিআই চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান (উপপরিচালক) শওকত ওসমান অবশ্য কিছুটা আশার কথা শোনালেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের রাসায়নিক পরীক্ষাগারটিকে উন্নত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব তৈরি করা হয়েছে। শিগগিরই সেটা চালু হবে। এতে যে ১০টি পণ্যের আংশিক পরীক্ষা হতো এত দিন, সেগুলো চট্টগ্রাম থেকেই পূর্ণাঙ্গভাবে পরীক্ষা করাতে পারবেন ব্যবসায়ীরা। বাকি পণ্য পরীক্ষার মতো যন্ত্রপাতিও ক্রমান্বয়ে বসানো হবে।

জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থা পরিদর্শন ও পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষা করে লাইসেন্স দেয় বিএসটিআই। এই লাইসেন্সের মেয়াদ তিন বছর। তবে লাইসেন্স পেতে দীর্ঘসূত্রতা ও কঠোর নজরদারি না থাকায় অনেক প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স ছাড়াই পণ্য উৎপাদন করছে। আবার কেউ লাইসেন্স নেওয়ার পর তা আর নবায়ন করছে না। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলা ও ১০০ উপজেলায় কারখানার কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য মাঠ কর্মকর্তা রয়েছেন ১১ জন। আর পণ্যের ওজনে কারচুপি করা হচ্ছে কি না, তা দেখভালের জন্য পরিদর্শক রয়েছেন মাত্র ছয়জন। জেলাভিত্তিক কার্যালয় না থাকায় বিভাগের পুরো কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ হয় চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের কার্যালয় থেকে।

লাইসেন্স দেওয়া ছাড়াও ওজনে কারচুপি এবং ভেজালবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বও বিএসটিআইয়ের। তবে নির্বাহী ক্ষমতা না থাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারস্থ হতে হয় কর্মকর্তাদের। এর বাইরে নিজেরা পরিদর্শন কার্যক্রম চালালেও কাউকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিতে পারেন না তাঁরা। তবে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে বিএসটিআই।

বিএসটিআইয়ের উপপরিচালক শওকত ওসমান বলেন, চলতি মে মাস থেকে কুমিল্লায় বিএসটিআইয়ের জেলা কার্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এতে চট্টগ্রাম বিএসটিআইয়ের কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে।

চট্টগ্রাম নগরে মাঝেমধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও বিএসটিআইয়ের পরিদর্শক দলের অভিযান চললেও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে এ কার্যক্রম খুব সীমিত। বিষয়টি স্বীকার করেছেন বিএসটিআইয়ের কর্মকর্তারাও। তাঁরা বলছেন, একটি বিভাগে পুরোদমে কার্যক্রম চালানোর মতো লোকবল তাঁদের নেই। এ ছাড়া চট্টগ্রাম নগর থেকে বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় গিয়ে তদারকি করাও কষ্টকর।

কেঁচো সার উৎপাদন করে স্বাবলম্বী তিনি

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার আশুতোষ চন্দ্র বর্মণ (৪৮) কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) উৎপাদন করে এখন স্বাবলম্বী। এই সার বিক্রি করে আয় করছেন তিনি মাসিক সাত হাজার টাকা।

ফুলছড়ির কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের মদনেরপাড়া গ্রামে আশুতোষ চন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির উঠানে একচালা টিনের ঘর। ঘরের নিচে সিমেন্টের তৈরি ১০টি রিংস্লাব। এ সময় কথা হয় আশুতোষের সঙ্গে। তিনি বলেন, এসব রিংস্লাবে এক বছর ধরে কেঁচো সার উৎপাদন করছেন। প্রতিটি রিংস্লাবে প্রায় দুই হাজার কেজি গোবর, শাক-সবজির উচ্ছিষ্ট অংশ, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ও কলাগাছ টুকরো টুকরো করে কেটে মিশ্রণ করা। সব রিংস্লাবে ছেড়ে দেওয়া হয় অন্তত পাঁচ হাজার কেঁচো। তারপর চটের বস্তা দিয়ে রিংস্লাব ঢেকে রাখা হয়। মোট খরচ হয় এক হাজার টাকা। কেঁচো সার উৎপাদন হতে এক মাস সময় লাগে। এক মাসে উৎপাদন হয় ২০ মণ কেঁচো সার। প্রতি কেজি সার ১০ টাকা করে বিক্রি করা হয়। এতে খরচ বাদে আয় হয় মোট সাত হাজার টাকা। পাশাপাশি কেঁচোর বংশবিস্তার হচ্ছে। প্রতিটি কেঁচো ৫০ পয়সা হিসেবে বিক্রি করেও তাঁর আয় হচ্ছে।

বাড়ির উঠানে কেঁচো সারের পরিচর্যা করছেন কৃষক আশুতোষ ● প্রথম আলো

এই সার ব্যবহার করে তিনি দুই বিঘা জমিতে লাউ, ডাঁটা, ধনে, লতিকচু, পুঁইশাক, কলমি শাক চাষ করেছেন। সবজি বিক্রি করেও তিনি বার্ষিক দুই লাখ টাকা আয় করছেন।

আশুতোষ চন্দ্রের উৎপাদিত কেঁচো সার স্থানীয় কৃষকদের কাছে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মদনেরপাড়া গ্রামের কৃষক লাল মিয়া বলেন, 'আশুতোষের কেঁচো সার ব্যবহার করে আধা বিঘা জমিতে মরিচ চাষ করেছি। এতে মরিচ উৎপাদন কয়েকগুণ বেশি হয়েছে।' একই গ্রামের কৃষক রবিজল হক বলেন, 'আশুতোষের কেঁচো সার ব্যবহার করে গোলআলু ও মিষ্টিকুমড়ার চাষ করে ভালো ফলন পেয়েছি।'

আশুতোষ চন্দ্র বলেন, 'যে হারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের দাম বাড়ছে, তাতে ধানের চাষ করে লাভ হয় না। তাই কৃষি বিভাগের পরামর্শে কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করি। সার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল গরু, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠাসহ সবকিছু আমার নিজের। তাই সহজে এটা করতে পারছি। ইচ্ছেশক্তি থাকলে যে কেউ করতে পারে। ভবিষ্যতে বসতভিটায় কৃষি খামার গড়ে তুলব। এ জন্য সরকারি সহায়তা দরকার।'

আশুতোষের স্ত্রী মণিকা রানী বলেন, 'সাংসারিক কাজের পাশাপাশি কেঁচো সার তৈরির কাজে স্বামীকে সহায়তা করি। আগে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হতো। এখন তাদের চাহিদামতো খরচ দিতে পারছি।'

এ বিষয়ে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আ ক ম রুহুল আমিন বলেন, কেঁচো দিয়ে সার উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। জেলার প্রায় ৩০০ জন কৃষক এই সার উৎপাদন করছেন। বর্তমানে রাসায়নিক সারের অতিব্যবহারে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব এই সার মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমেছে। মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

জেগে উঠেছে ধান

কয়েক দিন আগে পাহাড়ি ঢলে ডুবে ছিল হাওরের বোরো ধানের খেত। এখন বৃষ্টি নেই। কয়েক দিনের রোদে আবার কমে গেছে পানি। জেগে উঠেছে পানিতে তলিয়ে যাওয়া ধান। তবে বেশির ভাগ খেতের ধান পচে নষ্ট হয়ে গেছে। সেই ধান কেটে নৌকায় করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন কৃষক। ১৫ মে সকালে সিলেট শহরতলির বাওরকান্দি হাওর এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

gulfedition@prothom-alo.info

খেলাপি ঋণের সংস্কৃতি

ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন

ভারতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫ দশমিক ৯ শতাংশে উন্নীত হওয়ায় দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (আরবিআই) গভর্নর চিন্তিত বলে গণমাধ্যমে খবর এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের হার ৮ দশমিক ৭৯ শতাংশ হওয়ার পরও সেসব নিয়ে আমাদের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায় না। বরং তাঁরা খেলাপি ঋণের স্ফীতিকে অর্থনীতির শক্তি ভেবে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলতেও দ্বিধা করছেন না।

অর্থনীতিতে ধারাবাহিক সুস্থিরতা ও সুফল পেতে হলে আর্থিক খাতে ন্যূনতম শৃঙ্খলা রক্ষা করা জরুরি। কিন্তু হল-মার্ক, বেসিক ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাতের দেশ কাঁপানো কেলেঙ্কারির ঘটনাগুলোও কিছু না বলেই উড়িয়ে দিয়েছেন কর্তাব্যক্তিরা। সর্বশেষ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরির ঘটনা যখন ঘটল, তখন আর তাঁদের কিছুই করার থাকল না। বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ পদে রদবদল ব্যাংকিং খাতের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে কি না, তা জানতে হয়তো আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

যেখানে ২ দশমিক ৪ শতাংশ খেলাপি ঋণ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া, ১ দশমিক ৬ শতাংশ ঋণ নিয়ে মালয়েশিয়া, ১ দশমিক ৫ শতাংশ নিয়ে চীন হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে আমরা ৯ শতাংশের কাছাকাছি খেলাপি ঋণ নিয়ে অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার আকাশকুসুম খোয়াব দেখে আসছি। ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ও সুশাসন ফিরিয়ে আনতে হলে খেলাপি ঋণের দুষ্টচক্র থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ ব্যাপারে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব প্রকট। ক্ষমতাসীনেরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলাপি ঋণের হাতিয়ার ব্যবহারে যতটা উৎসাহী, খেলাপি ঋণ আদায়ে ততটাই নিরুৎসাহী। খেলাপি ঋণের কারণেই ব্যাংকের সুদের হারও কমানো সম্ভব হচ্ছে না।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের গৌরব তখন ম্লান হয়ে যায়, যখন পদ্মা সেতুর কয়েক গুণ অর্থ খেলাপি ঋণ হিসেবে পড়ে থাকে। বিরাট অঙ্কের খেলাপি ঋণ দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেই নড়বড়ে করে তুলছে না, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সার্বিক অর্থনীতিতেও মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই অবস্থা বেশি দিন চলতে দেওয়া যায় না।

পৃথিবী যারে চায়

মুস্তাফিজের আলোর ঝলকানি

বাংলাদেশে যে ক্রিকেট খেলায় মজে না, সেই মানুষও মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে মেতে ওঠে। যে বিদেশিরা বাংলাদেশ নিয়ে উদাসীন, মুস্তাফিজের খেলায় তারাও চিনছে বাংলাদেশকে। নিজের ও খেলার ভাগ্য দুটোই এখন হাতের মুঠোয় মুস্তাফিজের। মুস্তাফিজ এখন এক বিস্ময়-বোলারের নাম। ভারত, ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্রিকেট ক্লাবগুলো তাঁকে দারুণভাবে চায়। বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন তাদের সাফল্যের পোস্টারে ছেপেছে মুস্তাফিজের আত্মবিশ্বাসী চেহারা। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের দ্বিপক্ষীয় আলোচনায়ও মুস্তাফিজ যেন এক শুভেচ্ছার নাম। চোখধাঁধানো খেলোয়াড়ি জাদু দিয়ে ২০ বছরের এই যুবক হয়ে উঠেছেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক দূত। যে দূতের মুখে হাসি, খেলায় প্রতিভা আর কণ্ঠে শুধুই বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের নাম।

মুস্তাফিজ মনে করিয়ে দিচ্ছেন গত শতকের বিশ্বপ্রিয় রোমানিয়ান জিমন্যাস্ট নাদিয়া কোমানিচির কথা। কোমানিচি ১৯৭৬ ও ১৯৮০ সালের অলিম্পিকে তাক লাগানো নৈপুণ্য দেখিয়ে অনালোচিত রোমানিয়াকে আলোচনায় নিয়ে এসেছিলেন। ক্যামেরুনের ফুটবলার রজার মিলাও বিশ্বমঞ্চে নিজ দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। সারল্যমাখা মুখ আর দুর্ধর্ষ বোলিং দিয়ে মুস্তাফিজও হয়ে উঠেছেন এক নন্দিত বাংলাদেশি তরুণের প্রতিমূর্তি। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে, মুস্তাফিজের বিনয়ে তার সামর্থ্যেরই পরিচয়।

উপমহাদেশের ক্রিকেট-ভক্তদের মধ্যে ঈর্ষা ও রেষারেষি সুবিদিত। জাতীয়তাবাদী আবেগের আতিশয্যে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের বিদ্রূপের বাণে আহত করার বাড়াবাড়িও আকছার চলে। বিগত বিশ্বকাপ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর বাংলাদেশ ও ভারত দলের সমর্থকদের মধ্যে অহং ও দর্পের সংঘাত চরমে উঠেছিল। কিন্তু ভারতে চলমান আইপিএলে মুস্তাফিজ নামামাত্রই সবার মন জয় করে নিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটামোদীরাও মুস্তাফিজে দারুণ আসক্ত। বড় প্রতিভা প্রতিপক্ষের মুখেও হাসি ফোটাতে পারে, জাগাতে পারে সম্প্রীতির সুবাতাস।

মুস্তাফিজের উত্থানই প্রমাণ, বাংলা মায়ের ঘরে—হয়তো অনাদরেই—এমন আরও প্রতিভা প্রকাশ হওয়ার অপেক্ষায়। গ্রাম-মফস্বলের তরুণদের উঠে দাঁড়ানোর সাধনার কথাও মুস্তাফিজ আমাদের মনে করিয়ে দেন। বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে ইদানীং বাংলাদেশ দুঃসংবাদের শিরোনাম। তার মধ্যে মুস্তাফিজ এক হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

শিগগির গ্যাসশূন্য হবে না দেশ

জ্বা লা নি

বদরূল ইমাম

এক কিংবা দেড় দশকের মধ্যে দেশ গ্যাসশূন্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। বিশেষ করে দেশের নীতিনির্ধারণী মহলকে এই উদ্বেগ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। গ্যাসের ওপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল শিল্পকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্যাস না পেলে যে সংকটপূর্ণ অবস্থায় পড়বে, তা সহজেই অনুমেয়, আর দেশে গ্যাসের বিকল্প জ্বালানির সহজলভ্যতা না থাকায় এ সংকট কাটিয়ে ওঠাও সহজ নয় বটে। সরকার গ্যাসের বিকল্প জ্বালানি প্রবর্তনে যথেষ্ট সচেষ্ট মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নিশ্চিত করতে এখন পর্যন্ত সক্ষম হয়নি।

পেট্রোবাংলার হিসাবমতে, বাংলাদেশের বর্তমান অবশিষ্ট গ্যাস মজুত প্রায় ১৩ টিসিএফ। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদার প্রেক্ষাপটে এই মজুত ১০ থেকে ১২ বছর চলতে পারে। অথবা গ্যাস উৎপাদন মাত্রা কমিয়ে দিলে তা নিঃশেষিত হতে আরও কিছু সময় লাগবে। কিন্তু তারপর দেশ গ্যাসশূন্য হয়ে যাবে বলে যে পরিমাণ বক্তব্য-বিবৃতি বা আশঙ্কা লক্ষ করা যায়, তার বিপরীতে ভবিষ্যতে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে গ্যাস সঞ্চালন অব্যাহত থাকবে, সে সম্ভাবনার কথা ততটা শোনা যায় না। আর কার্যত নতুন গ্যাস আবিষ্কারের কর্মযজ্ঞেও সে রকম গতি দৃশ্যমান নয়, বরং গ্যাস অনুসন্ধানে একপ্রকার স্থবিরতা লক্ষণীয়। তাই এ প্রশ্নটি বারবার উঠে আসে যে বাংলাদেশ কি অচিরেই গ্যাসশূন্য হয়ে পড়বে?

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের অবশিষ্ট গ্যাস মজুত ছিল প্রায় ১০ টিসিএফ এবং সে সময় ধারণা করা হতো বাংলাদেশের গ্যাস ১২ বা ১৩ বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ২০০১ সালে বাংলাদেশের অবশিষ্ট গ্যাস মজুতের পরিমাণ হিসাব করে দেখা যায় যে তা ১৫ টিসিএফ। পুনরায় ধারণা করা হয় যে পরবর্তী ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে গ্যাস নিঃশেষিত হবে। অথচ ২০১১ সালে গ্যাসের অবশিষ্ট মজুত হিসাব করে দেখা যায় তার পরিমাণ প্রায় ১৬ টিসিএফ। অর্থাৎ গ্যাস নিঃশেষিত হওয়ার পরিবর্তে নতুন গ্যাসের মজুত আবিষ্কারের মাধ্যমে মোট মজুত আরও বৃদ্ধি ঘটেছে।

প্রশ্ন হলো, এই ধারা কি অব্যাহত থাকবে? অবশ্যই বলা যায় যে না, তা অনির্দিষ্টকালব্যাপী অব্যাহত থাকবে না বরং গ্যাসের মতো একটি অনবায়নযোগ্য জ্বালানি একসময় নিঃশেষিত হবে। আর এ সময়টি নির্ধারিত হবে অনুসন্ধান কাজের পরিধি ও পরিপক্বতার ওপর। অর্থাৎ পর্যাপ্ত অনুসন্ধানকাজ সম্পন্ন হয়েছে এ রকম একটি স্থানের জন্য অবশিষ্ট মজুত ফুরিয়ে গ্যাসশূন্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যুক্তিসংগত বটে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো গ্যাস সম্ভাবনাময় দেশে অপর্যাপ্ত অনুসন্ধান কাজের ওপর ভিত্তি করে গ্যাস নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যুক্তিসংগত নয়। তবে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে ইতিপূর্বে যে বৃহৎ আকারের গ্যাসক্ষেত্রগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে, সে আকারের নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা কম, কিন্তু ছোট বা মাঝারি আকারের আরও গ্যাস মজুত যে পাওয়া যাবে, তা প্রায় নিশ্চিত। আর দেশের সমুদ্র সীমানার কথা ধরা হলে এ সম্ভাবনা আরও ব্যাপক, যদিও অনুসন্ধানের অভাবে তা অজ্ঞাত। উপরিউক্ত বিষয়টির একটি সহজ ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সাধারণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে পেশ করা যেতে পারে।

দেশের মূল ভূখণ্ড : দেশের মূল ভূখণ্ডে যে অনুসন্ধানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, তা আংশিক এবং মূলত কেবল পূর্বাঞ্চলে সহজভাবে অনুসন্ধান করা যায় এ রকম স্থানেই সীমাবদ্ধ। এ রকম সহজ অনুসন্ধানযোগ্য স্থানসমূহ হলো শিলাস্তরে ভাঁজবহুল এলাকা, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাহাড়ি ভূপ্রকৃতি সৃষ্টি করে। ভূতাত্ত্বিক ভাষায় এগুলোকে স্ট্রাকচারাল বা কাঠামোগত বলে গণ্য করা হয়। ভূ-অভ্যন্তরে শিলাস্তরে এহেন ভাঁজ বাংলাদেশের পূর্বাংশে সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম এলাকা বরাবর বিদ্যমান এবং এ সমূহে অনুসন্ধান চালিয়ে বেশ কিছু গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করা হয়েছে, যার মধ্যে কোনো কোনোটি অতি বৃহদাকার। যেমন তিতাস, বিবিয়ানা, হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রসমূহ। দেশের পূর্বাংশে ছোট হলেও এ প্রকৃতির আরও কাঠামো সুপ্তভাবে বিরাজ করে, যেগুলো খনন করে আরও গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার সম্ভব।

এ ছাড়া গ্যাস মজুতের অবস্থান ভূ-অভ্যন্তরে শিলাস্তরের পারস্পরিক গুণগত পার্থক্যের কারণে তৈরি হতে পারে, যাকে স্ট্রাটিগ্রাফিক প্রকৃতির বলা হয়ে থাকে। এসমূহ খুঁজে বের করা তুলনামূলকভাবে কঠিন ও তা সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত ছোট গ্যাস মজুত সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে বাংলাদেশের মতো বদ্বীপ অঞ্চলে এ ধরনের গ্যাস মজুত যথেষ্টসংখ্যক থাকার সম্ভাবনা প্রচুর। সাম্প্রতিক সাইসমিক জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে সে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশে অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রমে এ সম্ভাবনাকে যাচাই করার উদ্যোগ নেই।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে এটা বলা যায় যে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে গ্যাস অনুসন্ধানের মাত্রা অসম্পূর্ণ এবং তা একটি পরিপক্ব পর্যায়ে পৌঁছায়নি। এখানে কেবল সহজ মাত্রার অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনেকসংখ্যক গ্যাসের আবিষ্কার হয়েছে। অনুসন্ধানের পরবর্তী পর্যায়ে জটিলতর পদ্ধতির বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ (যেমন স্ট্রাটিগ্রাফিক মজুত ইত্যাদি) করার যে প্রথা রয়েছে তা শুরুই করা হয়নি। এসবকে অনুসন্ধান কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে জোর কার্যক্রম চালালে আরও অনেক নতুন গ্যাস মজুত পাওয়া যাবে। এ ছাড়া মূল ভূখণ্ডে আধুনিক বিশ্লেষণভিত্তিক নানা নতুন প্রকৃতির গ্যাস মজুত যেমন থিন বেড মজুত, অতি গভীরের মজুত, উচ্চচাপ মজুত ইত্যাদিতে অনুসন্ধান করলে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে।

দেশের সমুদ্রবক্ষ : ২০১২ সালে মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তবিরোধ মীমাংসাকে সমুদ্র বিজয় আখ্যায়িত করে বাংলাদেশ যে আড়ম্বরপূর্ণ প্রচারণা চালিয়েছিল, তা নিজস্ব সমুদ্রসম্পদ আহরণের আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিতবহ বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে পরবর্তী সময়ে সমুদ্রসম্পদ আহরণে সে রকম কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যায়নি। সাগরবক্ষের ২৬টি গ্যাস অনুসন্ধান ব্লকের মধ্যে বর্তমানে মাত্র তিনটি ব্লকে অনুসন্ধানের কাজ চলছে এবং তা যেকোনো মানদণ্ডে অনুসন্ধানকাজে স্থবিরতার সাক্ষ্য বহন করে। এর ফলে বাংলাদেশের সমুদ্রবক্ষ মূলত অজ্ঞাতই রয়ে গেছে, অথচ সীমানার ঠিক ওপারে মিয়ানমার সমুদ্রবক্ষে একের পর এক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হয়ে চলেছে। একইভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সমুদ্র সীমানার ওপারে ভারতীয় সমুদ্রবক্ষে গ্যাস আবিষ্কারের তথ্য পাওয়া যায়। মিয়ানমার ও ভারতীয় সমুদ্রবক্ষে গ্যাসসম্পদের আবিষ্কারসমূহ বঙ্গোপসাগরকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্যাস সম্ভাবনার অন্যতম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, কেবল বাংলাদেশ এ সম্ভাবনার অংশীদার হিসেবে কার্যকরভাবে যুক্ত হতে পারেনি।

বাংলাদেশ সমুদ্রের পূর্বাংশ মিয়ানমারের সমুদ্রে অবস্থিত আরাকান বেসিনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভূতাত্ত্বিকভাবে তাদের গঠন ও প্রকৃতি একই রকম। ২০১২ সালে সমুদ্র সীমানা রায় ঘোষণার পর থেকে আরাকান সমুদ্র বেসিনে মিয়ানমার গ্যাস-তেল অনুসন্ধানের যে বিপুল কর্মযজ্ঞ চালায়, তার ফলে সেখানে যথেষ্ট গ্যাস আবিষ্কৃত হয়।

সর্বশেষ থামিন গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয় ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে এবং তা ঘটে বাংলাদেশ সমুদ্র সীমান্তসংলগ্ন মিয়ানমারের এডি ৬ নম্বর ব্লকে। গ্যাসক্ষেত্রটির অবস্থান বাংলাদেশ সমুদ্র সীমানা থেকে অল্প দূরত্বে মাত্র। অস্ট্রেলিয়ার উডসাইট তেল কোম্পানি এ আবিষ্কারটি করার পর তার প্রধান কর্মকর্তা পিটার কোলম্যান বলেন, এই গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কারের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী সমুদ্র ব্লকসমূহের উজ্জ্বল সম্ভাবনা উন্মোচিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, এই গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কারের আগে এই এলাকায় সিউ, থিউ ও মিয়া নামে গ্যাসক্ষেত্রসমূহ আবিষ্কার আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহের দৃষ্টি মিয়ানমারমুখী করে তোলে। তারপর গত বছরেও আরাকান সমুদ্র বেসিনে নতুন গ্যাসক্ষেত্রের আবিষ্কার হয় এবং এ এলাকাটি সমগ্র উপমহাদেশের অন্যতম গ্যাসসমৃদ্ধ এলাকা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ওপরের তথ্য থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশ সমুদ্রবক্ষের পূর্বাংশ, বিশেষ করে মিয়ানমার সমুদ্র সীমানাসংলগ্ন এলাকাটি গ্যাস সম্ভাবনায় সর্বোচ্চ উজ্জ্বল। সকল প্রকার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে অনেক ভূতাত্ত্বিক মনে করছেন যে বাংলাদেশের সমুদ্রের এ অংশে গ্যাসের অবস্থান প্রায় নিশ্চিত এবং এখানে একটি নয় বরং পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারের মতো একাধিক বড় আকারের গ্যাসক্ষেত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশ মিয়ানমার ও ভারতের তুলনায় সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানী দৃষ্টি এখন পড়া উচিত দেশের সেই সমুদ্র ব্লকসমূহে, যার পাশেই মিয়ানমার একের পর এক গ্যাস মজুত আবিষ্কার করে চলেছে।

সবশেষ বলা যায় ভূতাত্ত্বিক তত্ত্বের সূত্রমতে বিশাল আকারের বাংলাদেশ বদ্বীপ এলাকা গ্যাস সমৃদ্ধ হবে, এটি নিয়ে দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু বাস্তবে সে রকম গ্যাস সমৃদ্ধির চিত্রটি দৃশ্যমান হয়নি। তার কারণ, এই অঞ্চলে গ্যাস অনুসন্ধানের স্বল্পমাত্রা ও অনুসন্ধান কার্যক্রমে স্থবিরতা। দেশের ভূখণ্ডে প্রাথমিক সহজ পর্যায়ের অনুসন্ধান সম্পন্ন করা হয়েছে মাত্র, দ্বিতীয় পর্যায়ের অপেক্ষাকৃত জটিলতর অনুসন্ধান পদ্ধতি শুরুই করা হয়নি। অনুসন্ধানের পরিপক্ব পর্যায়ে পৌঁছাতে পারলে অনেক নতুন গ্যাস মজুত যোগ হবে।

দেশের সাগরে অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে বা কোনো কোনো এলাকায় শুরুই হয়নি। বাংলাদেশ মিয়ানমার সমুদ্র সীমানা বরাবর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্র অঞ্চল সর্বাপেক্ষা গ্যাস সম্ভাবনাময়। সীমানার সন্নিকটে মিয়ানমারের সমুদ্রে সাম্প্রতিক নতুন নতুন গ্যাস আবিষ্কার এ এলাকার গ্যাস সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে। বাংলাদেশ তার অংশে মিয়ানমারের মতো জোর অনুসন্ধান চালালে একই রকম গ্যাস সমৃদ্ধির সাক্ষাৎ পাবে, তা নিশ্চিত বলে ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সে অর্থে শিগগিরই বাংলাদেশের গ্যাসশূন্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অমূলক তো বটেই।

● **ড. বদরূল ইমাম : অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

ইসলামে মায়ের সম্মান ও অধিকার

ধ র্ম

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

> পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য (সন্তানের) সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ যদি তার সন্তান থাকে; আর যদি সন্তান না থাকে, তবে পিতা-মাতাই ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবেন, এমতাবস্থায় তার মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ।'

ইসলাম মাতা-পিতাকে সর্বোচ্চ অধিকার ও সম্মান দিয়েছে। ইসলামের বিধানমতে, আল্লাহ তাআলার পরেই মাতা-পিতার স্থান। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে। তাঁদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের উফ্ (বিরক্তিও অবজ্ঞামূলক কথা) বলবে না এবং তাঁদের ধমক দেবে না; তাঁদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবশে তাঁদের প্রতি নম্রতার ডানা প্রসারিত করো এবং বলো, "হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।"' (সুরা-১৭ ইসরা-বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৩-২৪)।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের অন্যত্র ঘোষণা করেন, 'আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেন এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার (আল্লাহর) প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।' (সুরা-৩১ লুকমান, আয়াত : ১৪)। 'আর আমি (আল্লাহ) মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে; তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছেন ও অতিকষ্টে প্রসব করেছেন এবং লালন-পালন করেছেন।' (সুরা-৪৬ আহকাফ, আয়াত : ১৫)। আরও বলা হয়েছে, 'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।' (সুরা-৪ নিসা, আয়াত : ৩৬)।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, আল্লাহর পরেই মা-বাবার অধিকার। সেই অধিকার কীভাবে আদায় করতে হবে, সেটাও বলা হয়েছে। পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে হাদিসে বহু জায়গায় বর্ণনা এসেছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! কে আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার বেশি হকদার?' তিনি বললেন 'তোমার মা'; সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা'; সে আবারও বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে পুনরায় বলল, 'এরপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার পিতা'। (বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ)। প্রিয় নবী (সা.) আরও এরশাদ করেন, 'জান্নাত মায়ের পদতলে'। (মুসলিম)

মাতা-পিতার খেদমত না করার কারণে যারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হলো, রাসুল (সা.) তাদের অভিসম্পাত দিয়েছেন। হাদিস শরিফে এসেছে—একদা জুমার দিনে রাসুল (সা.) মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! তার পর তৃতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! এরপর খুতবাহ দিলেন ও নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আজ যা দেখলাম তা এর আগে কখনো দেখিনি (আপনি একেক ধাপে পা রেখে আমিন! আমিন!! আমিন!! বললেন); এটা কি কোনো নতুন নিয়ম নাকি?'

নবী করিম (সা.) বললেন : না, এটা নতুন কোনো নিয়ম নয়; বরং আমি মিম্বারে ওঠার সময় হজরত জিবরাইল (আ.) এলেন, আমি যখন মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রাখি, তখন হজরত জিবরাইল (আ.) বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি {রাসুল (সা.)} সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! (তা-ই হোক)। আমি যখন মিম্বারের দ্বিতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা রমজান পেল কিন্তু ইবাদতের মাধ্যমে তাদের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! আমি যখন মিম্বারের তৃতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা আপনার পবিত্র নাম মোবারক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনল, কিন্তু দরুদ (নবীজির প্রতি শুভকামনা) শরিফ পাঠ করল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন!

নবজাতক হজরত ঈসা (আ.)-এর মুখে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা ভাষা ফুটিয়ে দিলেন; তখন তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে কিতাব (আসমানি গ্রন্থ ইঞ্জিল) দেওয়া হয়েছে এবং তিনি (আল্লাহ) আমাকে নবী করেছেন। আর আমাকে বরকতময় করা হয়েছে আমি যেখানেই থাকব; আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সালাত ও জাকাত বিষয়ে, যত দিন আমি জীবিত থাকব।' হজরত ঈসা (আ.) আরও বলেন, 'আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করি (অনুগত ও বাধ্য থাকি); আমাকে করা হয়নি উদ্ধত অবাধ্য ও দুর্ভাগা হতভাগ্য।' (সুরা-১৯ মারিয়াম, আয়াত : ৩০-৩২)।

বনি ইসরাইলের নবী হজরত মুসা (আ.)-এর প্রতিও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন : 'আর আমি বনি ইসরাইল থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছি যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ৮৩)।

পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদের অধিকারী ও উত্তরাধিকারী। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন : 'আর পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য (সন্তানের) সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ যদি তার সন্তান থাকে; আর যদি সন্তান না থাকে, তবে পিতা-মাতাই ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবেন, এমতাবস্থায় তার মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ।' (সুরা-৪ নিসা, আয়াত : ১১)।

রাসুল (সা.)-এর জমানায় বিখ্যাত এক আশেকে রাসুলের ঘটনা আমরা জানি। যিনি প্রিয় নবীজি (সা.)-কে দেখেননি। সেই আশেকে রাসুলের নাম হজরত ওয়াইস আল করনি (রা.)। প্রিয় নবীজি (সা.)-এর জমানায় থেকেও তিনি সাহাবি হতে পারেননি মায়ের সেবা করার কারণে। তবে এতে করে তাঁর মর্যাদা কমেনি; বরং তিনি সম্মানিত হয়েছেন। একবার ওয়াইস করনি (রা.) প্রিয় নবীজির কাছে এই মর্মে খবর পাঠালেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ। এখন আমি কী করতে পারি?' নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, 'আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরি ও বেশি ফজিলতের কাজ।' শুধু তা-ই নয়, নবীজি (সা.) তাঁর গায়ের একটি জুব্বা তার জন্য রেখে যান এবং বলেন, 'মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি; আমার ইন্তেকালের পর আমার এ জুব্বাটি তাকে উপহার দেবে।' নবীজি (সা.) জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে এবং তিনি বলেন, 'হে ওমর! ওয়াইস আল করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো।' সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আমাদের ওয়াইস করনির মতো মায়ের সেবা ও খেদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দিন। আমিন!

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী : যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।**
smusmangonee@gmail.com

ডাকঘর-বৃত্তান্ত

দু ই দু' গু ণে পাঁ চ

আতাউর রহমান

> অতএব ফিনল্যান্ডে ডাক বিভাগ তাদের নতুন কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করছে। সরকারের আয় বাড়াতে ডাকপিয়নরা এখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠানের ঘাস পরিষ্কার করবেন এবং সপ্তাহে এক ঘণ্টা ঘাস কাটার বিনিময়ে ডাক বিভাগ গ্রাহকদের কাছ থেকে মাসিক ১৩০ মার্কিন ডলার নেবে

গেল শতাব্দীর আশির দশকে জাইরো রেমিট্যান্স বাড়ানোর লক্ষ্যে যখন আমাকে লন্ডনে আমাদের হাইকমিশনে পোস্টাল অ্যাটাচি পদে পদায়ন করা হলো, তখন সপরিবারে লন্ডনে পৌঁছানোর স্বল্পদিনের মধ্যেই হাইকমিশন আমাকে ব্যাকইয়ার্ড-সংবলিত যে বাসাটা ভাড়া করে দিল, সেটা ছিল আমারই এক আত্মীয়ের। আমার ওই আত্মীয় তাঁর বাসাটি হাইকমিশনকে ভাড়া দিয়ে দেশে ফিরে পোশাক তৈরির ব্যবসায় নিয়োজিত হয়ে অচিরেই কোটিপতি হয়ে যান। বর্তমানে তিনি প্রায়ই পাঁচতারা হোটেলে দুপুরের খাবার খান। ওদিকে আমি বাসায় ওঠার দিন কয়েক পরেই এক ইংরেজ যুবক একটি সুন্দর মোটরগাড়ি, ততোধিক সুন্দরী স্ত্রী, একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুরসহ আমার দোরগোড়ায় এসে দোরঘণ্টি চাপলেন। আমি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালে তিনি বললেন, 'আই কাট গ্রাস।' অর্থাৎ তিনি পয়সার বিনিময়ে বাড়ির উঠানের ঘাস কাটেন।

তা ইউকে একটি ওয়েলফেয়ার স্টেট তথা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বিধায় ওখানে কেউ 'রেইনি ডে' অর্থাৎ দুর্যোগপূর্ণ দিনের জন্য টাকাপয়সা সঞ্চয় করে রাখেন না; কেননা সে দেশে কেউ জন্মগ্রহণের পরেই মায়ের কোল থেকে কবর পর্যন্ত সব সরকারের দায়দায়িত্ব। কিন্তু আমি গেছি গরিব দেশ থেকে; মনে মনে প্রত্যাশা, বেতন ও ভাতা থেকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে দেশে ফেরার পর আয়েশে অবশিষ্ট জীবন কাটাব। আমি দোটানায় পড়ে গেলাম। আমার ইতস্তত ভাব লক্ষ করে যুবকটি অতঃপর বললেন যে আমাকে কোনো পেমেন্ট করতে হবে না, বাড়ির মালিকের সঙ্গে তাঁর বার্ষিক চুক্তি আছে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার মনে হলো, মন থেকে এক বিরাট বোঝা নেমে গেল।

তো ঘটনাটা আমার মনে পড়ে গেল সম্প্রতি পত্রিকার পাতায় একটি ছোট্ট সংবাদ পাঠ করে। সংবাদটি হচ্ছে এই : আগের মতো বেশি বেশি চিঠি এখন বিলি করতে হয় না; তাই ডাকপিয়নের ব্যস্ততা নেই বললেই চলে। অতএব ফিনল্যান্ডে ডাক বিভাগ তাদের নতুন কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করছে। সরকারের আয় বাড়াতে ডাকপিয়নরা এখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠানের ঘাস পরিষ্কার করবেন এবং সপ্তাহে এক ঘণ্টা ঘাস কাটার বিনিময়ে ডাক বিভাগ গ্রাহকদের কাছ থেকে মাসিক ১৩০ মার্কিন ডলার নেবে। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের একজন সাবেক মহাপরিচালক হওয়ার সুবাদে সংবাদটা আমার কাছে যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক; কেননা আমাদের এখানকার ডাক বিভাগের অবস্থাও তথৈবচ।

সে যা হোক, ডাক বিভাগ সরকারের একটি সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ১০ হাজার ডাকঘর-সংবলিত এই বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলিয়ে বর্তমান লোকসংখ্যা ৪০ হাজার। যার মধ্যে অর্ধেক এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল তথা অ-বিভাগীয়। আর পাকিস্তান আমলে গোটা পাকিস্তানে যেখানে ডাক বিভাগের বার্ষিক চার কোটি টাকা বাজেটের অর্ধেক অর্থাৎ দুই কোটি টাকাই ভর্তুকি দিত সরকার, সে স্থলে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বর্তমান আয় ও ভর্তুকি, বিশেষত সরকারি কর্মচারীদের এবারের অভাবনীয় বর্ধিত বেতন স্কেলের পর কত, সেটা যৎকিঞ্চিৎ আমার জানা থাকলেও ব্যক্ত করা থেকে বিরত রইলাম; পাছে দুর্বল হার্টের দেশদরদি পাঠকদের হার্টের সমস্যা না আবার বেড়ে যায়।

আর হ্যাঁ, ১৮৪০ সালে ইংল্যান্ডের স্যার রোল্যান্ড হিল কর্তৃক 'পেনি পোস্ট' প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বিশ্ব ডাকব্যবস্থা অনেক পথ অতিক্রম করেছে। একসময়ের 'মনোপলি' তথা ডাক পরিবহনে সরকারের একচেটিয়া অধিকার থেকে হালের ই-মেইল ও প্রাইভেট কুরিয়ারতক। ভারতবর্ষে শেরশাহের আমলে তিনি ঘোড়ার গাড়িতে করে ডাকের আদান-প্রদান প্রবর্তন করেন। এ জন্য আমাদের দেশের এক ছেলে স্কুলে পরীক্ষার খাতায় নাকি লিখেছিল, 'শেরশাহ প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। তৎপূর্বে ঘোড়ায় ডাকিত না।'

একসময়ে বলা হতো—ডাকঘর, পাকঘর, থানা আর সরাইখানা—এই চার জায়গা বন্ধ হয় না। ওটা ছিল কম্বাইন্ড তথা সংযুক্ত সাব-পোস্ট অফিসের যুগ, যখন গভীর রাতে 'টরে-টক্কা' আওয়াজ শুনে ঘুম থেকে উঠে টেলিগ্রাম গ্রহণ করতে হতো বিধায় পোস্টমাস্টারকে রেন্ট-ফ্রি কোয়ার্টার দেওয়া হতো। তবে ২০০৮ সালে এ দেশের সরকার টেলিগ্রাফের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়। আর ওই সময়েরই একটি মুখরোচক গল্প হচ্ছে: গ্রামের সহজ-সরল লোকটি মাটির ভাঁড়ে করে দই নিয়ে এসে তাঁর শহরে পড়ুয়া পুত্রের কাছে টেলিগ্রাফ মারফত পাঠাতে চাইলে পোস্টমাস্টার সেটা রেখে দিয়ে উদরসাৎ করে ফেললেন এবং অতঃপর লোকটি দই না পৌঁছার অভিযোগ নিয়ে এলে ডাকমাশুল ফেরত দিয়ে বললেন, 'আমি তো ঠিকই দইয়ের ভাঁড় টেলিগ্রাফের তারের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে আরেকটি দইয়ের ভাঁড় প্রেরণের ফলে মাঝপথে টক্কর লেগে ভাঁড় ভেঙে সব দই পড়ে গেছে।' বোধ করি সেই পোস্টমাস্টারেরই স্ত্রীর উদ্দেশে প্রেরিত বিদেশে ভ্রমণরত স্বামীর টেলিগ্রাম 'হ্যাভিং এ ওয়ান্ডারফুল টাইম। উইশ ইউ ওয়্যার হেয়ার' গ্রহণ করতে গিয়ে সবশেষের 'ই' অক্ষরটি বাদ দেওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছিল, সেটার জের বহুদিন যাবৎ বহাল ছিল।

একসময় টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমও ছিল প্রধানত ডাক বিভাগই; বর্তমানে সেটার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে 'বিকাশ'। তো সে সময় একজন হিন্দু বাচ্চা ছেলে ভগবানের কাছে চিঠি লিখেছিল, 'ভগবান, আমাকে মনি অর্ডার করে ২০০ টাকা পাঠাও; নতুবা আমি গাড়ির নিচে পড়ে আত্মহত্যা করব।' চিঠিটা যথারীতি ডাক বিভাগের 'রিটার্নড লেটার অফিস'-এ পৌঁছালে ছোট্ট সেই অফিসের কর্মচারীরা ওটা পড়ে দয়াপরবশ হয়ে ছেলেটির কাছে ১০০ টাকা মনি অর্ডার করে পাঠালেন। ছেলেটি টাকাটা পেয়ে ভগবানকে পুনঃ লিখে পাঠাল, 'ভগবান, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো ২০০ টাকা চেয়েছিলাম। তুমি ১০০ টাকা পাঠালে কেন? আমার বিশ্বাস, তুমি ২০০ টাকাই পাঠিয়েছিলে, ডাক বিভাগের লোকেরা আমার ১০০ টাকা মেরে দিয়েছে।'

আরবের সেই সহজ-সরল লোকটির প্রাসঙ্গিক গল্পটিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। লোকটি বাগদাদ থেকে কাজবিন নামক স্থানে গিয়েছিল কার্যোপলক্ষে। প্রোগ্রাম ছিল সেখানে এক সপ্তাহ থাকার, কিন্তু কাজ শেষ না হওয়ায় আরও কয়েক দিন থেকে যেতে হচ্ছিল। এক্ষণে পরিবারকে খবর পাঠানো দরকার। সে স্ত্রীকে পত্র লিখল, কিন্তু ডাকব্যবস্থার অবর্তমানে নিজেই ঘোড়ায় চড়ে বাড়িতে পৌঁছে বাড়ির বাইরে থেকে পত্রটি ছুড়ে মেরে চলে যাচ্ছিল এবং স্ত্রীর জিজ্ঞাসার জবাবে জানাল, 'আমার আসার উদ্দেশ্য পত্রটি পৌঁছানো; অতএব আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকব না।'

ফিরে আসি ফিনল্যান্ড ডাক বিভাগ কর্তৃক ডাকপিয়নদের দিয়ে ঘাস কাটানোর ব্যাপারটায়। ওই সব দেশে কোনো কাজকেই হেয়জ্ঞান করা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সরকার কাঁহাতক ডাক বিভাগের এই ক্রমবর্ধমান ভর্তুকি তথা লোকসানের বোঝা বয়ে বেড়াবে? কদ্দিন পর্যন্ত এই এত অধিকসংখ্যক লোককে প্রায়-বসিয়ে খাওয়াবে? দেশে কিছু প্রবীণ নিষ্ঠাবান ডাক-বিশেষজ্ঞ এখনো বেঁচেবর্তে আছেন। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যেটা করার নিয়ম সরকার তাঁদের সম্পৃক্ত করে একটা কমিশন নিয়োগপূর্বক এ অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা উচিত। বিশ্বের অন্য অনেক দেশও তা-ই করছে।

● **আতাউর রহমান : রম্যলেখক। ডাক বিভাগের সাবেক মহাপরিচালক।**

সম্পাদক : মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ; মুদ্রণ ও পরিবেশনা : দার আল শারক (ফরেন পাবলিকেশন্স), পোস্ট বক্স : ৩৪৮৮, ডি রিং রোড (লুলু হাইপারমার্কেটের পাশে), দোহা, কাতার
Editor: Matiur Rahman; Printed & Distributed by: Dar Al Sharq (Foreign Publications), P O Box: 3488, D Ring Road (Next to Lulu Hypermarket), Doha, Qatar, Phone: +974 44650 600, Fax: +974 44657198, Email: editorfp@daralsharq.net

রাস্তা পারাপারে সতর্ক হতে হবে

কাতারে জীবন যেমন

আবদুল্লাহ আল মামুন

> প্রতিদিন গড়ে ৮-১০ জন প্রবাসীর লাশ দেশে আসছে। উন্নত দেশে যাঁরা নাগরিক হিসেবে বসবাস করছেন তাঁদের অনেককেই ওই দেশে সমাহিত করা হয়। দেশে ফেরত কফিনের সিংহভাগ আসছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। দেখা গেছে, মধ্যপ্রাচ্যে যেসব প্রবাসী মারা যাচ্ছেন, তাঁদের ৯০ শতাংশেরও বেশি অস্বাভাবিক কারণে মারা যাচ্ছেন

দোহার বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বৈশাখী উৎসবের আমেজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন প্রবাসী বাংলাদেশির মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় বিষণ্ন সবাই। মাত্র কয়েক দিন আগে রাজধানীর সামাল রোডে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয়। যে গাড়িতে করে তাঁরা যাচ্ছিলেন সেই গাড়ির মিসরি চালক হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে গাড়িটি উল্টে যায়। এরপরই অন্য একটি গাড়ি এসে সেটিকে ধাক্কা দেয়। গাড়ির আটজন যাত্রীর মধ্যে চারজন বেঁচে আছেন। এঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা এখনো আশঙ্কাজনক।

একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মাতৃভূমি ছেড়ে সুদূর প্রবাসে পাড়ি জমিয়েছেন লাখ লাখ বাংলাদেশি। দেশে অপেক্ষার প্রহর গুনে পথপানে চেয়ে আছেন কারও প্রিয়তমা স্ত্রী, আদরের সন্তান, কিংবা স্নেহময়ী মা-বাবা। বহু পরিশ্রম আর কষ্টের রাত-দিন পার করে একদিন সচ্ছলতার ঝাড়বাতি হাতে নিয়ে ফিরে আসবে তাদের প্রিয় মানুষটি। কিন্তু সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে সেই প্রবাসী মানুষগুলো হিমশীতল কফিনে লাশ হয়ে বিমানবন্দরে অবতরণ করবে, সে কথা কেউ কখনো কি ভেবেছেন? যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু আমি জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, তাঁদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম থেকে অর্জিত দেশে পাঠানো অর্থের ওপর নির্ভরশীল ছিল কোনো কোনো পরিবার। আজ ওঁরা নেই, তাই অর্থের অভাবে হয়তো বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারবে না আদরের বোনটি, থেমে যাবে মা-বাবার চিকিৎসা কিংবা বন্ধ হয়ে যাবে ছেলেমেয়ের পড়াশোনা। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো, সড়ক দুর্ঘটনায় যাঁরা মারা গেলেন, তাঁদের বয়স ছিল মাত্র ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এত কম বয়সে সম্ভাবনাময় পাঁচটি জীবন অকালে হারিয়ে যাবে, সেটি কি মেনে নেওয়া যায়?

ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরের পরিসংখ্যান থেকে থেকে জানা যায়, প্রতিদিন গড়ে ৮-১০ জন প্রবাসীর লাশ দেশে আসছে। উন্নত দেশে যাঁরা নাগরিক হিসেবে বসবাস করছেন তাঁদের অনেককেই ওই দেশে সমাহিত করা হয়। দেশে ফেরত কফিনের সিংহভাগ আসছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। দেখা গেছে, মধ্যপ্রাচ্যে যেসব প্রবাসী মারা যাচ্ছেন, তাঁদের ৯০ শতাংশেরও বেশি অস্বাভাবিক কারণে মারা যাচ্ছেন। এর মধ্যে কর্মক্ষেত্রে ও সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছেন প্রায় ৩০ ভাগ বাংলাদেশি প্রবাসী। সড়ক দুর্ঘটনা অনেক কারণেই হতে পারে, তবে উচ্চগতিতে বেপরোয়া গাড়ি চালানো হচ্ছে গাড়ি দুর্ঘটনার একটি অন্যতম কারণ। চালক ও যাত্রীরা যদি কিছু বিষয়ে সচেতন থাকেন তাহলে অনেক সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

গাড়ি দুর্ঘটনা ছাড়া কাতারে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কা খেয়ে পথচারীরা নিয়মিত মারা যাচ্ছেন যা সত্যি ভয়ংকর। রাস্তায় যদিও গাড়ি চলে, তবে পথচারীদেরও রাস্তা ব্যবহার করার সমান অধিকার রয়েছে। ফুটপাত যদিও পথচারীদের চলাচলের জন্য নির্ধারিত, কিন্তু দোহা শহরের ফুটপাত পার্ক করা গাড়ির দখলে থাকায় পথ চলতে গিয়ে পথচারীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা মাড়িয়ে চলতে হয়। পথচারীদের নিরাপদে রাস্তা পারাপারের জন্য রয়েছে জেব্রা ক্রসিং। রাস্তার জেব্রা ক্রসিংয়ের অংশটুকুতে চলবে কেবল পথচারীদের রাজত্ব। আন্তর্জাতিক ট্রাফিক নিয়ম অনুযায়ী, একজন পথচারী জেব্রা ক্রসিংয়ে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পার না হওয়া পর্যন্ত রাস্তার সব গাড়িকে থেমে যেতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে এমন হতে দেখেছি। কিন্তু দোহায় জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু। কারণ, গাড়িচালকেরা নিয়মের তোয়াক্কা করেন না। কাতারের গাড়িচালকদের মধ্যে পথচারীদের রাস্তা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার সংস্কৃতি এখনো গড়ে ওঠেনি। তাই রাস্তা পারাপার হতে সবাইকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। আমি অনেক সময় দেখেছি, আমাদের শ্রমিক ভাইয়েরা জীবনের পরোয়া না করে দৌড় দিয়ে ব্যস্ত সড়ক পার হচ্ছেন। তাঁরা হয়তো ভাবছেন, এই তো পেরিয়ে গেলাম বলে। কিন্তু পারাপর করার সময় সামান্যতম দ্বিধা কিংবা সংকোচ কেড়ে নিতে পারে জীবন। দোহা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে পথচারীদের জন্য নির্মিত হচ্ছে ওভারব্রিজ। সাফারি মলের কাছে সম্প্রতি চালু হয়েছে তেমন একটি সেতু। রাস্তা পার হওয়ার জন্য সবার এই সেতুটি ব্যবহার করা উচিত।

অনেকে বাইসাইকেল নিয়ে হোম ডেলিভারির কাজ করেন। এঁদের অনেকে রাস্তার উল্টো দিক দিয়ে বাইসাইকেল চালান। এঁদের মাথায় থাকে না কোনো হেলমেট, বাইসাইকেলে নেই কোনো সতর্কতামূলক হলুদ লাইট। ফলে বিশেষ করে রাতের বেলায় গাড়িচালকেরা তাঁদের দেখতেই পান না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গাড়ির ধাক্কায় বাংলাদেশিসহ বহু প্রবাসী বাইসাইকেল চালক নিয়মিত প্রাণ হারাচ্ছেন।

অনেক সময় গাড়ির যাত্রী দূরে থাক খোদ চালকই সিট বেল্ট বাঁধেন না। দোহার রাস্তায় প্রতিনিয়ত দেখছি চলন্ত গাড়ির মধ্যে শিশুরা চলাফেরা করছে, কেউবা গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিচ্ছে, হাত নাড়াচ্ছে। এমনকি শিশুদের কোলে নিয়ে অনেকে গাড়িও চালাচ্ছেন। নিজ সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে মা-বাবার এ ধরনের উদাসীনতা দেখলে ব্যথিত হই। জন্ম-মৃত্যুর নির্ধারক হলেন আল্লাহ, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। নিরাপত্তার জন্য সিটবেল্ট বাঁধার কোনো বিকল্প নেই। কাতারে কড়া ট্রাফিক আইন রয়েছে, কিন্তু আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ট্রাফিক পুলিশের শৈথিল্যের কারণেই যাত্রীরা আইন মেনে চলছে না।

কাতার কর্নেল মেডিকেল কলেজের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আগের তুলনায় কাতারে গাড়ি দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলছে। কিন্তু স্বস্তির কথা হলো, রাস্তায় দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা এখন বেশ কমে এসেছে। ২০০৭ সালে এই মৃত্যুর হার ছিল প্রতি লাখে ২৩ জন, আর এখন তা হচ্ছে ১৪ জন। রাস্তায় অধিক বেশি বেশি স্পিড ক্যামেরা বসানো মৃত্যুহার কমার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কাতারভিত্তিক অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, কাতারের রাস্তায় সংঘটিত ৪২ ভাগ দুর্ঘটনায় ফোর-হুইল ড্রাইভ গাড়ির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। দেখা গেছে, সাধারণত বড় বড় ফোর-হুইলের চালকেরাই ট্রাফিক আইনের তোয়াক্কা না করে সবচেয়ে বেশি বেপরোয়া গাড়ি চালান। কাতারে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি ১০ হাজার গাড়ির জন্য ৮ জনের মৃত্যু হচ্ছে। অন্যদিকে ইউরোপে এই সংখ্যা মাত্র ১ দশমিক ৫ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১ দশমিক ৯ ভাগ। সুতরাং কাতারে সড়কে চলাচলে প্রবাসীদের সতর্ক থাকতে হবে। সবাই নিরাপদে থাকুন, গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন—এই কামনা করছি।

● **আবদুল্লাহ আল মামুন: আইইবি প্রেসিডেন্ট, কাতার।**

ভোলার চরে অ্যাথলেট পরিবার

গ্রামের মেঠোপথে এভাবেই চলে দৌড়ের নিয়মিত চর্চা। ছবি : প্রথম আলো

নেয়ামতউল্যাহ, ভোলা ●

ভোলা শহর থেকে পশ্চিমে প্রায় ১৬ কিলোমিটার গেলে ব্যাংকের হাট কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তারই উত্তরে পাকা রাস্তা থেকে গুটি গুটি পায়ে নেমে গেছে মেঠোপথ। এই পথে প্রায়ই দেখা যায় ছয়জন ছেলেমেয়ে ধীরে ধীরে দৌড়াচ্ছে। কখনো রাস্তার ওপরই হালকা ব্যায়াম করে নিচ্ছে। এই ছয়জন সম্পর্কে ভাইবোন। স্কুল-কলেজে পড়ে। বড় কথা হলো, এই ভাইবোনেরা প্রত্যেকেই ক্রীড়াবিদ। অ্যাথলেটিকসের নানা ইভেন্টে এরই মধ্যে তারা দেখিয়েছে দক্ষতা। ছয় ভাইবোনের অর্জন ৭২০টি পুরস্কার।

যে মেঠোপথের কথা বলা হলো, সেটা গেছে চর রমেশ গ্রামে। ভোলা সদরের ভেদুরিয়া ইউনিয়নে এই গ্রাম। পথঘাট এখন শুকনো মসৃণ থাকলেও বর্ষায় কোমরসমান পানি পার হতে হয় নৌকায়। এ রাস্তা ধরে এক কিলোমিটারের মতো গেলে জহুরুল ইসলামের বাড়ি। লোকে তাঁকে জহুর কোম্পানি বলে ডাকে। জহুরুল ইসলাম ওই ছয় ক্রীড়াবিদ ভাইবোনের বাবা।

স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ ওমর ফারুকের ছোট ভাই জহুরুল ইসলাম। ওমর ফারুক বিমানবাহিনীতে চাকরি করতেন। জহুরুলেরও ইচ্ছা তাঁর সন্তানেরা বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিক। 'তাই সন্তানদের গড়ে তুলছি অ্যাথলেট হিসেবে।' বললেন তিনি। তবে সন্তানদের এখনো কোনো প্রশিক্ষণ দিতে পারেননি। তারপরও ৬ সন্তান এ পর্যন্ত দৌড় ও লং জাম্প প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ৭২০টি পুরস্কার পেয়েছে। এ পুরস্কারের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে রৌপ্যপদকও রয়েছে।

জহুরুল ইসলামের বাড়িটা সবুজ। বাড়িতে ফুল, কাঠ ও ফল-ফলাদির গাছপালা প্রচুর; সেসব গাছে পাখির ডাক। বাড়ির সামনে পুকুর, পেছনে খাল। এর মধ্যে একতলা পাকা দালান। একসময় ব্যবসা করতেন। এখন সেটি নেই। জহুরুলের আট সন্তান। তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ে। বড় ছয়জন খেলাধুলা করে নিয়মিত। বাকি দুই ছেলে সাড়ে চার বছর বয়সী শাহাবুদ্দিন এবং এক বছরের জাহানউদ্দিন। জহুরুলের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, ছেলেমেয়েদের পুরস্কারগুলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। এগুলো সাজিয়ে রাখার শোকেস বা আলমারিও নেই তাঁদের বাসায়। ছবি তোলার সময় পুরস্কারগুলো খাটের ওপর একত্র করা হলো, নানা জায়গা থেকে খুঁজে এনে।

ছয় ভাইবোনের পুরস্কারের সংখ্যা ৭২০!

অ্যাথলেট ভাইবোনদের ঝুলিতে যত পুরস্কার

নাম	পুরস্কার
রাবেয়া আক্তার	৫৫
মর্জিনা আক্তার	১৭৩
মাহিনুর আক্তার	১৬৯
আমেনা আক্তার	১৬৪
মাহিদুল ইসলাম	১১০
সুমাইয়্যা আক্তার	৪৯

জহুরুলের বড় মেয়ে রাবেয়া আক্তার। ভোলা সরকারি ফজিলাতুননেসা মহিলা কলেজে ইংরেজিতে স্নাতক (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষে পড়েন। দশম শ্রেণি পর্যন্ত দৌড়, লং জাম্প, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা, গোলক, চাকতি ও বর্শা নিক্ষেপে ৫৫টি পুরস্কার পেয়েছেন। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি, এসএসসিতে জিপিএ-৫ ও এইচএসসিতে জিপিএ-৪.৯০ পেয়েছেন। ছোট ভাইবোনদের কোচ এই রাবেয়াই, 'আমি যা খেলাধুলা পারি, তা-ই শেখাচ্ছি ওদের।'

রাবেয়ার ছোট মর্জিনা আক্তার। দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে আলতাজের রহমান ডিগ্রি কলেজে। মর্জিনা পেয়েছে ১৭৩টি পুরস্কার। রাবেয়া ও মর্জিনা বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত পুরস্কার পেলেও তাঁদের ছোট দুই বোন মাহিনুর আক্তার ও আমেনা আক্তার জাতীয় পর্যায়ে একাধিকবার লড়াই করে জিতেছে। এ দুজনই ব্যাংকের হাট কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পড়ে। আমেনা ২০১৪ সালে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় রৌপ্যপদক ও মাহিনুর আক্তার ব্রোঞ্জপদক এনেছে। তারা বিকেএসপিতে এক মাসের ক্যাম্পেও যোগ দিয়েছিল। মাহিনুর ১৬৯টি ও আমেনা আক্তার ১৬৪টি পুরস্কার পেয়েছে। বড় বোনদের মতো এ দুজনও পড়াশোনায় ভালো। আরেক বোন সুমাইয়্যা আক্তার ব্যাংকের হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে। সে পেয়েছে ৪৯টি পুরস্কার। ভোলা শহরে অনুষ্ঠিত বিজয় দিবসের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনটি ইভেন্টে পেয়েছে প্রথম পুরস্কার। বোনদের ভাই মাহিদুল ইসলাম ব্যাংকের হাট কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। সে এ বছর জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৬-তে ১০০ মিটার দৌড় ও লং জাম্পে জাতীয় পর্যায়ে জিতেছে রৌপ্যপদক। পুরস্কার গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে। মাহিদুলের ঝুলিতে এখন পর্যন্ত জমা পড়েছে ১১০টি পুরস্কার। ভোলা জেলা শিশু একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আক্তার হোসেন জানালেন অল্পের জন্য মাহিদুল ইসলাম স্বর্ণপদক পায়নি। ওরা সবাই খেলাধুলায় খুব ভালো।

জহুরুল ইসলামের ছেলেমেয়েদের প্রশংসা তাদের শিক্ষকদের মুখে। ব্যাংকের হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহ আলম বললেন, 'প্রথম শ্রেণি থেকেই এরা খেলাধুলা ও লেখাপড়ায় ভালো। সবকিছুতেই ওরা প্রথম পুরস্কার পেয়ে আসছে।' ব্যাংকের হাট কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ইসমাইল জানালেন, কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই জহুরুল ইসলামের ছেলেমেয়েরা দৌড়, দীর্ঘ লাফ, উচ্চ লাফে পুরস্কার পেয়ে আসছে। বিকেএসপিতে প্রশিক্ষণ পেলে এরা জাতীয় মানের অ্যাথলেট হতে পারবে।

জহুরুল ইসলাম ও হোসনেয়ারা বেগম দম্পতি খেলাধুলায় ছেলেমেয়েদের সব সময়ই উৎসাহ দিয়ে আসছেন। তাঁরা জানালেন, সন্তানদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিতে পারেন না। তবে তাদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করেন এই মা-বাবা। মনের জোরেই দৌড়ের মাঠে এগিয়ে চলেছে এই ভাইবোনেরা।

গুণীজন কহেন

জীবন আসলে জঙ্গলের মধ্যে একটি চিড়িয়াখানা।
পিটার ডে ভ্রিস (১৯১০-১৯৯৩)
মার্কিন সাহিত্যিক

নীরস সিনেমা নিয়ে আমার খুব বেশি সমস্যা নেই, সমস্যা হলো যারা এই নীরস সিনেমাগুলো দেখে। তাদের এড়িয়ে যাওয়া অনেক কঠিন কাজ।
রজার জোসেফ এবার্ট (১৯৪২-২০১৩)
মার্কিন লেখক

ইন্টারনেট সমাজকে বদলে দিচ্ছে আর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে চ্যাটের মাধ্যমে।
ডেভ ব্যারি (১৯৪৭)
মার্কিন সাংবাদিক

অর্থ সুখ কিনতে পারে না, কিন্তু এই অর্থ দিয়েই আপনি অনেক বড় নৌকা কিনে ঘুরতে পারবেন।
ডেভিড লি রথ (১৯৫৪)
মার্কিন সংগীতশিল্পী

শব্দভেদ

১	২		৩		৪		৫
৬			৭				
		৮			৯		
১০	১১			১২			
	১৩					১৪	
১৫			১৬				
		১৭				১৮	১৯
২০						২১	

বাঁ থেকে ডানে :
১. মুক্তিযুদ্ধে আহত অথবা নির্যাতিত নারী। ৪. দেখতে সুন্দর কিন্তু অন্তঃসারশূন্য ফলবিশেষ। ৬. ভীতি। ৭. খোকা। ৮. তৃণজাতীয় লম্বা গাছ। ৯. সরু/পাতলা। ১০. দলিল, প্রমাণপত্র। ১২. আধার। ১৩. সাহসী পুরুষ। ১৪. পথিক। ১৫. নীচ/অধম। ১৬. কপটতাহীন। ১৭. বীজ/খাদ্য। ১৮. চুল। ২০. সমাধিক্ষেত্র। ২১. ভগ্নাংশের ভাজ্য।

ওপর থেকে নিচে :
১. বিকৃত/কদাকার। ২. আদালতের সিদ্ধান্ত। ৩. অসন্তুষ্ট। ৪. অঞ্চল, দেশ প্রভৃতির অবস্থানজ্ঞাপক নকশা। ৫. অতিক্রমণ/অগ্রাহ্য। ৮. বানর। ১১. তরুণ/ নতুন। ১২. পদাতিক সৈন্য। ১৪. ইটের টুকরা। ১৫. অতি মূল্যবান রত্নবিশেষ। ১৬. আস্থার অভাব। ১৭. স্ত্রী। ১৯. মৃতদেহ।

তৈরি করেছেন : **মেসবাহ খান,** রাজপাট, মাগুরা।

গত সংখ্যার সমাধান

বে	লা	ভূ	মি		চা	তা	ল
ত	ল		ট	ন	ক		ক্ষ
ন		আ	মি	র		র	ণ
	প্র	ক	ট		কা	জ	
পূ	জা	রি		প্রি	য়	ত	মা
র্বা		ক	বি		দা		তা
প			মা	স		বা	ম
র	চ	য়ি	তা		প্র	বা	হ

বেসিক আলী

শাহরিয়ার

ব্যাটা বলল, এটাতে গরম জিনিস গরম থাকে, আর ঠান্ডা জিনিস ঠান্ডা।
থার্মক্স!

আপনার রাশি

কাজী এস হোসেন

যাঁরা এই সাত দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ শুভ সংখ্যা ৩ ও ৬। শুভ রত্ন গোল্ডেন টোপাজ ও হিরে। শুভ রং হলুদ, হালকা সবুজ ও ধূসর। এবার জেনে নেওয়া যাক ১২টি রাশিতে এ সপ্তাহের পূর্বাভাস :

মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)
সপ্তাহের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। পরিবারের বয়স্ক কারও রোগমুক্তি ঘটতে পারে। এ সপ্তাহে কর্মস্থলে সার্বিক পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। দূরের যাত্রা শুভ।

বৃষ (২১ এপ্রিল-২১ মে)
ব্যবসায়িক লেনদেনে আপনার স্বার্থ অক্ষুণ2 থাকবে। পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ।

মিথুন (২২ মে-২১ জুন)
বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে বিরাজমান জটিলতা দূর হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন।

কর্কট (২২ জুন-২২ জুলাই)
জমিজমাসংক্রান্ত পারিবারিক বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। নতুন চাকরিতে কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন। প্রেমের ঝোড়ো হাওয়া কারও কারও মনকে নাড়া দিতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

সিংহ (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)
এ সপ্তাহে কর্মস্থলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হতে পারে। ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। তীর্থ ভ্রমণ শুভ।

কন্যা (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)
শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ বিদেশ থেকেও সম্মাননা পেতে পারেন। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে।

তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)
বিদেশযাত্রায় প্রবাসী আত্মীয়ের সহায়তা পেতে পারেন। আপনি একজন অভিনয়শিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে একাধিক অভিনয়ের প্রস্তাব পেতে পারেন। ফেসবুকে কারও সঙ্গে প্রেমের শুভ সূচনা হতে পারে।

বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)
চাকরিতে কারও কারও আটকে থাকা পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন। কোনো আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ধনু (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
চাকরির জন্য বিদেশে আবেদন করে কেউ কেউ ইতিবাচক সাড়া পেতে পারেন। পাওনা আদায়ে তৎপর হোন। এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে অর্থ উপার্জন বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে।

মকর (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)
ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। যেকোনো চুক্তি সম্পাদনের জন্য এ সপ্তাহে উদ্যোগ নিতে পারেন। কর্মস্থলে আপনার ওপর বসের সুনজর পড়তে পারে। দূরের যাত্রা শুভ।

কুম্ভ (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
কর্মস্থলে প্রতিপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্যের দেখা পেতে পারেন। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
শিক্ষার্থীদের কারও কারও বিদেশে অধ্যয়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

জোছনা ও জননীর গল্প

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) জয় করেছিলেন লাখো পাঠকের মন। প্রবাসী পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় একটি উপন্যাস

পর্ব : ১১

জি ভালো।
ছেলেমেয়ে স্ত্রী সবাই ভালো?
জি।
এদের ঢাকায় রেখে লাভ নাই। এদের কোনো নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেন।
নিরাপদ জায়গা কোনটা?
সেটাই একটা কথা, নিরাপদ জায়গাটা কী? এই বিষয়ে একটা শের আছে। পুরোপুরি মনে নাই, ভুলে গেছি। ভাবার্থ হলো—
আমাকে একটা নিরাপদ জায়গার সন্ধান দে পারোয়ার দেগার তুমি দাও
যে নিরাপদ স্থানে প্রেম আমাকে স্পর্শ করবে না।
দুপুর বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত মোবারক হোসেন পুত্রের হাসি এবং কান্না দেখলেন। তিনি বড়ই মজা পেলেন। এই সময়টাতে তার একবারও শের শাহ সুরী রোডের কথা মনে পড়ল না। আজই যে সেখানে যেতে হবে এবং আজই কর্নেল সাহেব উপস্থিত থাকবেন— এটাও মনে থাকল না। অথচ তিনি খবর দিয়ে রেখেছেন। মুক্তাগাছার মণ্ডা নিয়ে আসরের নামাজের আগেই একজনের আসার কথা। কর্নেল সাহেবকে মণ্ডা খাওয়াতে হবে। বুধবারে তাঁকে বাসায় পাওয়া যায়— এই খবরটা হয়তো প্রচার হয়ে গেছে। অনেকেই এই দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে।
বেশিরভাগই আসে দুপুরে খাওয়ার সময়। আজ এসেছেন মুসলেম উদ্দিন সরকার। মোবারক হোসেনের ছোট মামা। তিনি টুকটাক ব্যবসা করেন। কোনো ব্যবসাই গোছাতে পারেন না। টাকা-পয়সার টানাটানি হলেই ভাগ্নের কাছে টাকা ধার করতে আসেন। মোবারক হোসেন প্রতিবারই বিরক্ত হন, তবে প্রতিবারই কিছু না কিছু সাহায্য করেন।
দুপুরে মোবারক হোসেন একা খেতে পছন্দ করেন। খাবার সময় কেউ সামনে থাকবে না। সবগুলি পদ হাতের কাছে সাজানো থাকবে, তিনি নিজের মতো ধীরে-সুস্থে খাওয়াদাওয়া সারবেন। তাঁর হাত ধোয়ার শব্দ শুনে একজন কেউ পিরিচে দু'টা জর্দা দেয়া পান নিয়ে আসবে। আজ তাঁকে বাধ্য হয়ে ছোট মামাকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসতে হলো। ছোটমামা মুসলেম উদ্দিন সরকার ভাগ্নের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, তুই এমন বিরক্ত মুখ করে আমার দিকে তাকাচ্ছিস কী জন্যে? আজ টাকা ধার করতে আসি নাই। গণ্ডগোলের বাজারে আমার ব্যবসা ভালো যাচ্ছে। ভালো পয়সা কামাচ্ছি।
এখন আপনার কিসের ব্যবসা?
লবণের ব্যবসা আর মোমবাতির ব্যবসা। কেরোসিনের ব্যবসাতেও নামব। কেরোসিনের ব্যবসাতেও রমরমা ভাব। শুধু আল্লা আল্লা করতেছি। গণ্ডগোল আরো কিছুদিন চলুক। দুই মাস চললেই আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর। তুই রাজি থাকলে কেরোসিনের ব্যবসায় তোকে পার্টনার নিতে পারি। ফিফটি ফিফটি শেয়ার। করবি পার্টনারশিপ ব্যবসা?
না।
আচ্ছা থাক, যে জন্যে এসেছি সেটা শোন। তোর মেয়ের বিয়ের কথা। বিয়ে দিবি? মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট দিবে— এখন বিয়ে দেয়া যায়। হাতে ভালো ছেলে আছে।
মোবারক হোসেন কথা বলছেন না। শুনে যাচ্ছেন। খাওয়ার সময় কথা বলতে তাঁর মোটেই ভালো লাগে না।
ছেলে অত্যন্ত ভালো। এই ছেলে হাতছাড়া করলে আল্লাহ নারাজ হবেন। সুযোগ তো তাঁরই করে দেয়া।
মোবারক হোসেন বললেন, ছেলে কী করে?
ছেলে কিছু করে না, তবে ভবিষ্যতে বড় কিছু করবে ইনশাল্লাহ।
মোবারক হোসেন বিরক্ত চোখে তাকালেন। কী সুন্দর বিয়ের প্রস্তাব— ছেলে কিছু করে না, তবে ভবিষ্যতে বড় কিছু করবে!
মুসলেম উদ্দিন সরকার আগ্রহ নিয়ে বললেন, ছেলের বাবা-মা নাই। মা জন্মের সময় মারা গেছেন। বাবা মারা গেছেন— ছেলের বয়স যখন এগারো। ছেলে নিজের চেষ্টায়, বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায় লেখাপড়া করেছে।
মোবারক হোসেন কিছু বললেন না। কথা বলার কোনো মানে হয় না। পাত্র কিছু করে না, এতিম—এরপর আর কথা কী?
তুই ছেলেটাকে একদিন দেখ।
প্রয়োজন দেখি না।
ছেলেটাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে তোর ভালো লাগবে। ছেলে অত্যন্ত রূপবান।
মোবারক হোসেন বললেন, অত্যন্ত রূপবানকে আমার দেখতেও ভালো লাগে না, কথা বলতেও ভালো লাগে না।
আমি তাকে আজ সন্ধ্যায় তোদের বাসায় আসতে বলেছি।
কেন?
তোদের সঙ্গে চা খাবে।
মোবারক হোসেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, মামা শুনুন, এটা তো আপনার কেরোসিনের ব্যবসা না যে আপনি হঠাৎ কোনো এক ডিলারের কাছ থেকে একশ টিন কেরোসিন কিনে ফেললেন। আপনি কী মনে করে কারো সঙ্গে আলোচনা না করে ছেলেকে রাতে চা খেতে বলেছেন?
মুসলেম উদ্দিন সরকার বললেন, কারো সঙ্গে আলোচনা করি নাই— এটা তো ঠিক না। তোর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছি। বৌমা খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছে।
মোবারক হোসেন ঠান্ডা গলায় বললেন, আপনি অবশ্যই ছেলেকে না করে আসবেন।
মুসলেম উদ্দিন বললেন, তুই শান্ত হ। এত রাগ করার কিছু নাই। আমি বিকালের মধ্যেই নিজে গিয়ে না করে আসব। ভালো একটা ছেলে হাতছাড়া হয়ে গেল— এটাই একটা আফসোস। বড়শিতে মাছ মারার সময় মাঝে মাঝে খুব বড় মাছ বড়শি গিলে তারপর সুতা ছিঁড়ে চলে যায়। তখন বর্শেলের আফসোসের সীমা থাকে না। আমার সে-রকম আফসোস হচ্ছে। এই মাছটা ছিল বিরাট কালবোস। কালবোস চিনিস?
মোবারক হোসেন জবাব দিলেন না। তার খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে পান মুখে দিচ্ছেন।
কালবোস হলো রুই এবং কাতলের শংকর। বাবা হলো রুই মাছ, মা হলো কাতল মাছ। অতি স্বাদু মাছ। একটাই সমস্যা— এরা বংশবিস্তার করতে পারে না। এই জন্যেই হালবোসের সংখ্যা এত কম। হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া যায়।
মামা, আমি কিছুক্ষণ রেস্ট নেব। ফ্যান ছেড়ে শুয়ে থাকব।
আমিও চলে যাব। দেখি ছেলেকে পাই কি না। সে থাকে পুরান ঢাকায়। গলির ভিতর গলি, তার ভিতরে গলি। বাড়ি খুঁজে পাওয়াই সমস্যা। এক কামরার একটা ঘর ভাড়া করে থাকে। ঘরে ঢুকলে মনে হয়, টিনের ট্রাংকের ভিতর ঢুকে পড়েছি।
মোবারক হোসেন শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন।
মুসলেম উদ্দিন বললেন, ছেলের সম্পর্কে আসল কথাটাই তো তোকে বলা হয়নি। গল্প-উপন্যাসে এক ধরনের ছেলের কথা থাকে যারা জীবনে কোনো পরীক্ষায় সেকেন্ড হয় না। সে রকম ছেলে। ফিজিক্স অনার্সে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট, এমএসসিতে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট, ইন্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট। শুধু ম্যাট্রিকে সেকেন্ড হয়েছিল। ছেলের কোনো দাবি-দাওয়া নাই, শুধু তাকে ক্যাশ এগারো হাজার টাকা দিতে হবে। তার কিছু ঋণ আছে, সে ঋণ শোধ করবে। ভবিষ্যতে এই ছেলে কী করবে চিন্তা কর। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হয়ে ঢুকবে। কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়ে স্ত্রী নিয়ে চলে যাবে পিএইচডি করতে। ছেলেকে চা খেতে আসতে বলব?
মোবারক হোসেন চুপ করে আছেন।
মুসলেম উদ্দিন বললেন, বলব চা খেতে আসার জন্য? আসুক না। এসে চা খেয়ে যাক। কত লোকই তো তোর এখানে এসে চা-নাস্তা খেয়ে যায়। তাতে অসুবিধা কী?
সন্ধ্যার সময় আমি থাকব না।
তাহলে একটু রাত করে আসতে বলি। আমাদের সঙ্গে রাতের খানা খাক। বেচারা দিনের পর দিন হোটেলে খায়, একবার বাড়ির খাওয়া খেয়ে দেখুক খাওয়া কাকে বলে।
মোবারক হোসেন 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বললেন না। ঘুমোতে চলে গেলেন। ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। এটা খারাপ লক্ষণ। যখন প্রচণ্ড ঘুম পায় তখন বিছানায় যাওয়া মাত্র ঘুম কেটে যায়।
কর্নেল সাহেবকে আজ আরো সুন্দর লাগছে। তিনি পরেছেন ফুলতোলা হাফ হাওয়াই সার্ট। সাদা রঙের উপর হালকা সবুজ ফুল। মাথায় লাল রঙের কাপড়ের ক্যাপ। চোখ যথারীতি কালো চশমায় ঢাকা। কর্নেল সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি একজন টুরিস্ট। সমুদ্রতীরের কোনো এক শহরে বেড়াতে এসেছেন। স্ত্রীকে হোটেলে রেখে জরুরি একটা মিটিং সারতে এসেছেন। মিটিং শেষ করেই স্ত্রীর কাছে যাবেন। তারা হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের কাছে বেড়াতে যাবে। মিটিং-এ মন বসছে না বলেই তিনি বারবার আঙুল দিয়ে টেবিলে ঠকঠক করছেন।
ইন্সপেক্টর, তোমার এই মাটির হাঁড়িতে কী আছে?
মুক্তাগাছার মণ্ডার। আপনার জন্য আনিয়েছি।
তোমার দেশের যে জিনিসটা তোমার সবচে' প্রিয় সেটা?
ইয়েস স্যার।
থ্যাংকয়্যু। এখন বলো, কেমন আছ?
স্যার, ভালো আছি।
আমি খবর নিয়েছি, তুমি খুব ভালোভাবে তোমার ডিউটি পালন করছ। আমি তোমার উপর খুশি। You are a good Pakistani officer.
থ্যাংকয়্যু স্যার।
তোমার সঙ্গে যে পিস্তলটা আছে, সেটা আমি রেখে দেব।
মোবারক হোসেন চিন্তিত গলায় বললেন, স্যার, আমাকে অফিসে হিসাব দিতে হবে। আপনার কাছে পিস্তল দিয়ে দিলে আমি বিপদে পড়ব।
তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না। তুমি বরং আগামীকাল তোমার অফিসে পিস্তল জমা দিয়ে দিবে।
জি আচ্ছা, স্যার।
তোমাদের এই পিস্তলগুলি পুরনো। ট্রিগার টিপলে দেখা গেল গুলি হলো না। আমি তোমাকে ভালো একটা পিস্তল দিব।
মোবারক হোসেনের পেটে কেমন যেন শব্দ হচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। পায়ের নিচটা অবশ হয়ে যাচ্ছে এরকম অনুভূতি। মনে হচ্ছে তিনি চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ধীরে ধীরে তার শরীর ডেবে যাচ্ছে। আশেপাশে কেউ নেই যে তাকে টেনে তুলবে। জোহর সাহেবে অবশ্য আছেন। তিনি আগের মতো মাথা নিচু করে সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। কটা সিগারেট খাওয়া হয়েছে সেই হিসাব রাখা হয়নি। কর্নেল সাহেব হঠাৎ যদি জিজ্ঞেস করেন, তিনি জবাব দিতে পারবেন না। কর্নেল সাহেব নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হবেন।
ইন্সপেক্টর।
ইয়েস স্যার।
তুমি হঠাৎ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ছ। কী জন্যে?
স্যার, আমি চিন্তিত না।
অবশ্যই তুমি চিন্তিত। তোমার কপাল ঘামছে। তুমি মনে মনে কী ধারণা করছ সেটা বলব? তোমার ধারণা আমি নতুন পিস্তল দিয়ে তোমাকে নির্দেশ দিব— যাও, শেখ মুজিবকে খুন করে ফেলো। তোমার প্রতি এটাই হাই কমান্ডের নির্দেশ। তাই ভাবছ না?
মোবারক হোসেন তাকালেন জোহর সাহেবের দিকে। তার ঠোঁটে চাপা হাসি। এই ভদ্রলোক কটা সিগারেট খেয়েছেন? কর্নেল সাহেব যদি সিগারেটের সংখ্যা জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বিপদে পড়ে যেতে হবে। হে আল্লাহপাক, কর্নেল সাহেব আজ যেন সিগারেটের সংখ্যা না জিজ্ঞেস করেন।
ইন্সপেক্টর।
ইয়েস স্যার।
আমরা এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা করলেও করতে পারি। আততায়ীর হাতে শেখ মুজিবের মৃত্যু। দলপতি শেষ মানেই দল শেষ। তবে এ ধরনের পরিকল্পনা করা হলে তার দায়িত্ব আমরা তোমাকে দিব না। তুমি বাঙালি। কোনো বাঙালিকে আমরা বিশ্বাস করি না। তোমার হাতের টিপ কেমন তাও জানি না। তাহলো হবার কথা না। আমাদের দরকার সার্প শুটার। বুঝতে পারছ?
জি স্যার।
কর্নেল সাহেব মাথা ঝাঁকালেন। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বের করে ঠোঁটে দিলেন। সিগারেট ধরালেন না। তবে তিনি সিগারেটে টান দিচ্ছেন এবং ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গি করছেন। এটা যেন এক ধরনের খেলা।
ইন্সপেক্টর।
ইয়েস স্যার।
একটা শক্তিশালী বাঘ চুপচাপ বসে আছে। তোমরা বাঘটাকে খোঁচাচ্ছ। কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছ, গায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছ। বাঘটার কানের কাছে ক্রমাগত চিৎকার করছ— 'জয় বাংলা, জয় বাংলা'। এই বাঘ তো অবশ্যই ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও। জোহর, তুমি তাকে পিস্তল আর ছয় রাউন্ড গুলি দিয়ে দাও। মিষ্টির জন্যে ধন্যবাদ। মোবারক হোসেন রাতে বাসায় ফিরলেন জ্বর নিয়ে। জ্বর এবং তীব্র মাথার যন্ত্রণা। মুসলেম উদ্দিন ছেলেটিকে নিয়ে এসেছেন। তার নাম নাইমুল। দেখে মনে হচ্ছে ছায়ার কচুগাছ। প্রাণহীন বিবর্ণ। লম্বাতেও বেশি। স্কুলে এই ছেলেকে নিশ্চয়ই তালগাছ ডাকা হতো। মরিয়ম বেঁটে। এই তালগাছের সঙ্গে মরিয়মকে একেবারেই মানাবে না। ছেলের চোখে-মুখে উদ্ধত ভঙ্গি আছে। চোখে চোখ পড়ার পরেও চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না। তাকিয়ে থাকছে।
মোবারক হোসেন তাদের সঙ্গে খেতে বসলেন, কিন্তু কিছু খেতে পারলেন না। তার জ্বর বেড়েছে। পেটে মোচড় দিচ্ছে। তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন।
মুসলেম উদ্দিন যখন তার ভাগ্নেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি-রে ছেলেটাকে পছন্দ হয়েছে? তখন মোবারক হোসেন বললেন, ছেলে পছন্দ হয়নি। কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। ছেলের আত্মীয়স্বজনকে খবর দিন। ওদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে আমাকে এইসবের মধ্যে জড়াবেন না। বিয়ের তারিখ ঠিক করে জানাবেন। আমি খরচ দিব। ছেলে ক্যাশ টাকা যেন কত চায়?
এগারো হাজার।
মোবারক হোসেন বললেন, এগারো হাজার টাকা দিয়ে দিব। কোনো সমস্যা নাই।
কবিতা একবার পড়লে অনেকক্ষণ মাথায় থাকে। শব্দগুলি না থাকলেও ছন্দটা থাকে। ট্রেন চলে যাবার পরেও যেমন ট্রেনের ঝিক ঝিক শব্দ মাথায় বাজতে থাকে সে রকম। এ ধরনের একটা ব্যাপার শাহেদের হয় তার বড় ভাইয়ের চিঠি পাওয়ার পর। চিঠিটা অনেকক্ষণ মাথায় থাকে।
ইরতাজউদ্দিন চিঠি লেখেন রুলটানা কাগজে। সাদা কাগজে তাঁর লাইন ঠিক থাকে না বলে তিনি সাদা কাগজে লিখতে পারেন না। অক্ষরগুলি বড় বড় এবং স্পষ্ট। অক্ষর যেমন স্পষ্ট চিঠির বক্তব্যও স্পষ্ট। এই মানুষটার ভেতর কোনো অস্পষ্টতা নেই।
শাহেদ তার বড় ভাইয়ের চিঠি গতকাল দুপুরে একবার পড়েছে। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় একবার পড়েছে। এখন আরেক দুপুর। শাহেদ ঠিক করেছে, আজ সারাদিনের জন্যেই সে বের হয়ে যাবে। ফিরবে সন্ধ্যার পর। এর মধ্যে একটা ফাঁক বের করে বড় ভাইজানকে লেখা চিঠিটা পোস্ট করে দেবে।
আসমানী বলল, এই, কোথায় যাচ্ছ?

ক্রমশ

অলংকরণ : মাসুক হেলাল

অস্থিরতা

জুয়েল দেব

আঁকা : আসিফুর রহমান

প্রায় মধ্যরাতে মাখন আমাকে ফোন করে বলল, 'দোস্ত, আমার তো খুব অস্থির লাগছে!'
আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম, 'কেমন লাগছে তোর? পেটে ব্যথা করছে? বমি পাচ্ছে?'
মাখন প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'আরে ব্যাটা, এই রকম অস্থিরতা না। আমার অন্য রকম অস্থির লাগছে।'
অস্থিরতা কেমন, সেটা আমি কী করে বুঝব! বিরক্ত হয়ে মাখনকে বললাম, 'কিছু লক্ষণ বল। দেখি লক্ষণ দেখে রোগ ধরতে পারি কি না।'
মাখন আমার চেয়ে দ্বিগুণ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোকে বলছি, আমার অস্থির লাগছে; এটাই কি সবচেয়ে বড় লক্ষণ না!'
আমি দেখলাম, মাখনের কথায় যুক্তি আছে। অস্থিরতাও একটা লক্ষ্মণ হতে পারে। আমি এবার আমার পেটে যত রোগের নাম আছে সব একে একে বের করি—'ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, যক্ষ্মা, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া, এডিস মশা...।'
মাখন আমাকে ঝাড়ি মেরে বলল, 'এডিস মশা কি কোনো রোগ, ব্যাটা বুরবক! ভাগ্য ভালো তুই মেডিকেলে চান্স পাস নাই! ডাক্তার হলে তো সব রোগী মেরে ফেলতি!'
মাখনের কথায় এবার সব ডাক্তারকে আমার শ্রেণিশত্রু মনে হতে লাগল! আমি চুপ হয়ে গেলাম।
'কিরে, তুই হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেলি ক্যান! আমাকে কিছু একটা সাজেশন দে। আমার তো এখনই তিনতলা থেকে লাফ দিয়ে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'
আমি অবাক হয়ে গেলাম, 'তিনতলা থেকে লাফ দিতে ইচ্ছে করছে, এটা আবার কী ধরনের রোগ!'
আমার মতো আন্তর্জাতিক মানের বেকুবকে প্যাঁচানো কথা বলে কাজ হবে না বুঝতে পেরে মাখন এবার সোজা পথ ধরল, 'ইদানীং ফেসবুকে তুই আমার প্রোফাইল পিকগুলো দেখে কিছু বুঝতে পারছিস না?'
আমি আবারও অবাক হলাম, 'খুব সুন্দর ছবি। ক্যামেরার কাজ ভালো। অসাধারণ ফটোগ্রাফি। আমি তো তোর ছবিতে কমেন্ট করেও এই কথাগুলো বলেছি।'
মাখন পারলে মোবাইল ফোনের ভেতর থেকে আমাকে একটা ঘুষি মারে। সে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'ওরে খোদা, এটা আমি কাকে ফোন করলাম!'
আমার হঠাৎ করে মনে হলো, 'ইদানীং তোর প্রোফাইল ছবিগুলো সব একই ধরনের। পুরো ছবিটার এক পাশে তুই। অন্য পাশ পুরোটা খালি। ঘটনা কী?'
মাখন এবার একটু খুশি হলো, 'এই তো বুদ্ধু, এবার তোর মাথা খুলেছে! কেন আমি আমার পাশে পুরো জায়গাটা খালি রাখছি, সেটা কি একবারও তোর মাথায় আসেনি?'
আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমি তো ভেবেছি এটা ছবি তোলার নতুন কোনো স্টাইল। আমিও এই পোজে কয়েকটা ছবি তুলব ভেবেছিলাম। আমার নকিয়া ১২০০ দিয়ে ছবি তোলা যায় না বলে তুলতে পারছি না!'
মাখন হতাশ হয়ে বলল, 'এটা কোনো নতুন স্টাইল না রে, গাধা! আমি আমার পাশে আরেকজনের জন্য এই জায়গাটা খালি রাখছি, এটা বোঝানোর জন্যই এ রকম ছবি।'
এবার সবকিছু আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। মাখনের এই অস্থিরতা তো সেই অস্থিরতা নয়। এই অস্থিরতা একবার জাগলে মন উদাস হয়ে যায়, গলার কাছে একটা কান্না এসে দলা পাকায়, সবকিছু মরুভূমির মতো লাগে। আমি বেশ নরম সুরে মাখনকে বলি, 'তুই সেই পুরোনো স্টাইলে যাসনি কেন? তোর সিঙ্গেল খাটটা ফেলে দিয়ে একটা ডাবল খাট কিনে নিয়ে এলেই তো তোর বাবা সবকিছু বুঝে ফেলতেন। তোর বাবা সেকেলে মানুষ। তাঁকে তো প্রাচীন পদ্ধতি দিয়েই বোঝাতে হবে।'
মাখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'সেকেলে হলে কী হবে তো, বাবার তো ফেসবুক আইডি আছে! বাবা আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড! আমি ফেসবুকে এই স্টাইলের বেশ কয়েকটা ছবি দেওয়ার পর একদিন লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বাবার সামনে দাঁড়ালাম...'
আমি অবাক হই, 'লজ্জা-শরমের কী আছে! তিনি না তোর ফেসবুক ফ্রেন্ড?'
মাখন রেগে যায়, 'ফেসবুকে ফ্রেন্ড হলে কী হবে, বাস্তবে তো বাবা। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার ছবিগুলো কেমন হচ্ছে?"'
আমার খুব কৌতূহল হলো, 'তারপর? তিনি কী বললেন?'
মাখন বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'বাবাও তোর মতো একই কমেন্ট করেছেন। অসাধারণ ফটোগ্রাফি। এই ছবি এক্সিবিশনে যাওয়া উচিত। পুরস্কার পাওয়ার মতো ছবি।'
আমি হাসতে থাকি, 'দেখেছিস, আমি বলেছিলাম না, ছবি খুব ভালো হয়েছে। তুই ছবিগুলো এক্সিবিশনে দিয়ে দে।'
মাখন আমার কথা শুনতেই পেল না বোধ হয়। বলল, 'আমি আর বেশি দিন বাঁচব না, দোস্ত। এত অস্থিরতা নিয়ে কেউ বেশি দিন বাঁচে না! তোকে যা টাকা পাই ওগুলো দিয়ে যাস। মরার আগে একজন ভালো ফটোগ্রাফারকে দিয়ে আরও কিছু ছবি তুলে যাই। স্মৃতি হিসেবে থাকুক।'
আমি নিরীহ সুরে বলি, 'তোর বাসাটা তো তিনতলা। ওখান থেকে লাফিয়ে পড়লে হাত-পা ভেঙে বাসায় বসে থাকবি। তার চেয়ে আমার বাসায় চলে আয়।'
মাখন আগ্রহী হলো, 'তোর বাসায় গিয়ে কী করব?'
'আমার বাসা সাততলায়। এত উঁচু থেকে লাফ দিলে ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যেতে পারে!'
মাখনের গালি শুরু হওয়ার আগেই আমি ফোনের লাইন কেটে দিলাম। আমারও কেমন যেন অস্থির লাগছে!

মুস্তাফিজিও বিজ্ঞাপন তরঙ্গ

মুস্তাফিজ এখন একটা ব্র্যান্ডের নাম। তাঁকে ঘিরে কেমন হতে পারে আমাদের বিজ্ঞাপনগুলো? ভেবে দেখেছে রস+আলো।

লেখা : মো. মিকসেতু

আপনার সন্তান অস্থির? কোনো কথাই শোনে না? পড়াশোনায় মনোযোগ নেই?

চিন্তা কী? আসুন মুস্তাফিজ স্লোয়ার থেরাপি সেন্টারে!

আমাদের কোর্সে যা থাকছে

- মুস্তাফিজের স্লোয়ারের ভিডিও দেখিয়ে মেন্টাল থেরাপি
- মুস্তাফিজের স্লোয়ারের উপকার সম্পর্কে লেকচার
- মুস্তাফিজের স্লোয়ারের মতো স্লো এবং মায়াবী শিক্ষকদের দ্বারা বিশেষ প্রশিক্ষণ

আমাদের থেরাপিতে আপনার চঞ্চল সন্তান হবে মুস্তাফিজের স্লোয়ারের মতোই স্লো! হবে পড়াশোনায় মনোযোগী, উজ্জ্বল করবে আপনার মুখ!

মুস্তাফিজ স্লোয়ার থেরাপি সেন্টার
১৯ টিলা গোসাঁই লেন, স্লোয়ারপুর

আউট অব দ্য ইনবক্স

লুৎফর রহমান
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

এখন আমাদের কথা মুখে মুখে যতটা না হয়, তার চেয়ে বেশি হয় ইনবক্সে। ইনবক্সের মজার কথা নিয়ে নতুন এই বিভাগ। আপনার ইনবক্সে বন্দী হয়ে থাকা মজার কথোপকথন পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানায়। ই-মেইল করুন (ra@prothom-alo.com) অথবা পাঠিয়ে দিন রস+আলো ফেসবুক পেজের (fb.com/Rosh.Alo) ইনবক্সে। চাইলে নাম-ঠিকানা গোপন রাখতে পারেন।

জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন

প্রতিদিন আইন ভঙ্গ করে নগরবাসী পুলিশদের অনেক কাজের সুযোগ করে দেয়। এ জন্য কি নাগরিকদের ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য নয়?

নানান স্বাদে হালুয়া

রেসিপি দিয়েছেন **সিতারা ফিরদৌস**

আনার কলি হালুয়া

উপকরণ : ছানা ১ কাপ, ডিম ৩টি, গুঁড়ো দুধ আধা কাপ, গুঁড়ো চিনি দেড় কাপ, এলাচি গুঁড়ো ১ চা-চামচ, ঘি ৪ টেবিল চামচ, কাজুবাটা ২ টেবিল চামচ, পাইনাপেল এসেন্স আধা চা-চামচ ও পেস্তা কুচি ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি : পেস্তা, গুঁড়ো দুধ, ঘি বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। প্যানে ঘি গরম করে ছানা দিয়ে মাঝারি আঁচে নাড়াচাড়া করতে হবে। সাত-আট মিনিট পর দুধ দিতে হবে যখন হালুয়া প্যানের তলা ছেড়ে আসবে। চুলা থেকে নামিয়ে পছন্দমতো আকারে কেটে নিন।

স্নো হোয়াইট হালুয়া

উপকরণ : ময়দা ১ কাপ, দুধ ২ কাপ, ঘি পৌনে ১ কাপ, চিনি ১ কাপ, এলাচি গুঁড়ো ১ চা-চামচ, কেওড়া ১ টেবিল চামচ, পেস্তা, আমন্ড ও কিশমিশ ৩ টেবিল চামচ।

প্রণালি : চিনি, দুধ চুলায় দিয়ে ফুটে উঠলে নামিয়ে নিন। ঘি গরম করে ময়দা ঘিয়া রং করে ভেজে গরম দুধ, এলাচি গুঁড়ো, কেওড়া দিয়ে নাড়তে হবে। ঘন হয়ে এলে পেস্তা, আমন্ড, কিশমিশ দিয়ে পরিবেশন করার পাত্রে ঢেলে ঠান্ডা হলে পরিবেশন করুন।

গাজরের বোম্বাই হালুয়া

উপকরণ : গাজর ৫০০ গ্রাম, দুধ আধা লিটার, কনডেন্সড মিল্ক ১ কাপ, গুঁড়ো দুধ ১ কাপ, দারুচিনি গুঁড়ো আধা চা-চামচ, এলাচি গুঁড়া আধা চা-চামচ, কেওড়া ১ টেবিল চামচ, জাফরান আধা চা-চামচ, পেস্তা, আমন্ড ও কাজু কুচি আধা কাপ এবং ঘি আধা কাপ।

প্রণালি : কেওড়া জাফরানে ভিজিয়ে রাখতে হবে। গাজর খোসা ছাড়িয়ে সবজি কুরানি দিয়ে ঝুরি করে তরল দুধ দিয়ে সেদ্ধ করে শুকিয়ে নিতে হবে। প্যানে ঘি গরম করে গাজর দিয়ে কিছুক্ষণ ভুনে কনডেন্সড মিল্ক, এলাচি, দারুচিনি গুঁড়ো দিয়ে ১০-১২ মিনিট নাড়াচাড়া করে কেওড়া ভেজানো জাফরান দিয়ে অল্প অল্প করে গুঁড়ো দুধ দিতে হবে আর নাড়তে হবে। অর্ধেক বাদাম দিতে হবে, হালুয়া তাল বেঁধে এলে ঘি মাখানো ডিশে ঢেলে ওপরে বাকি বাদাম ছড়িয়ে দিয়ে সমান করে পছন্দমতো টুকরো করে পরিবেশন করতে হবে।

ছোলার ডালের দরবারি হালুয়া

উপকরণ : ছোলার ডাল ৫০০ গ্রাম, দুধ ১ লিটার, চিনি ১ কেজি, ঘি ১ কাপ, মালাই ১ কাপ, কাজুবাটা ২ টেবিল চামচ, আমন্ডবাটা ২ টেবিল চামচ, খয়া ক্ষীর (দুধের ক্ষীরশা) ১ কাপ, দারুচিনি গুঁড়া আধা চা চামচ, এলাচি গুঁড়া আধা চা চামচ, পেস্তা, আমন্ড, কাজু, কিশমিশ মিলিয়ে আধা কাপ, জাফরান আধা চা-চামচ ও কেওড়া ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি : দুধ জাল দিয়ে আধা লিটার করে রাখতে হবে। ডাল ধুয়ে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে ৪ কাপ পানি, ২ টুকরো দারুচিনি, ২টি এলাচি দিয়ে সেদ্ধ করুন। ডালের পানি শুকিয়ে গেলে দুধ দিয়ে সেদ্ধ করতে করতে শুকিয়ে গেলে বেটে নিতে হবে। জাফরান কেওড়ায় ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্যানে ঘি গরম করে ডাল দিয়ে কিছুক্ষণ ভুনে চিনি, দারুচিনি, এলাচি গুঁড়ো দিয়ে সাত-আট মিনিট ভুনে খয়া ক্ষীর, কাজু ও আমন্ড বাদামবাটা দিয়ে ভুনতে হবে। হালুয়া তাল বেঁধে এলে চুলা বন্ধ করে দিন। কিশমিশ, অর্ধেক বাদাম, কেওড়া ভেজানো জাফরান, মালাই দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে পরিবেশন করার পাত্রে ঢেলে হালুয়ার ওপরে বাকি বাদাম ছিটিয়ে দিয়ে ঠান্ডা হলে পছন্দমতো টুকরো করতে হবে।

পেঁপের ক্রিস্টাল হালুয়া

উপকরণ : কাঁচা পেঁপে ৫০০ গ্রাম, চিনি দেড় কাপ, ঘি আধা কাপ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, কেওড়া ১ টেবিল চামচ, এলাচি গুঁড়ো আধা চা-চামচ, চায়নাগ্রাস ২ টেবিল চামচ, কিশমিশ ১ টেবিল চামচ এবং পেস্তা, আমন্ড, কাজু, আখরোট মিলিয়ে সিকি কাপ।

প্রণালি : পেঁপে সেদ্ধ করে বেটে নিতে হবে। চায়নাগ্রাস আধা কাপ গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে রাখতে হবে। প্যানে ঘি গরম করে পেঁপেবাটা দিয়ে কিছুক্ষণ ভুনে নিন। এবার চিনি দিয়ে ভুনতে হবে। চিনি গলে গেলে লেবুর রস, কেওড়া, এলাচি গুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চায়নাগ্রাস, কিশমিশ কিছু বাদাম দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে পরিবেশন পাত্রে ঢেলে ওপরে বাকি বাদাম ছিটিয়ে চার-পাঁচ ঘণ্টা জমিয়ে পরিবেশন করুন।

ডাবের পানি ক্লান্তি কাটায়, ওজন কমায়। মডেল : ওসিন ও বাপ্পা, ছবি : প্রথম আলো

যেসব পানীয় ওজন কমাতে সাহায্য করে

ওজন নিয়ে আমরা সবাই কমবেশি দুশ্চিন্তা করি। ওজন কমাতে বা ওজন ঠিক রাখতে আমরা হরহামেশাই কোনো না কোনোভাবে চেষ্টা করি। নিয়মিত শরীরচর্চা, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন ইত্যাদি মেনে চলছি। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না এগুলো ছাড়াও শরীরের ওজন কমাতে সহায়তা করে কিছু পানীয়। এ ব্যাপারে পুষ্টিবিদ আখতারুন্নাহার আলো বলেন, ক্ষুধা কমানোর ক্ষেত্রে চা-কফি এগুলো খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যেমন—একজন ব্যক্তি যদি দিনে অনেকবার গ্রিন টি বা কফি পান করেন, তাহলে তাঁর ক্ষুধা কম পাবে, সে ক্ষেত্রে এই পানীয় ওজন কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক সময় আমরা অবসরে বিভিন্ন নাশতা-জাতীয় খাবার খাই, কিন্তু সেসবের পরিবর্তে যদি সবজির স্যুপ খাওয়া যায়, তাহলে তা শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে।

গ্রিন টি
দিনে তিন থেকে পাঁচ কাপ গ্রিন টি খাওয়ার ফলে শরীর থেকে ৩৫-৪০ শতাংশ মেদ ঝরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ব্ল্যাক কফি
ব্ল্যাক কফিতে যেহেতু কোনো দুধ-চিনি থাকে না। কাজেই এটি দিনে দুই-তিনবার খাওয়ার ফলে তা শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে।

দইয়ের স্মুথি
একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, দই যদি

গ্রিন টিও খেতে পারেন

খাদ্যাভ্যাসে রাখা যায়, তবে তা ৬১ শতাংশ মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

করলার জুস
যদিও এটা অনেকেই পছন্দ করেন না এবং শুনতে অরুচিকর মনে হতে পারে। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীর সম্পূর্ণরূপে দূষণ দূর করে। হজমক্রিয়া উন্নত করে।

সবজির জুস
খাওয়ার আগে যদি এক গ্লাস ভেজিটেবলের জুস খাওয়া যায়, তবে তা ওজন কমাতে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

পাস্তুরিত দুধ বা স্কিমড মিল্ক
এতে কোনো রকম ক্যালরি থাকে না। ফলে তা খাওয়ার ফলে শরীরের মেদ ঝরে যায়।

ডাবের পানি
অনেক সময় দেখা যায় আমরা ক্লান্তি কাটাতে সফট ড্রিংকস পান করি। এগুলো শরীরের ওজন বৃদ্ধি করে। এসব পান না করে ডাবের পানি খাওয়া যেতে পারে।

দারুচিনি ও মধুর মিশ্রণ
দারুচিনি ও মধুর মিশ্রণ একসঙ্গে করে গরম পানির সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

আদা ও লেবু
আদা ও লেবুর পানি একটি গ্লাসে পানির সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা ওজন কমাতে সাহায্য করে।

এসব পানীয় সাধারণত শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে। নিয়মমতো এগুলো পান করলে শরীরের ওজন কমানো সম্ভব।

সূত্র : ফেমিনা, নাউলস.কম, ইন্ডিয়া টাইমস।
গ্রন্থনা : **ফারজানা জামান**

ঘাম থেকে গন্ধ ছড়ালে...

হাসান ইমাম

গরমে ঘেমে যান অনেকেই। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সেই ঘাম থেকে যদি গন্ধ ছড়ায় তাহলেই বিপত্তি। নিজে তো বটেই আশপাশের লোকজনও বিব্রত হয়। তবে একটু যত্ন নিলেই এই ঘামের গন্ধ এড়িয়ে চলা সম্ভব।

গরম এলেই কেন শরীর ঘামে, এ প্রসঙ্গে রাজধানীর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের অধ্যাপক আফজালুল করিম বলেন, 'এটা আমাদের আবহাওয়ার কারণে ঘটে। মরুর দেশগুলোতে গরম থাকলেও সেখানের মানুষ সাধারণত কম ঘামে। কারণ, সেখানে আর্দ্রতা কম। আমাদের আবহাওয়ায় গরম তো আছেই, সেই সঙ্গে আর্দ্রতা বেশি। ফলে এই সময়ে ঘরে-বাইরে যেখানেই থাকেন, অধিকাংশ লোকই ঘেমে যান। ঘাম কোনোভাবেই রোগ নয়, এটা শরীরের একটা সাধারণ প্রক্রিয়ামাত্র। তাই চাইলেই ঘাম কমিয়ে চলতে পারেন।'

গরমের দিনে শরীরে সব সময় পোশাক থাকা ভালো। এতে করে ঘামটা কাপড় শুষে নেয়। তাই বাসায় থাকলেও ঘরে পরার উপযোগী কোনো পোশাক গায়ে রাখতে পারেন। ঘামের দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন আফজালুল করিম।

ঘাম কমাতে
বাইরে বের হলে শার্ট, টি-শার্টের নিচে স্যান্ডো গেঞ্জি বা মেয়েরা কামিজের নিচে সেমিজ পরে নিতে পারেন। আর বেশি গরমে বাইরে না থেকে ঠান্ডা পরিবেশে থাকতে চেষ্টা করুন। শীতে আর্দ্রতা কম থাকে বলে মানুষ ঘামে কম। সরাসরি কোনো ধরনের ওষুধ খেয়ে ঘাম রোধ করতে যাওয়াটা হবে বোকামি। কারণ, এসব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি। প্রতিদিন একই পোশাক না পরে নিয়মিত পোশাক বদলে নিতে চেষ্টা করুন। মোটা ও উজ্জ্বল পোশাক পরলে ঘাম শুকানোর বদলে আরও গন্ধ ছড়াতে পারে। তাই তেমন পোশাক বেছে না নেওয়াই ভালো হবে। গরমে নিয়মিত গোসল করা দরকার। তবে গোসলের সময় বেশি সাবান ব্যবহার ঠিক নয়। সাবানে থাকে ক্ষার। এই ক্ষার ঘামে অস্বস্তি বাড়াবে।

যারা বেশি ঘামে, তাদের ঘাম থেকে একধরনের ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হয়। শরীরের ভাঁজে ঘাম জমে থাকলে তখন সেখান থেকে গন্ধ ছড়ায়। তাই শার্টের নিচে যদি গেঞ্জি থাকে, তাহলে সে ঘামটা টেনে নিয়ে শরীর শুকনা রাখতে সাহায্য করবে। কিছু কিছু বডি স্প্রে ঘাম প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই ভালো মানের বডি স্প্রে শরীরে ব্যবহার করে পোশাক পরলে ঘামের গন্ধ প্রতিরোধ হবে। এ ছাড়া শরীরের যেসব স্থানে ভাঁজ পড়ে, সেখানে অল্প করে ট্যালকম পাউডার লাগিয়ে নিলে ঘাম কম হবে। বাইরে থেকে বাসায় ফিরে শরীর শুকিয়ে তারপর গোসল করুন। গোসলের পর কোনো অবস্থাতেই গা না মুছে পোশাক পরা ঠিক নয়।
ভালো করে গা মুছে তারপর কাপড় পরা ভালো। ঘামে ভেজা কাপড় শুকিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে কাপড় থেকে দুর্গন্ধ বের হবে না।

নিয়মিত গোসল করলে ঘাম কমানো সম্ভব। আঁকা : তুলি

ইনিংসজুড়েই এমন আক্রমণাত্মক ছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। ৫০ বলে সেঞ্চুরি করার পথে ফতুল্লায় ● প্রথম আলো

১১ ছক্কায় 'মাশরাফি-ঝড়'

মোহাম্মদ সোলায়মান ●

এমন একটা কীর্তি, তার কিনা এমন উদ্‌যাপন!

১৪ মে কলাবাগানের ইনিংসের ৪৮তম ওভারের শেষ বল। শেখ জামালের বাঁহাতি স্পিনার ওয়াহিদুল আলমকে লং অন দিয়ে বিশাল এক ছক্কা মেরেই সেঞ্চুরি ছুঁয়ে ফেললেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। লিস্ট 'এ' ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি—বাংলাদেশের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের জন্য এটি তো বিশেষ মুহূর্ত হবেই! আর সেঞ্চুরিটাও করেছেন মাত্র ৫০ বল খেলে। লিস্ট 'এ' ম্যাচে বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের দ্রুততম সেঞ্চুরি। আর তার উদ্‌যাপনে কিনা ঠিকঠাক ব্যাটটা তুললেনও না কলাবাগান অধিনায়ক!

মাশরাফি অবশ্য বলতে পারেন কী এমন করেছি যে আবেগে ভাসতে হবে! সেটা বললেও তাঁকে দোষ দেওয়া যেত না। কী অবলীলায় ছক্কাগুলো মেরেছেন, যেন ছক্কা মারা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ। বড় ইনিংস খেললেন সে পরিকল্পনাও ছিল না। নিজেই বললেন, 'দলের রানরেট বাড়াতে নেমেছিলাম। মনে হলো দ্রুত ৩০-৪০ রান করলে দলের রানটা বাড়বে।'

৩৬তম ওভারে যখন উইকেটে আসেন মাশরাফি তাঁর জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন সতীর্থরা। স্কোরকার্ডে তখন ৪ উইকেটে ১৬৯ রান। মুখোমুখি হওয়া প্রথম তিন বলে কোনো রান নেই, শুরুটা করলেন ধীরস্থিরভাবেই। মাশরাফি প্রথম রানটা নিলেন ৩৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে বাঁহাতি স্পিনার নাজমুস সাদাতকে কভার ড্রাইভে চার মেরে। পরের বলেই মিড উইকেট দিয়ে ছক্কা। সেই শুরু ৩৫ বলে প্রথম ফিফটি করা মাশরাফি ফিরলেন ৪৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে শর্ট ফাইন লেগে ক্যাচ দিয়ে।

এর আগে ফতুল্লার নিখাদ ব্যাটিং উইকেটে শেখ জামালের বোলারদের কাঁদিয়ে ১১টি ছক্কা, যার ৮টি অনসাইডে, ২টি লং অফে ও অন্যটি বোলারের মাথার ওপর দিয়ে। ম্যাচ শেষে মুঠোফোনে মাশরাফি সেরা ছক্কা হিসেবে বেছে নিলেন ৪৬তম ওভারের শেষ বলে পেসার মুক্তার আলীর মাথার ওপর দিয়ে মারা ছক্কাটিকেই। এরপর ওয়াহিদুলের করা ৪৮তম ওভারের প্রথম তিন বলে টানা ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন মাশরাফি। সব মিলিয়ে তাঁর ৫১ বলের ১০৪ রানের ইনিংসে চার মাত্র দুটি।

ম্যাচের পরে সেঞ্চুরির চেয়ে দলের জয়টাকেই বড় করে দেখলেন মাশরাফি, 'সেঞ্চুরি করে অবশ্যই ভালো লাগছে। তবে বেশি ভালো লাগছে দল জিতেছে বলে।' অধিনায়ক সেটা বলতেই পারেন, কারণ লিগে প্রথম পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই কিন্তু হেরেছে তাঁর দল। সুপার লিগে ওঠার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে জয় ছাড়া আর উপায় কী!

সেই স্বপ্ন বাঁচাতেই দলের রানরেট বাড়িয়ে নিতে মেরে খেলার কথা ভেবে উইকেটে আসেন মাশরাফি। আর তাতে ১০০-তে পুরোপুরি ১০০ নিয়েই ফিরলেন। উইকেটটা একটু সহজই ছিল, কিন্তু শেখ জামালের বোলিং লাইনআপটা দেখুন। শফিউল ইসলাম, সোহাগ গাজী, মুক্তার আলী, মাহমুদউল্লাহ, আরাফাত সানি—প্রায় বাংলাদেশ দলই বলা চলে। এঁদের মধ্যে মাশরাফির হাত থেকে বাঁচলেন শুধু আরাফাত সানি। বোলিং অ্যাকশন নিষিদ্ধ হওয়ার পর সেদিনই প্রথম খেলতে নামা বাঁহাতি স্পিনারের ১০ ওভারের কোটা যে শেষ মাশরাফির ক্রিজে আসার আগেই।

আরেকটি আক্ষেপের গল্প লিখলেন সিদ্দিকুর ● ছবি : এশিয়ান ট্যুর

তীরে এসে তরি ডোবালেন সিদ্দিকুর

মো. বদিউজ্জামান ●

বলতে গেলে হাত বাড়ালেই ভারত মহাসাগরের নীল জল। মরিশাসের আনাহিতা ফোর সিজনস গলফ কোর্সের পাশের সাগরে যেন সলিলসমাধি হলো সিদ্দিকুর রহমানের তৃতীয় এশিয়ান ট্যুর শিরোপা-স্বপ্ন।

আফ্রো-এশিয়া ব্যাংক ওপেনে আগের তিন রাউন্ডে আধিপত্য দেখিয়েও শেষ মুহূর্তে অবিশ্বাস্যভাবে সিদ্দিকুরের মুঠো ফসকে বেরিয়ে গেল শিরোপা। আবারও শেষ দিনে খেই হারালেন। গত বছরের নয়াদিল্লির হিরো ইন্ডিয়ান ওপেনই যেন ফিরে এল মরিশাসে! অল্পের জন্য হেরে গেলেন কোরিয়ান গলফার জিউংহুন ওয়ানের কাছে, হলো না ইতিহাস গড়া।

১৫ মে শেষ রাউন্ডে সিদ্দিকুর জিততে জিততে হেরে গেলেন পারের চেয়ে দুই শট বেশি খেলে। চার রাউন্ড মিলিয়ে পারের চেয়ে ৫ শট কম খেলে হয়েছেন রানারআপ। সেই সুবাদে জিতে নিয়েছেন ১ লাখ ২৬ হাজার ৫৬৫ ডলার।

দিল্লিতে গত বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য শেষ হোলে স্বাভাবিক খেলাটা খেললেই চলত, কিন্তু সেবার অবিশ্বাস্যভাবে জঙ্গলের মধ্যে বল পাঠিয়েছিলেন! রবিবারও ১৬তম হোলে এসে যতটা বাজে খেলা যায়, ততটাই খেলেছেন। স্নায়ুচাপ সামলাতে পারেননি। টেলিভিশনের ক্লোজআপ শটে যতবার সিদ্দিকুরের চেহারা ভেসে উঠেছে, বারবার দেখা গেছে চিন্তার ছাপ। স্ট্রোক মেরেই দাঁত কামড়ে বলছিলেন, 'বি দেয়ার, বি দেয়ার!' অথচ আগের দিন বলেছিলেন, নির্ভার হয়ে খেলাটা উপভোগ করবেন। কিন্তু শেষ দিকে সেই চাপের কাছেই আত্মসমর্পণ। ১৬তম হোলে করলেন ডাবল বগি। সর্বনাশের শুরুটা তখন থেকেই। অথচ ১৫তম হোল পর্যন্ত শীর্ষে ছিলেন সিদ্দিকুর। তিন হোল বাকি থাকতে জিউংহুনের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন তিন শটে। ১৭তম হোলে আরেকটি বগি, ৩ শটের লিড নিমেষেই উধাও।

শেষ হোলে সমান স্কোর নিয়ে শুরু করেন সিদ্দিকুর ও জিউংহুন। শট নেওয়ার আগে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন থাকেন সিদ্দিকুর। কিন্তু শেষ হোলে পারের সমান খেললেন সিদ্দিকুর, ওয়াং পেলেন বার্ডি। অবশ্য দুর্ভাগ্যই বলতে হবে সিদ্দিকুরের, এই হোলের তৃতীয় শটে বল গর্তে পড়েও বেশি গতি থাকায় শেষমেশ উঠে চলে যায় বাইরে।

চেনা ছন্দে নেই অনেক দিন। চোটও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বারবার। মরিশাস থেকেই সিদ্দিকুর যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন পিঠের ব্যথার চিকিৎসা করাতে। তবে আশার কথা, এ বছর এ পর্যন্ত ৯টি এশিয়ান ট্যুরে অংশ নিয়ে এই প্রথম সর্বোচ্চ সাফল্য পেলেন সিদ্দিকুর। এ বছর এর আগে সবচেয়ে ভালো ফল করেছিলেন ঢাকায় বসুন্ধরা ওপেনে, হয়েছিলেন ৩৫তম। যদিও গত এপ্রিলে ঢাকায় জিতেছিলেন পিজিটিআই টুর্নামেন্ট।

এই টুর্নামেন্টে রানারআপ হওয়ায় প্রথম বাংলাদেশি গলফার হিসেবে অলিম্পিকে খেলার স্বপ্নটাও বেড়েছে। তবে আপাতত আগামী ১১ জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সিদ্দিকুরকে, ওই পর্যন্ত নিজেকে গলফ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬০-এর মধ্যে রাখতে পারলেই খেলতে পারবেন অলিম্পিকে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ৫৪ নম্বরে আছেন সিদ্দিকুর।

নতুন রূপে ফুটবল লিগ

মাসুদ আলম ●

পেশাদার ফুটবল লিগের সাদামাটা চেহারাটা তাহলে এবার একটু 'রঙিন' হচ্ছে!

বাফুফের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কথাবার্তায় অন্তত তেমনই আশাবাদ। আশার ভিত্তিটা গড়ছে সাইফ পাওয়ারটেক। প্রতিষ্ঠানটি প্রথমবারের মতো দেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আয়োজনে ১৫ বছরের স্বত্ব কিনেছে বাফুফের কাছ থেকে। এখন তারা আগামী পাঁচ বছরের জন্য পেশাদার লিগের স্বত্বও নিচ্ছে।

সাইফ পাওয়ারটেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তরফদার রুহুল আমিন কাল সে রকমই বললেন, 'আমরা পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগটাও নিচ্ছি। এই লিগটাকে আকর্ষণীয় করতে প্রয়োজনীয় সবই আমরা করব।' কীভাবে করবেন দিলেন সেই ব্যাখ্যাও, 'ঢাকার বাইরে খেলা নিয়ে যাব। মাঠে দর্শক আনতে সব রকম প্রচারণাই চালাব। আশা করছি, শিগগিরই বাফুফের সঙ্গে কাগজ-কলমে চুক্তি হয়ে যাবে।'

জানা গেছে, প্রিমিয়ার লিগের স্বত্ব বাবদ প্রতিবছর সাইফ পাওয়ারটেক পাঁচ কোটি টাকা দেবে বাফুফেকে। গতবার 'মান্যবরের' কাছে মাত্র এক কোটি টাকায় লিগের স্পনসরশিপ বিক্রি ছিল বাফুফের ব্যর্থতা, এবার এক লাফে পাঁচ কোটি হওয়া মানে বড় অগ্রগতিই। তবে বছর বছর টাকার অঙ্ক একটু বাড়তে পারে। এসব নিয়ে চলছে আলোচনা।

বাফুফের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি সালাম মুর্শেদী যেমন কাল বললেন, 'পাঁচ বছরে পাঁচ কোটি টাকা করে কথা হয়েছে। সবকিছু মোটামুটি পাকা। স্পনসর চায় ঢাকার বাইরে খেলাটাকে বেশি করে নিয়ে যেতে। আমরাও সেটিই চাই। এবার লিগের ভেন্যু বাড়বে এবং আকর্ষণীয় হবে।'

শোনা যাচ্ছিল, সাইফ পাওয়ারটেক বাফুফের একাডেমির স্বত্ব নিতে চায়, কিন্তু একাডেমি লম্বা সময়ের জন্য পেতে সরকারি অনুমোদন লাগবে, এ কারণেই ওই প্রক্রিয়াটা আপাতত থমকে আছে। এই ফাঁকে লিগ নিয়ে কথাবার্তা এগিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি মূলত আগামী বছর থেকে প্রিমিয়ার লিগের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিল। তবে এ বছরের শেষ দিকে যেহেতু বাংলাদেশ সুপার লিগ অর্থাৎ বিএসএল হবে, সেটার প্রস্তুতি হিসেবে এবারই লিগের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তারা।

বিসিএলের সঙ্গে জুলাইয়ে শুরু প্রিমিয়ার লিগের যোগসূত্র গড়ে দিচ্ছে ভেন্যু। বিএসএল কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়েছে, বিএসএল হবে আটটি ভেন্যুতে। সেই ভেন্যুগুলোতেই প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ করা হবে। ফলে ভেন্যুগুলো বিএসএলের আগেই তৈরি হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রিমিয়ার লিগের ভেন্যু হিসেবে ঢাকার ও চট্টগ্রামের সঙ্গে সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, খুলনা বা গোপালগঞ্জ আছে বিবেচনায়। ভেন্যু সংস্কারের ব্যাপারে ২২ মে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথ সভা আছে বাফুফে ও বিএসএল কর্তৃপক্ষের।

বিএসএলের প্রস্তুতি হিসেবে দুটি মাঠ থেকে একই সময়ে খেলা সরাসরি সম্প্রচার করতে ২৪ সেট ক্যামেরা কিনছে সাইফ পাওয়ারটেক। দুটি মাঠে ব্যবহার করার মতো ডিজিটাল বিলবোর্ড আনা হচ্ছে জার্মানি থেকে। একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আইপিএলের দল কেকেআরের স্পনসর প্রতিষ্ঠান। বিএসএলের দূত হিসেবে ডিয়েগো ম্যারাডোনার জুনের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশে আসার কথা হয়েছিল। তবে সেটি পিছিয়ে দিয়ে আরও আঁটসাঁট প্রস্তুতি নিয়েই ম্যারাডোনাকে আনার কথা বলছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

ম্যারাডোনা আসা মানে শুধু বিএসএল নয়, প্রিমিয়ার লিগের পালেও হাওয়া লাগা!

ভুলোমনা আম্পায়াররা

ক্রীড়া প্রতিবেদক ●

১৬ মে প্রিমিয়ার লিগের কলাবাগান একাডেমি-আবাহনী ম্যাচের ঘটনা। কলাবাগান ক্রিকেট একাডেমির ইনিংসের দশম ওভার শেষ হয়ে গেছে, একাদশ ওভার করার জন্য বলও হাতে নিয়েছেন আবাহনীর বাঁহাতি স্পিনার অমিত কুমার। প্রথম পাওয়ার প্লে শেষে শুরু হওয়ার কথা দ্বিতীয় পাওয়ার প্লে। কিন্তু কোথায় যেন একটা ছন্দপতন। মাঠের আম্পায়াররা যে নতুন পাওয়ার প্লে শুরুর সংকেতই দেননি। তাঁদের সংবিৎ ফেরে মাঠের বাইরে থেকে রিজার্ভ আম্পায়ার মাথার ওপর হাত ঘুরিয়ে ও চিৎকার করার পর!

খানিক পর আরেকটি ওভার শুরুর আগে দেখা গেল আবাহনীর এক ফিল্ডার ইশারা ও চিৎকার করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন নন-স্ট্রাইকার প্রান্তের আম্পায়ার মিজানুর রহমানের। কারণটা পরিষ্কার হলো একটু পর, প্রতি ওভার শেষে যে নিজের প্রান্তের বলটা পকেটে পুরতে হয় সেটিই ভুলে গেছেন আম্পায়ার! বলটা তাই থেকে যায় ওই ফিল্ডারের হাতে।

অবশ্য ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক, এই মৌসুমে সেদিনই প্রথম প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন দুই আম্পায়ার জাহাঙ্গীর আলম ও মিজানুর রহমান। বড় ম্যাচের চাপ হয়তো সামলাতে পারেননি। এসব ভুলের বাইরেও তাঁদের কিছু সিদ্ধান্ত খুশিমনে মানতে দেখা যায়নি একাডেমির ব্যাটসম্যানদের।

ফিফার প্রথম নারী মহাসচিব

সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ঘোষণা দিয়েছিলেন ফিফায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়াবেন। তবু কাল মেক্সিকোয় ফিফার ৬৬তম কংগ্রেসে সংস্থার মহাসচিব হিসেবে সেনেগালের কূটনীতিক ফাতমা সামুরার নাম ঘোষণা এল চমক হয়েই। ফিফার ইতিহাসে প্রথম নারী মহাসচিব সামোরা। জুনের মাঝামাঝি নিয়োগ পাওয়ার আগে একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা কমিটি তাঁর যোগ্যতা যাচাই করবে। মজার ব্যাপার, ৫৪ বছর বয়সী এই কূটনীতিকের সঙ্গে ফুটবলের কোনো সম্পর্ক নেই। এএফপি

প্রথম 'স্বাধীন' চেয়ারম্যান পেল আইসিসি

আইসিসির চেয়ারম্যান পদে দাঁড়াবেন বলে ১০ মে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। শশাঙ্ক মনোহরের ইচ্ছেটা পূরণ হলো। তবে ঠিকভাবে দাঁড়াতেও হলো না, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইসিসির সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম স্বাধীন চেয়ারম্যান হলেন মনোহর।

গত নভেম্বরে এন শ্রীনিবাসন অপসারিত হওয়ার পরই অবশ্য আইসিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন মনোহর। দায়িত্ব নিয়েই আইসিসির গঠনতন্ত্রে বদল এনে তিন মোড়ল নীতি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। গত ফেব্রুয়ারির ওই পরিবর্তনে সঙ্গে এই ঘোষণাও দেওয়া হয়, এখন থেকে আইসিসি চেয়ারম্যান হবেন পুরোপুরি স্বাধীন। কোনো দেশের বোর্ডের সঙ্গে জড়িত কেউ আইসিসি চেয়ারম্যান হতে পারবেন না।

শশাঙ্ক মনোহর

এই নিয়ম মেনেই বিসিসিআই থেকে সরে গিয়েছিলেন মনোহর। আজ হয়ে গেলেন আইসিসির প্রথম স্বাধীন চেয়ারম্যান। এই পদে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্য কেউ ছিলেন না। আগামী দুই বছর অবৈতনিক এই পদে দায়িত্ব পালন করবেন ৫৮ বছর বয়সী ভারতীয় আইনজীবী।

১২ মে আইসিসির বিবৃতিই দিল এই ঘোষণা, 'মনোহরই ছিলেন চেয়ারম্যান পদে একমাত্র মনোনীত ব্যক্তি এবং বোর্ডও সর্বসম্মতভাবে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে থাকা স্বাধীন নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান আদনান জাইদি তাই মনোহরকে বিজয়ী ঘোষণা করে পুরো প্রক্রিয়ায় সমাপ্তি টেনেছেন।'

এতে নিশ্চিত হয়ে গেল, এন শ্রীনিবাসনের পর আবারও আইসিসির দায়িত্ব থাকছে একজন ভারতীয়র হাতেই। তবে শ্রীনিবাসনের 'তিন মোড়লের নীতি'র যুগ থেকে বেরিয়ে মনোহরের আইসিসি আরও অনেক বেশি ক্রিকেট-উন্নয়নে অবদান রাখবে, এমনটাই বিশ্বাস ক্রিকেটপ্রেমীদের।

কোনো বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করছেন না, এ জন্যই তাঁকে স্বাধীন চেয়ারম্যান বলা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত স্বাধীন থাকতে পারবেন তো মনোহর? সূত্র : ক্রিকইনফো।

থেমে গেল ক্যারিবীয় কণ্ঠস্বর

অর্ধশতাব্দী ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট মানেই টনি কোজিয়ার। তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল ক্যারিবীয় ক্রিকেটের কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠ ১১ মে রাতে থেমে গেল চিরতরে। ৭৫ বছর বয়সে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ধারাভাষ্যকার।

সাংবাদিকতার ছাত্র কোজিয়ার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন মাত্র ১৮ বছর বয়সে। লেখালেখি দিয়ে শুরু, তবে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ধারাভাষ্য দিয়েছেন ১৯৬৫ সালে, ২৫ বছর বয়সেই! ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচ দিয়ে শুরু, এর পরের পঞ্চাশ বছরে তাঁর কণ্ঠ, লেখনী দিয়ে মুগ্ধ করেছেন ক্রিকেটামোদীদের। শুধু ধারাভাষ্যকার নন, একজন ক্রীড়ালেখক ও ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ইতিহাসবেত্তা হিসেবেও তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ক্রিকেটে। তাঁর মৃত্যুতে তাৎক্ষণিকভাবে শোক প্রকাশ করেছেন অসংখ্য সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রীড়ালেখক। হার্শা ভোগলের টুইটই যেন বলে দিল সব, 'খুব ভালোভাবে যান টনি কোজিয়ার! খেলাটির শোভা বাড়িয়েছেন আপনি। গাম্ভীর্য, সম্মান ও ভালোবাসা সবই ছিল আপনার মধ্যে। খেলাটিকে একই সঙ্গে অভিভাবক ও সন্তানের মতো ভালোবেসেছিলেন।' বিবিসি।

রক্তাক্ত রিয়ালের ফ্যান ক্লাব

আবারও রক্তাক্ত ফুটবল। ফুটবলকে ভালোবাসার দায়ে জীবন গেল ১৬ সমর্থকের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ইরাকে। দেশটির বিভিন্ন শহরে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থক ক্লাবের শাখা আছে। ১৩ মে শুক্রবার সামারার এমন একটি শাখায় হামলা চালায় আইএস জঙ্গিরা। ক্লাবের টিভিতে তখন রিয়ালের পুরোনো একটি ম্যাচ দেখছিলেন ৫০ জন সমর্থক। একে-৪৭ হাতে সন্ত্রাসীদের হামলায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ১৪ জন সমর্থক। গুরুতর আহত ২৮ জন।

এ ব্যাপারে ফ্যান ক্লাবের সভাপতি জিয়াদ সুবহান বলেছেন, 'আইএসের সন্ত্রাসীরা একে-৪৭ নিয়ে ক্লাবে ঢুকল। তারপর সবার দিকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকল। কারণ, ওরা ফুটবল পছন্দ করে না।' এএসডটকম।

স্টেডিয়ামের বাতাস বিকোচ্ছে হাজার টাকায়!

কয়েক মাস আগে বললেও কথাটা অবিশ্বাস্য শোনাত। বাতাসও নাকি বিক্রি করার বিষয়! গত বছরের শেষ দিকে কানাডার একটি প্রতিষ্ঠান বোতলে করে বিশুদ্ধ বাতাস বিক্রি করা শুরু করেছিল। মানববসতি নেই এমন বন থেকে বাতাস ভরে এনে বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরগুলোতে বিক্রি করা হচ্ছিল। তাই বলে ফুটবলেও এভাবে বাতাস বিক্রির ধারণা এসে যাবে, কে ভেবেছিল!

অনলাইনে কেনাকাটার জন্য বিখ্যাত ওয়েবসাইট ইবে-তে ঢুকলে এই চমকটাই অপেক্ষা করবে আপনার জন্য। স্টেডিয়ামের বাতাস ক্লিপ লাগানো বোতলে ভর্তি করে বিক্রি করছেন এক লেস্টার সিটি সমর্থক। এই বাতাস অবশ্য বিশুদ্ধতার ছোঁয়া দিতে নয়, বরং আসছে সুখস্মৃতি হিসেবে। বিক্রিও হচ্ছে, ১০ বোতল বাতাস বিক্রি করার ঘোষণা দিয়ে ইবে-তে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ওই লেস্টার সমর্থক, এরই মধ্যে বেশ কিছু বোতল বিক্রিও হয়ে গেছে।

গোলমেলে লাগতে পারে, তবে এটা সত্যি ঘটনা। প্রিমিয়ার লিগে এবার রূপকথা লিখে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লেস্টার, বিপণন তালিকায় উঠে এসেছে তাদের কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামের বাতাস। মৌসুমের শেষ 'হোম' ম্যাচে এভারটনের সঙ্গে জয়ের দিনে লেস্টারের হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা। উৎসব মুখর স্টেডিয়ামের সেদিনের বাতাসই বোতলে ভরে বিক্রি করা হচ্ছে, চ্যাম্পিয়নদের সুবাস দিতে।

রানিয়েরি, মাহরেজ, ভার্ডিরা যে বাতাসে নিশ্বাস নিয়েছেন, 'বিখ্যাত' সেই বাতাসের দাম হাঁকানো শুরু হওয়ার কথা ৫ পাউন্ড থেকে। কিন্তু যে দুই বোতল বিক্রি করা হয়েছে, তার দাম কত উঠেছে জানেন? ৩০ পাউন্ড! বাংলাদেশি টাকায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার! চ্যাম্পিয়ন বলে কথা! এত আগ্রহ দেখেদাম বাড়িয়ে ২০ পাউন্ড করা হয়েছে এখন। সূত্র : গোলডটকম।

ক্যানসারে আক্রান্ত সাবেক ফুটবলার ইকরামুল বাশারকে দেখতে তাঁরই ছোট ভাই হাবিবুল বাশারের বাসায় গিয়েছিলেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মুর্তজা, মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবাল ও তাসকিন আহমেদ ● প্রথম আলো

সবাইকে পাশে চান মোহামেডানের 'তুহিন'

নাইর ইকবাল ●

মাশরাফি বিন মুর্তজার মনে নেই তাঁর খেলা। ইকরামুল বাশার, যিনি 'তুহিন' নামে আশির দশকে ঢাকার ফুটবলে পরিচিত ছিলেন, মাশরাফির তাঁর খেলা মনে থাকার কোনো কারণও নেই। মাশরাফি তাঁকে দেখতে তাঁরই ছোট ভাই হাবিবুল বাশারের বাসায় ছুটে এসেছিলেন ইকরামুল একজন ফুটবলার ছিলেন বলেই।

মাশরাফির সঙ্গে এসেছিলেন তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম আর তাসকিন আহমেদ। হাবিবুলের লালমাটিয়ার বাসায় তাঁরা সবাই এসেছিলেন পাকস্থলীর ক্যানসারে আক্রান্ত ইকরামুল বাশারের পাশে দাঁড়াতে।

এই প্রজন্মের অনেকের কাছে একটু অপরিচিতই ইকরামুল। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি খেলেছিলেন মোহামেডানে। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবটা এমন সময়ে হয়েছিল যখন ঢাকার ফুটবলে গোলরক্ষক বলতে সবাই সাঈদ হাছান কানন, মোহাম্মদ মহসিন কিংবা আতিকুর রহমান আতিককে চেনেন। সাঈদ হাছান কানন তখন তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে। মোহামেডানের মতো দলের দ্বিতীয় গোলরক্ষক ইকরামুল বাশারের স্থান ছিল সাইড বেঞ্চেই। কাননের অসুস্থতা কিংবা নেহাতই কোচের ইচ্ছায় যখনই সুযোগ পেয়েছেন, নিজের সর্বোচ্চটাই উজাড় করে দিয়েছেন। সে কারণেই ইকরামুলের প্রতি মোহামেডানের সমর্থককুলের ছিল আলাদা একটা শ্রদ্ধাবোধ, আলাদা সহানুভূতি। ১৯৭৮ সালে ইরানের হয়ে বিশ্বকাপ খেলা কোচ নাসের হেজাজি তখন মোহামেডানের কোচ। নিজে গোলরক্ষক ছিলেন বলেই হয়তো ইকরামুলের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল হেজাজির। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তাঁর পিছু লেগে ছিল দুষ্টগ্রহের মতো! বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সুযোগ পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু প্রতিবারই চোট তাঁর সামর্থ্যকে প্রকাশিত হতে দেয়নি। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অনেকটা আক্ষেপ নিয়েই তাই শেষ হয়েছে তাঁর ফুটবল-ক্যারিয়ার।

খেলা ছাড়ার পর থেকেই নিভৃতচারী ইকরামুল বাশার। অনেকেই জানতে পারেনি যে তাঁর ছোট ভাই দেশের ক্রিকেটের এত বড় তারকা। সাবেক অধিনায়ক। অথচ ছোট ভাইকে ক্রিকেটে উৎসাহ দিয়ে গেছেন নিরন্তর। হাবিবুল নিজেই বলেছেন, তাঁর ক্রিকেটার হয়ে ওঠার পেছনে বড় ভাইয়ের ভূমিকা বিশাল।

বয়স মাত্র ৫৩। স্ত্রী আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। কিন্তু গত জানুয়ারিতে হঠাৎই ধরা পড়ল, প্রাণঘাতী কর্কট রোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে। আজ তিনি শয্যাশায়ী, ধূসর চোখে খুঁজে ফেরেন জীবনের সাজানো বাগানটাকে। একসময় গ্লাভস পরে গোলবারের নিচে নিজের দলকে কত বড় বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আজ জীবনের লড়াইয়ে দিশেহারা। তবে একজন গোলরক্ষকের মতোই চান, এই কঠিন লড়াইয়ে তাঁর সামনের রক্ষণভাগটা যেন একটু আঁটসাঁট হয়।

রক্ষণটাকে শক্তিশালী করতেই মাশরাফি-তামিম-মুশফিক-তাসকিনরা ইকরামুল বাশারের পাশে। মাশরাফি চান মোহামেডান এগিয়ে আসবে তাঁর সাহায্যে, 'যেহেতু তিনি মোহামেডানে অনেক দিন খেলেছেন, মোহামেডানের প্রতি তাঁর একটা দাবি আছেই। নিজেদের স্বর্ণযুগের সাবেক গোলরক্ষকের জীবনের সব সুখ ফিরিয়ে দিতে মোহামেডান এগিয়ে আসতেই পারে।'

তামিম এসেছেন একজন ক্রীড়াবিদের প্রতি ক্রীড়াবিদ হিসেবে নিজের অন্তরের ডাক শুনে, 'তিনি খেলোয়াড়ি জীবনে কত মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন, আমরা নিজেদের জায়গা থেকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর আনন্দময় জীবনটা ফিরিয়ে দিতে পারি।' মুশফিকুর রহিমও মাশরাফি-তামিমদের সঙ্গে একমত, 'সবাই নিজেদের মতো করে তাঁর জন্য এগিয়ে এলে তিনি আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে পারেন।'

তাসকিন চান ইকরামুলের পাশে সমাজের বিত্তবান ক্রীড়া সংগঠকদের সাহায্যের হাত। সামনে একটা রক্ষণদেয়াল গড়ে উঠছে, দুরারোগ্য ব্যাধিটার বিরুদ্ধে এখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান ইকরামুল বাশার—মোহামেডানের 'তুহিন'।

‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৪’ বিজয়ীদের হাতে ১১ মে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্ষীয়ান থেকে শুরু করে একেবারে শিশুশিল্পীরাও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পায় সেদিন। তাঁদের ভালো লাগা ও ভবিষ্যৎ কাজ নিয়ে কথা বলেছেন দুই প্রজন্মের দুই বিজয়ী **সৈয়দ হাসান ইমাম** ও **বিদ্যা সিনহা মিম**। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন **হাবিবুল্লাহ সিদ্দিক**

আমি একা টিমটিম করে জ্বলছি

- হাসান ইমাম

● **প্রশ্ন :** আজীবন সম্মাননা পাওয়ার পর কেমন লাগছে?
উত্তর : আজীবন সম্মাননা পেলে তো ভালোই লাগে। এর মধ্য দিয়ে সারা জীবনের কাজের একটা স্বীকৃতি পাওয়া যায়। আমাদের সময়ের সবাই তো অবসর নিয়েছে। অনেকে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আমি একাই টিমটিম করে জ্বলছি। তো সেই জায়গায় থেকে পুরস্কার পাওয়া কিন্তু আনন্দের। এই যে রানী সরকার পুরস্কার পেল, ও কিন্তু আমার চেয়ে নয় বছরের ছোট। আমার সমসাময়িক কিন্তু কেউ নেই। এখনো যে মানুষ মনে রেখেছে, এটাই ভালো লাগে।

● **প্রশ্ন :** টিমটিম কোথায়? আপনি এখনো দিব্যি কাজ করছেন...
উত্তর : তা বলতে পারো। এ বছরও আমি তিনটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছি। নিয়মিত টিভি নাটকেও অভিনয় করছি। অভিনয় করে আনন্দ পাই, এ কারণেই করা। শুধু তাই নয়, শাহ আলম মণ্ডলের ছবি *সাদা কালো প্রেম*-এ সম্প্রতি গানও গেয়েছি একটা। বলতে পারো নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট (বিভাগ) খুললাম। হা হা হা। সাবিনা ইয়াসমীনের সঙ্গে ডুয়েট গান গাইলাম।

● **প্রশ্ন :** তাহলে সম্মাননা তো আপনার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল।
উত্তর : এটা আসলে দায়িত্ব বাড়া-কমার ব্যাপার না। আমরা চিরকালই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছি এবং করছি। তবে আমি চলচ্চিত্রকে খুব বেশি প্রাধান্য দিতে পারিনি। কারণ, দেশকে সময়ে দিতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা বিরতি দিয়েছি। ঘাতক দালাল নির্মূল আন্দোলনের সময় বিরতি গেছে। এ ছাড়া দেশের বাইরেও থেকেছি সাত বছর। সব মিলিয়ে জীবনের অনেকটা সময় এ মাধ্যম থেকে দূরে ছিলাম। দেশকে বাদ দিয়ে তো আর চলচ্চিত্র নয়। তাই সব সময় আগে দেশকে প্রাধান্য দিয়েছি।

● **প্রশ্ন :** নতুনদের জন্য কোনো পরামর্শ আছে?
উত্তর : এখনকার সময়টা কিন্তু আমাদের সময়ের মতোই। কিছু ছেলেমেয়ে খুব ভালো কাজ করছে। আবার সাধারণ মানের কাজও অনেকে করছে। এটা সব সময়ই হয়ে থাকে। তবে সত্যি বলতে, ভালো কাজ করা ছেলেমেয়ের সংখ্যাটা কিন্তু বেশি। নতুনদের জন্য আমার পরামর্শ হলো, যত দিন পর্যন্ত কাজের ওপর ভালোবাসা থাকে, তত দিন পর্যন্ত কাজ করা উচিত। এটা বয়সের ব্যাপার না, ভালোবাসার ব্যাপার। তাই ভালোবেসেই সব কাজ করা উচিত।

অভিনয়-জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন

- বিদ্যা সিনহা মিম

● **প্রশ্ন :** শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়ার পর কেমন লাগছে?
উত্তর : এটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার অভিনয়জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। কিন্তু এক দিক থেকে একটা খারাপ লাগাও কাজ করছে। আমি যে ছবির জন্য (*জোনাকির আলো*) পুরস্কার পেয়েছি, সেই ছবির পরিচালক প্রয়াত খালিদ মাহমুদ মিঠু আমাকে প্রথম খবরটা জানিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অথচ তিনি আমাকে পুরস্কার হাতে দেখে যেতে পারলেন না। তিনি বেঁচে থাকলে নিশ্চয় অনেক খুশি হতেন।

● **প্রশ্ন :** *জোনাকির আলো* ছবিতে অভিনয়ের সময় কি ভেবেছিলেন এর জন্য এমন স্বীকৃতি পাবেন?
উত্তর : না না, সেভাবে একদমই ভাবিনি। তবে শুটিংয়ের সময় পরিচালক আমাকে বলেছিলেন, ‘মিম, তুমি অনেক ভালো অভিনয় করেছ। এবার পুরস্কার পেতে পারো।’ তিনি মাঝেমধ্যেই এ কথাটা আমাকে বলতেন।

● **প্রশ্ন :** পুরস্কার গ্রহণের সময় আপনি প্রধানমন্ত্রীকে কিছু বলেছিলেন। কী বলেছিলেন, জানতে পারি?
উত্তর : পুরস্কার নেওয়ার সময় আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি তাঁকে। পরে গিয়ে যখন তাঁর সঙ্গে কথা হলো, তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘খুব ভালো লাগে তোমরা তরুণেরা যে কাজ করছ।’ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম আংকেল, তিনি আমাকে দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, ‘ও নতুনদের মধ্যে অনেক ভালো কাজ করছে।’ প্রধানমন্ত্রী মজা করে বললেন, ‘ও এত লম্বা, ওর জন্য তো এখন হিরো পাওয়া কঠিন!’ পাশে ছিলেন আলমগীর আংকেল। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন, ‘তুমি যদি এখনকার হিরো হতে, তাহলে ওর জন্য খুব ভালো হতো।’ আসলে একটু কথা বলেই বুঝেছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী খুব সহজেই মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন। বিদায় নেওয়ার সময় বললেন, ‘দোয়া করি তুমি অনেক ভালো কাজ করো।’ তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ পাওয়া আমার জন্য অনেক ভালো লাগার ব্যাপার।

● **প্রশ্ন :** পুরস্কার তো আপনার দায়িত্ব বাড়িয়ে দিল...
উত্তর : একদম ঠিক। এখন দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। কাজ করার সময় ভেবে এবং বেছে বেছে করব। আমি কিন্তু আগে থেকেই ভেবেচিন্তে কাজ করতাম। এখন আরও সচেতন হব। ভালো গল্প, ভালো চরিত্র দেখে নিয়ে তবেই নতুন চলচ্চিত্রে চুক্তিবদ্ধ হব।

সুচিত্রা সেন

মৌটুসি বিশ্বাস

সুচিত্রা সেন হবেন মৌটুসি বিশ্বাস?

বিনোদন প্রতিবেদক ●

ওপরের ছবিগুলো নিশ্চয় কৌতূহল তৈরি করেছে পাঠকমনে। পঞ্চাশের দশকের ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্রের স্বপ্নকন্যা সুচিত্রা সেনের ছবির মতো করে কেন সেজেছেন অভিনেত্রী মৌটুসি বিশ্বাস? মেকআপ, পোশাক, কেশসজ্জা—সবই প্রায় মিলে গেছে সুচিত্রা সেনের সঙ্গে। তাহলে কি নতুন করে সুচিত্রা সেন জীবন্ত হচ্ছেন পর্দায়? এর জবাব দিলেন নির্মাতা সত্যজিত রায়। তরুণ এই নির্মাতা তৈরি করছেন নাটক *আমি সুচিত্রা নই*। নির্মাণের আগে পরীক্ষামূলকভাবে সুচিত্রা সেনের সাজে ছবি তুলতে হয়েছে মৌটুসিকে। নির্মাতা সেই ছবি দেখে সন্তুষ্ট হওয়ার পরই নাটকে অভিনয়টা নিশ্চিত হয়ে গেছে মৌটুসির।

নির্মাতা সত্যজিত রায় বলেন, ‘আমরা পরীক্ষামূলকভাবে মৌটুসিকে ওই সাজে সাজিয়ে কিছু ছবি তুলি। তাঁকে সাজানোর দায়িত্ব নেন মিহির মমন। আর ছবি তোলেন তাহের মানিক।’

তাঁকে সাজানো প্রসঙ্গে মিহির মমন বললেন, ‘আমি ছোটবেলা থেকেই উত্তম-সুচিত্রার ভক্ত। এই জুটির প্রচুর ছবি দেখেছি। আর সুচিত্রার সঙ্গে মৌটুসি বিশ্বাসের চেহারার অনেকটা মিল আছে। এটা মেকআপের সময় বেশ কাজে লেগেছে। বাকিটা মেকআপ দিয়ে মেলানোর চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত হুবহু না হলেও অনেকটা মিলে গেছে।’

অভিনেত্রী মৌটুসি বললেন, ‘সুচিত্রা সেনের মতো অভিনেত্রীর আদলে নিজেকে সাজাতে পেরে ভালো লাগছে। তবে খানিকটা ভয়ে আছি। জানি না দর্শকেরা কীভাবে নেবেন!’

দিপান্বিতা রায়ের গল্পে *আমি সুচিত্রা নই* নাটকের চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন মাহমুদ দিদার। পরিচালক সত্যজিত বললেন, ‘আগামী মাসে কিশোরগঞ্জে নাটকটির শুটিং হবে। নাটকটির জন্য সুচিত্রা সেন অভিনীত জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের দুটি গানও নতুন করে রেকর্ড করা হবে।’

‘সিকান্দার বক্স’ থেকে ‘অ্যাভারেজ আসলাম’

অ্যাভারেজ আসলাম নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম

বিনোদন প্রতিবেদক ●

সিকান্দার বক্স নাটকটি আর নির্মাণ করা হবে না, এমন ঘোষণার পর নাটকটির শিল্পী-কলাকুশলী থেকে শুরু করে ভক্ত-দর্শকেরাও বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন। এমনকি নাটকটি বন্ধ না করার জন্য ভক্তরা এর নির্মাতাকে মুঠোফোনে হুমকিও দিয়েছিলেন। একটা সময় পরিচালক সিদ্ধান্ত নেন, একজন সাধারণ মানুষ সিকান্দারের জন্য দর্শকের এত মায়া, এত ভালোবাসা! তাহলে এমন আরেকটি চরিত্র নিয়ে নাটক তো নির্মাণ করাই যায়। তাই নির্মাতা সাগর জাহান এবার তৈরি করতে যাচ্ছেন নতুন এক চরিত্র নিয়ে নতুন এক নাটক, নাম *অ্যাভারেজ আসলাম*। *অ্যাভারেজ আসলাম* নাটকের ‘আসলাম’ এমন একটি চরিত্র, যাঁর জ্ঞানের পরিধি কম, যাঁর কোথাও জোর গলায় কথা বলার ক্ষমতা নেই কিন্তু এমন ভাব নিয়ে পাড়ায় চলাফেরা করেন যেন ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই পারেন। পেছনে পাড়ার সবাই তাঁকে নিয়ে মজা করেন। এমনকি নিজ পরিবারেও তাঁর অবস্থান এমনই। সবাই তাঁকে একজন ‘অ্যাভারেজ’ মানুষ হিসেবে গোনে। পরিচালক নিজেই এমন একটি কাহিনি নিয়ে নাটকটির চিত্রনাট্য লিখেছেন। *সিকান্দার বক্স*-এর মতো এ নাটকেও ‘অ্যাভারেজ আসলাম’ চরিত্রে অভিনয় করছেন মোশাররফ করিম। ‘আসলাম’ চরিত্রটির মধ্যে নতুন কী আছে, জানতে চাইলে মোশাররফ করিম জানান, ‘গল্পের ধাঁচ কিছুটা *সিকান্দার বক্স* নাটকের মতো হতে পারে কিন্তু চরিত্রটি একেবারেই ভিন্ন। মঙ্গলবার (আজ) থেকে শুটিং শুরু হবে। মাঠে নামার পর বোঝা যাবে খেলাটা কেমন হবে।’

অ্যাভারেজ আসলাম নাটকটিতে আরও অভিনয় করছেন মোনালিসা, জেনি, মুনিরা মিঠু, শামীমা নাজনীন, ফারুক আহমেদ, সাজু খাদেম, মারজুক রাসেল, কচি খন্দকার ও নাজমুল হুদা।

বসগিরিতে অন্য মিজান

বিনোদন প্রতিবেদক ●

ভালো চরিত্র পেলে টিভি নাটকের মাজনুন মিজান মাঝেমধ্যে চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন। সম্প্রতি সেরকম একটি চরিত্র পেয়ে গেছেন তিনি। নতুন ছবি ‘বসগিরি’তে অভিনয় করছেন তিনি। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে শামীম আহমেদ পরিচালিত ওই ছবির শুটিং। ছবিটিতে একেবারে অন্য এক মাজনুন মিজানকে দেখতে পাবেন দর্শকেরা।

প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপে মাজনুন মিজান বলেন, ‘হুমায়ূন আহমেদ স্যারের ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় আমার যাত্রা শুরু হয়। সাম্প্রতিক সময়ে কাজ করলাম ‘ভুবনমাঝি’ ছবিতে। সেই ছবিতে আমার সহশিল্পী ছিলেন ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রত। ‘ভুবনমাঝি’ ছবির পরই শুটিং শুরু করলাম ‘বসগিরি’র। এই ছবিতে আমি নায়ক শাকিব খানের বন্ধু। ছবিতে আমার নাম সিস্টেম। আর শাকিব খান হচ্ছেন আমার বস। ঘরে এবং বাইরের তাঁর নানা কাজে আমাকে বেশ সক্রিয়ভাবে দেখা যাবে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। শুটিং করতে বেশ ভালো লাগছে।’

‘বসগিরি’ ছবিতে মজার কয়েকটি সংলাপ শোনা যাবে মাজনুন মিজানের মুখে। তাঁর আশা, ছবি মুক্তির পর সংলাপগুলো মানুষের মুখে মুখে ফিরবে। মিজান বলেন, ‘অভিনয়ের একেবারে শুরুর দিকে আমার ‘লাগবা বাজি’ সংলাপটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। বহুদিন পর অভিনয় করতে এসে মনের মতো সংলাপ পেলাম। এই যেমন ‘বসিগিরি’ ছবিতে ‘সিস্টেম আমার নাম, ওয়ান টু’র মধ্যে সিস্টেম আমার কাম,’ এবং ‘চাপ নিয়েন না বস, ওয়ান-টুর মধ্যে সিস্টেম কইরা ফালামু।’

নিউইয়র্কে এক মঞ্চে রুনা-সাবিনা

উপমহাদেশের সংগীতজগতের দুই কিংবদন্তি রুনা লায়লা ও সাবিনা ইয়াসমীনের ‘লাইভ কনসার্ট’ অনুষ্ঠিত হলো যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। ১৫ মে স্থানীয় সময় রাত আটটায় জ্যামাইকার ইয়র্ক কলেজ মিলনায়তনে ওই কনসার্ট শুরু হয়। কনসার্টের আয়োজক ছিল শোটাইম মিউজিক। *প্রথম আলো*র নিউইয়র্ক প্রতিনিধি জানান, অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন সাবিনা ইয়াসমীন। সাবিনা তাঁর সুরেলা কণ্ঠে একে একে জনপ্রিয় ১৬টি গান পরিবেশন করেন। রাত পৌনে ১০টার দিকে মঞ্চে আসেন রুনা লায়লা। তিনি বাংলা আর উর্দুতে একাধিক গান গেয়ে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার মন কাড়েন। সবশেষে রুনা-সাবিনা এক মঞ্চে যৌথভাবে দুটি গান পরিবেশন করেন।

প্রথম আলো

অভ্যর্থনা বাহরাইনের বাদশাহ হামাদ বিন ইসা আলখলিফা ১৫ মে যুক্তরাজ্য সফরে যান। সেখানে মিলিটারি শোজাম্পিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের রানির সঙ্গে যোগ দেন বাদশাহ। এ সময় যুক্তরাজ্যে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো ও ব্যাপক আতিথেয়তার জন্য তিনি রানিকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে বাদশাহ কিংস কাপ বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্রের জকি কেন্ট ফারিংটন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আহমেদ সাইফ আলমাজুরুইয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রতিযোগিতায় বাহরাইনি রয়াল টিমের মোহাম্মেদ আবদুলসামেদ দ্বিতীয় এবং শেখ রশিদ বিন দালমুক আলমাখতুম তৃতীয় হন ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

প্রকল্প শেষ হতে লাগবে ছয় থেকে আট বছর

প্রথম আলো ডেস্ক ●

উপসাগরীয় দেশগুলোর সহযোগিতা পরিষদভুক্ত (জিসিসি) ছয় সদস্য রাষ্ট্রকে যুক্ত করে রেল নেটওয়ার্ক পুরোপুরি চালু করতে ছয় থেকে আট বছর লেগে যেতে পারে। সম্প্রতি *দ্য গালফ টাইমস*-এর এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

ওই প্রতিবেদনে কাতারের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আবু ইসা হোল্ডিংয়ের চেয়ারম্যান আশরাফ এ আর আবু ইসার বরাত দিয়ে বলা হয়, জিসিসি রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরির প্রথম ধাপের কাজ কাতার থেকে শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু এই নেটওয়ার্ক চালু করতে জিসিসির ছয় সদস্য রাষ্ট্রকেই (সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত-ইউএই, কুয়েত ও ওমান) কাজ শেষ করতে হবে। তাই এটা নির্ভর করছে সব সদস্য রাষ্ট্রের ওপরই। কাজের অনুমোদন নেওয়া, কাজ শুরু করা এবং তা শেষ করা; সব মিলিয়ে এই প্রকল্প শেষ করতে ছয় থেকে আট বছর সময় লাগতে পারে।

সম্প্রতি গালফ অর্গানাইজেশন ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসালটিং (জিওআইসি) এবং চায়না রেলওয়ে সিগন্যাল অ্যান্ড কমিউনিকেশন করপোরেশনের (সিআরএসসি) মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই চুক্তি স্বাক্ষরের পাশাপাশি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আবু ইসা হোল্ডিংয়ের চেয়ারম্যান আশরাফ এ আর আবু ইসা এই কথা বলেন। জিওআইসি ও সিআরএসসির আওতায় উপসাগরীয় অঞ্চলে রেল যোগাযোগ উন্নয়নের কাজ করা হবে।

জিসিসি প্রকল্পে যে ট্রেন চলাচল করবে, তার গতি হবে ঘণ্টায় ৩৫০ কিলোমিটার। এর অর্থ হলো কাতারের দোহা থেকে ছাড়লে কোনো বিরতি না দিয়ে ট্রেনটি কুয়েতে পৌঁছাতে সময় নেবে মাত্র দুই ঘণ্টা। আর দোহা থেকে মাত্র ৪০ মিনিটে বাহরাইনে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

এর আগে ডেইলি ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, জিসিসির এই রেল প্রকল্পের কাজের জন্য আট হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। জিসিসি চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি জেনারেল আবদুর রহিম ৩ মে ওই রেল প্রকল্প প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আট হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি প্রকাশ করেন।

আবদুর রহিম বলেন, এই রেল প্রকল্প জিসিসিভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে সৌদি রেলওয়ে সংস্থা বলেছে, জিসিসি দেশগুলোর সব সরকার এই রেল প্রকল্পকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। দেশগুলো ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের জন্য বিদেশি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দিয়েছে। এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে কাজ করছে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলো।

সূত্র : **কাতার বিজনেস**।

বাড়তি বিদেশি শ্রমিক নিলে অতিরিক্ত ফি দিতে হবে

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে চাকরিদাতারা নির্ধারিত সীমা বা কোটার চেয়ে বেশি বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ দিলে জনপ্রতি বাড়তি ৩০০ বাহরাইনি দিনার সরকারকে দিতে হবে। নিয়মিত কোটায় বিদেশি শ্রমিকপ্রতি নির্ধারিত বার্ষিক ফি ১৫০ দিনার। বাড়তি ফি ছাড়াও নিয়োগদাতাদের প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য নিয়মিত দুই বছরের শুল্ক ২০০ দিনার এবং মাসিক ফি দিতে হবে।

শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (এলএমআরএ) ২ মে থেকে এই নতুন নিয়ম চালু করেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী অসামা আল আবসি বলেছেন, নতুন নিয়মটি বাহরাইনি নাগরিকদের জন্য চাকরির সুযোগ নিশ্চিতকরণ আইনের (বাহরাইনাইজেশন ল) সমান্তরালে কাজ করবে। তিনি ইতিমধ্যে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং নতুন ব্যবস্থাটির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধারণা দিয়েছেন। বাহরাইনি এবং বিদেশি কর্মীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ের ব্যবধান কমানোই এ উদ্যোগের লক্ষ্য।

আল আবসি আরও বলেন, নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে বিদেশি শ্রমিকের চাহিদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হবে না, বিশেষ করে বাহরাইনিদের জন্য যেসব কাজ আকর্ষণীয় নয়—সেসব ক্ষেত্রে। বাড়তি ফি নির্ধারণের সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা এলএমআরএ প্রতি তিন মাস অন্তর পর্যালোচনা করবে এবং বাহরাইনাইজেশন ল-এর ওপর এটির প্রভাব যাচাই করে দেখবে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

বিলাসবহুল ভাসমান হোটেল

প্রথম আলো ডেস্ক ●

উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রথম পাঁচ তারকা ভাসমান হোটেল চালু হলো বাহরাইনে। ১৫ মে সন্ধ্যায় উদ্বোধন করা হয় হোটেলটির। ১১ মে প্রতিষ্ঠান প্রমোসেভেন হোল্ডিংস এ হোটেল চালুর ঘোষণা দিয়েছিল।

বাহরাইনের পর্যটন ও প্রদর্শন কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শেখ খালিদ বিন হামুদ আল খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় চালু হয়েছে এ ভাসমান হোটেল। এটি নির্মাণে খরচ পড়েছে প্রায় ৪০ লাখ মার্কিন ডলার। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সর্বোচ্চ নৈপুণ্য ও সুদৃশ্য গৃহসজ্জার উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে এই হোটেল নির্মাণে।

কোরাল বে অবকাশযাপন কেন্দ্রের কয়েক দফা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকাজের চূড়ান্ত পর্যায়ে যোগ হলো ভাসমান সি হোটেলটি। নানা সুযোগ সুবিধাসংবলিত অবকাশযাপন কেন্দ্রটি বিস্তৃত পরিসরে করা হয়েছে। যেমন- এখানে রয়েছে একাধিক রেস্তোরাঁ, একটি স্পা, সেলুন, সমুদ্রসৈকত, জলক্রীড়ার ব্যবস্থা। আর এখন এর সঙ্গে যোগ হলো পাঁচ তরকা ভাসমান হোটেল।

ভাসমান সি হোটেলটি 'হোটেল ডেস চার্মস' গ্রুপের একটি অংশ। বিশ্বজুড়ে হাতে গোনা যে কয়টা বিলাসবহুল বুটিক হোটেল রয়েছে, সেগুলোর মালিকানা এ গ্রুপের বিশেষত্ব। ভাসমান এই হোটেল চালুর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য হলো যেসব অতিথি বিশেষ ও স্বতন্ত্র কিছু খুঁজছেন তাঁদের অনন্য আতিথেয়তার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া।

সি হোটেলটি ভাসমান ও সমুদ্রে নোঙর করানো; যেখানে অতিথিরা প্রমোদতরিতে চড়ার অনুভূতি পাবেন। তাঁরা বিশাল ঢেউয়ের আতঙ্ক পাবেন না; বরং মনে হবে যেন শান্ত স্রোতে এক ছন্দময় গতিতে তাঁরা ভেসে চলেছেন। এ হোটেলকে সমুদ্রসৈকত ও কোরাল বের বিলাসবহুল রেস্তোরাঁর সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে একটিমাত্র স্বয়ংক্রিয় চলমান সেতু।

এ হোটেলের রয়েছে আরও নানা বৈশিষ্ট্য। এখানে অপ্রিয় দর্শনের মতো কোনো কিছু নেই। নেই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কিছু বা জায়গা নষ্ট করা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। হোটেলের যেকোনো স্থানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা পাবেন অতিথিরা।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'হোটেলের অতিথিরা সব সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা উপভোগ করতে পারবেন। যেসব অতিথি আলাদা কিছু খুঁজছেন তাঁদের জন্য রয়েছে নাটকীয় দৃশ্য ও ভিআইপি সুবিধাসংবলিত দুটি শৈল্পিক কক্ষ। এগুলো হলো অ্যাডমিরালটি স্যুট ও রয়্যাল স্যুট।'

এ হোটেলের উদ্বোধন উপলক্ষে একজন কর্মকর্তা বলেন, 'অতিথিদের আতিথেয়তার এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার প্রস্তাব দিতে পারায় আমরা গর্বিত। এই আতিথেয়তা বাহরাইনের কোথাও পাওয়া যাবে না। এমনকি যুক্তিসংগত কারণে উপসাগরীয় অঞ্চলের কোথাও এমন সুবিধা মিলবে না। এখানে অতিথি হয়ে না আসা পর্যন্ত আপনি বুঝবেন না আপনি কোন অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।'

ভাসমান এ হোটেলে দুটি স্যুটসহ রয়েছে মোট ১৪টি কক্ষ। এগুলোর মধ্যে আটটি কক্ষ নিচতলায়। ওপর তলায় দুটি স্যুট ও বাকি চারটি কক্ষ।

হোটেলের উদ্যোক্তা 'সেভেন লেইজার গ্রুপ'-এর মালিক আকরাম মিকনাস বলেন, 'ক্ষুদ্র পরিসরের বিনিয়োগ নিয়ে শুরু করা হয়েছিল এ অসামান্য প্রকল্প। এটি শেষ হতে সময় লেগেছে তিন বছর।' আকরাম জানান, প্রথমে তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য একটি হাউস বোট কিনেছিলেন। পরে সেটিকে একটি ভাসমান হোটেল তৈরি করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ভাসমান হোটেলের বাইরের দৃশ্য এবং বিলাসবহুল কক্ষ

পাঁচ হাজার দুস্থ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ

দত্তপাড়ায় কাতার চ্যারিটির প্রকল্প শেষ

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারের অন্যতম সেবা সংস্থা কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশের দত্তপাড়ায় একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে। চ্যারিটি কর্তৃপক্ষ বলছে, ওই উন্নয়ন প্রকল্প হওয়ার ফলে সেখানকার প্রায় ৫ হাজার মানুষ উপকৃত হবে। এর মাধ্যমে ওই সব মানুষের জীবনধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে।

দত্তপাড়ার ওই প্রকল্পে রয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, একটি কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র, একটি গভীর নলকূপ, একটি সামাজিক সেবা কেন্দ্র ইত্যাদি। এ ছাড়া সেখানকার ৩০টি দুস্থ পরিবারের মধ্যে কৃষিজমি বিতরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে।

কাতার চ্যারিটির প্রকল্প পরিচালক খালেদ আবদুল্লাহ বলেন, ওই অঞ্চল এবং আশপাশের মানুষ প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। কাতার চ্যারিটি তাদের জন্য বিভিন্ন প্রাথমিক ও মৌলিক সেবায় এগিয়ে এসেছে। তাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশনসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করতে কাতার চ্যারিটি কাজ করছে। পাশাপাশি আর্থিক প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কাতার থেকে যেসব দাতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে, তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে খালেদ বলেন, 'বিশ্বজুড়ে অসহায় ও দুস্থ মানুষের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসা আমাদের নৈতিক এবং ধর্মীয় কর্তব্য।'

ঢাকা থেকে প্রায় ২৬০ কিলোমিটার দূরে মদনগড়ের একটি গ্রাম দত্তপাড়া। যাতায়াতব্যবস্থার প্রতিকূলতা থাকায় এই অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। শুষ্ক মৌসুমে মোটরসাইকেল এবং বর্ষা মৌসুমে কেবল নৌকা দিয়ে ওই গ্রামে যাতায়াত করা যায়। কাতার চ্যারিটির এমন সেবা প্রকল্পে এখন হাসি ফুটবে ওই অঞ্চলের অসহায় মানুষের।

লুসাইল স্টেডিয়ামের কাজ চলতি বছরেই শুরু

বাংলাদেশি নির্মাণশ্রমিকদের চাহিদা বাড়বে

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারের বিশ্বকাপ আয়োজক কমিটি লুসাইল স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজের দরপত্র আহ্বান করেছে। এই স্টেডিয়ামে ২০২২ সালের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপ ফুটবলকে সামনে রেখে নির্মাণাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে অভিবাসী শ্রমিকেরা কাজ করছেন। এদের বেশির ভাগই আবার বাংলাদেশি কর্মী। এ স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ শুরু হলে বাংলাদেশি শ্রমিকদের চাহিদা আরও বেড়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রকাশনা *মিড*-এর তথ্য অনুসারে কাতারের সরবরাহ ও উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কমিটি আগামী ডিসেম্বরে এই বৃহৎ স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে। অত্যাধুনিক এই স্টেডিয়াম নির্মাণের ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৩০০ কোটি কাতারি রিয়াল।

এর আগে বিশ্বকাপ উপলক্ষে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের তদারককারী সরবরাহ ও উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কমিটি গত মার্চ মাসে ব্রিটিশ স্থাপত্য নকশাকার প্রতিষ্ঠান ফস্টার ও এর সহকারী প্রতিষ্ঠানকে লুসাইল স্টেডিয়ামের নকশা করার দায়িত্ব দেয়। পরিকল্পনা অনুসারে এই স্টেডিয়ামে একসঙ্গে ৮০ হাজার দর্শক খেলা উপভোগ করতে পারবেন।

বিশ্বকাপ উপলক্ষে নির্মাণাধীন নির্ধারিত আটটি স্টেডিয়ামের মধ্যে বর্তমানে পাঁচটি স্টেডিয়ামের কাজ চলছে। তবে লুসাইলসহ আরও দুটি স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আয়োজকদের তথ্য অনুসারে ২০২০ সালের মধ্যেই সব নির্মাণকাজ শেষ হবে।

চূড়ান্ত নকশা এখনো ঠিক হয়নি

বিশ্বকাপের আয়োজক প্রতিযোগিতার সময় লুসাইল স্টেডিয়ামের প্রাথমিক নকশা প্রদর্শন করে হয়। তবে এখন পর্যন্ত এই স্টেডিয়ামের নকশা চূড়ান্ত হয়নি। গত বছর আয়োজকেরা জানিয়েছিলেন, চলতি বছরের আগে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান ফস্টার মূল নকশা প্রকাশ করবে না।

নিয়ন্ত্রক কমিটি লুসাইল স্টেডিয়ামের নকশায় স্থানীয় ঐতিহ্য ও আঞ্চলিক স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে স্থাপত্যবিদদের সঙ্গে স্টেডিয়ামের মূল কাঠামোর নকশা তৈরি করে। সম্পূর্ণ নকশায় কাতারের নান্দনিক নির্মাণ-ঐতিহ্য প্রাধান্য পাবে।

প্রাথমিক কাজ যেমন: মাটি পরীক্ষা, নির্মাণশ্রমিকদের জন্য আবাসন তৈরি ও প্রকল্প স্থানের ৫ কিলোমিটার জায়গাজুড়ে নিরাপত্তাবেষ্টনীর কাজ শেষ করা হয়েছে গত বছর।

অন্যান্য প্রকল্প

পরিকল্পনা অনুযায়ী ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে লুসাইল হবে নির্মাণাধীন ষষ্ঠ স্টেডিয়াম। এ ছাড়া আলওয়াকরা ও আলখোরে স্টেডিয়াম নির্মিত হচ্ছে। আলওয়াবে খলিফা নামে স্টেডিয়াম নির্মাণাধীন রয়েছে। আয়োজকেরা একটি শিক্ষানগরও গড়ে তুলছেন।

গত বছরের শেষের দিকে প্রকল্প নিয়ন্ত্রক কমিটি আরও দুটি স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা পেশ করে। এর একটি নির্মিত হবে হামাদ বিমানবন্দরের সন্নিকটেই রাস আবু আবুদে। অন্য স্টেডিয়ামটির জন্য নাজমা রোডের পশ্চিমে জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটির অবস্থান হবে ই ও এফ রিং রোডের মাঝে।

রাস আবু আবুদে বিশ্বকাপের পর নতুন একটি শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। পশ্চিম উপকূল ঘিরে গড়ে উঠবে এই শহর।

বিশ্বকাপের আয়োজক হওয়ার প্রতিযোগিতাকালে কাতার ১২টি স্টেডিয়াম করার পরিকল্পনা করলেও পরবর্তী সময়ে সেই অবস্থান থেকে আয়োজকেরা সরে আসেন। ফিফার নির্ধারিত আইন অনুসারে আটটি স্টেডিয়ামেই বিশ্বকাপের সব ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে কাতার।

সব কটি স্টেডিয়াম নির্মিত হলে তা হবে মধ্যপ্রাচ্যে স্থাপত্যে অনন্য সংযোজন। বিশ্বকাপের পরও এই অঞ্চলের ক্রীড়ামোদীদের জন্য নিয়মিতই বিভিন্ন খেলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে কাতার।

লুসাইল স্টেডিয়ামের নকশা ছবি : সংগৃহীত

জাহাজ কারখানায় ট্যাংকে আটকে বাংলাদেশির মৃত্যু

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনের হিদ শহরে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানায় ১৬ মে দুর্ঘটনায় একজন বাংলাদেশি শ্রমিক মারা গেছেন। তিনি একটি জাহাজের ট্যাংকের ভেতরে আটকা পড়েন। সেখানে দম বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

ওই দিন সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ঘটনাস্থল থেকে ওই প্রবাসী বাংলাদেশির মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। কর্তৃপক্ষ ওই বাংলাদেশির নাম প্রকাশ করেনি।

বাহরাইনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা জাহাজ নির্মাণ কারখানায় ওই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। চলতি বছর এ নিয়ে এ রকম দুর্ঘটনায় চার প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হলো। কাজ করতে গিয়ে গত ২৪ এপ্রিল পৃথক দুর্ঘটনায় দুই শ্রমিক মারা যান। তাঁদের একজন ভারতীয় নাগরিক গঙ্গাধর সারথাকালা (৩৫)। তিনি জালাকের একটি কারখানায় মারা যান। অন্যজন বাংলাদেশের নাগরিক। নাম শাহাদত আশরাফ। তিনি গালালির একটি কারখানায় দুর্ঘটনায় মারা যান।

এ ছাড়া গত ৩ মার্চ কামাল শাহ জামাল (৩০) নামের আরেক বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যু হয়। তিনি ডেকের নিচে কাজ করছিলেন। তখন প্রায় ৪০ ফুট উঁচুতে কর্মরত আরেকজন শ্রমিকের হাত থেকে ভারী এক টুকরো ইস্পাত তাঁর ওপর পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন জামাল।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

ফ্যাশন সপ্তাহ কাতারের সাংগ্রি-লা হোটেলে সম্প্রতি আয়োজন করা হয়েছিল 'মার্সিডিজ-বেঞ্জ ফ্যাশন সপ্তাহ'। এতে কাতার ও আন্তর্জাতিক ডিজাইনারদের তৈরি নানা ধরনের পোশাক পরে ক্যাটওয়াকে অংশ নেন মডেলরা ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা।